সিপিয়া (Sepia)

ইহা মৎস্য জাতীয় এক প্রকার জীব। ইহাকে কটল মৎস্যও (Cottle fish) বলা হয়। এই মৎস্যের মধ্যে এক প্রকার কঠিন চুণবিশেষ পদার্থ পাওয়া যায় তাহা পক্ষীদিগের খাদ্য দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সিপিয়া বলিতে প্রকৃত পক্ষে আমরা একটী রংকেই (Color) বুঝিয়া থাকি—এই রং উক্ত সিপিয়া অর্থাৎ কটল মৎস্য হইতেই প্রাপ্ত হই; উক্ত মৎস্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র থলি রহিয়াছে, তন্মধ্যে ঘোর কটাবর্ণ অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ সদৃশ তরল পদার্থ থাকে যখন কোন বৃহদাকার মৎস্য কিংবা শত্রু দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হয় তখন উক্ত মৎস্য হইতে ঐ উক্ত তরল রং নিঃসৃত করিয়া তদস্থানের জল ঘোলা করিয়া দিয়া আপনাকে শত্রুর কবল হইতে যেমন রক্ষা করে আবার তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যকে ধরিয়া খাইয়াও ফেলে। বহুদিন এই তরল পদার্থের ইহা ব্যতীত আর কোন কার্য্য যে আছে তাহা বিদিত ছিল না এবং ইহাতে আর কোন গুণ আছে তাহারও কোন প্রকাশ ছিল না—সম্পূর্ণ নিগু‍র্ণ বলিয়াই জানা ছিল। উক্ত কটল মৎস্যের নিঃসৃত রসকেই সিপিয়া বলা হয়—সিপিয়া সচরাচর চিত্রকরগণ ছবি আঁকিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ঔষধের প্রুভিং কি প্রকার আকস্মিক এবং কি প্রকার অপ্রত্যাশিতভাবে হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মহাত্মা হ্যানিমানের জনৈক বন্ধু এবং রোগী চিত্রকরের কার্য্য করিতেন, তিনি ছবি আঁকিবার সময় সর্ব্বদা তুলি মুখে দিয়া ভিজাইয়া লইতেন। একবার এই ব্যক্তির একটি দুরারোগ্য রোগ হয়। হ্যানিমান কিছুতেই আরোগ্য করিতে না পারায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন, তখন তিনি মনে করিলেন বোধ হয় রংএর তুলি পুনঃ পুনঃ মুখে দেওয়াই তাহার এই রোগের কারণ হইয়া থাকিবে। তিনি এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে তুলি মুখে লাগাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং তদবধি হইতে তাঁহার রোগ ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া যায়। হ্যানিমান এই সূত্র অবলম্বন করিয়া বিস্তারিত রূপে ইহার প্রুভিং সম্পাদন করেন।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। জরায়ু এবং যোনি ভ্রংশ ও তদসহ বস্থিপ্রদেশে চাপ এবং কুন্থনবৎ যন্ত্রণা, যেন স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সমুদার যন্ত্র বহির্গত হইয়া পড়িবে, রোগী পদদ্বয় জোরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া থাকে অথবা চাপিয়া বসিয়া পড়ে। (Prolapse of uterus and vagina, pressure and bearing down as if every thing would protrude from the pelvis, must cross limbs tightly or sit close to prevent it.)

২। ঋতুস্রাবের অনিয়ম—সময়ের পূর্ব্বে, পরে, স্বল্প এবং প্রচুর, সর্ব্বপ্রকার হয় এবং এতদসহ জরায়ু ভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

৩। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রাতঃবমন — খাদ্যদ্রব্যের দর্শনেই বমনোদ্রেক হয় (নাক্স)। (খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে—বমনোদ্রেক হয় —কলচিকম, আর্সেনিক)।

৪। পুরাতন প্রমেহ (Gleet) যন্ত্রণাশূন্য পীতাভ স্রাব, মূত্রমার্গ প্রাতে প্রমেহ স্রাবে বুজিয়া থাকে। প্রমেহ বহুদিন স্থায়ী শীঘ্র আরোগ্য হয় না (কেলি আইওড)। পুংজননেন্দ্রিয় দুর্ব্বল এবং শিথিল।

৫। অত্যন্ত বিষণ্ণতা এবং ক্রন্দন ভাবাপন্ন (Great sadness and weeping)। একলা থাকিতে অথবা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভয় পায়—এতদসহ জরায়ুদোষ বর্ত্তমান থাকে।

৬। অত্যন্ত উদাসীন—নিজ সাংসারিক কাজকর্ম্মে অথবা পুত্র সন্তানদিগের প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। অলস প্রকৃতির, কোন কাজ কর্ম্মে মনোযোগ থাকে না।

৭। মুখমণ্ডল এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতাভাযুক্ত।

সাধারণ লক্ষণ

১। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, গুট্‌লে গুট্‌লে, মলত্যাগকালীন মলদ্বারে যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা অনেকক্ষণ থাকে (নাইট্রিক এসিড)। মলদ্বারে ভার ভার বোধ যেন গোলাকার কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে। মলত্যাগান্তেও ইহা উপশম হয় না।

২। প্রস্রাব ঈষৎ লাল এবং তলানিযুক্ত, অত্যন্ত বদ এবং তীব্র গন্ধ, ঘরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

৩। শেযেমোতা—শিশু প্রথম রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় শয্যায় মূত্র ত্যাগ করে।

৪। পেট খালি খালি বোধ—আহারেও উপশম হয় না।

৫। চুলকানি—গায়ের সর্ব্বত্র এবং জননেন্দ্রিয়ের বাহ্যপ্রদেশ চুলকায়, চুলকাইলে উপশম না হইয়া বরং জ্বালা করে।

৬। গায়ের স্থানে স্থানে দদ্রু প্রকাশ পায়।

৭। শিরঃপীড়া—ঋতুস্রাবকালীন এবং স্বল্পস্রাব হইলে, মানসিক পরিশ্রমে, মস্তক অবনত করিলে, সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। বাহ্যিক চাপে এবং ক্রমান্বয় অনেকক্ষণ যাবৎ অধিক পরিশ্রমে উপশম হয়।

৮। পুরাতন শিরঃপীড়া জনিত মস্তকের চুল পড়িয়া যায়।

৯। ঋতুস্রাবকালীন, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়, দুগ্ধ ক্ষরণকালীন কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা উদরাময় অথবা জরায়ুদোষসহ নিম্নোদরে গোলাকার পদার্থের সঞ্চালন বোধ।

১০। যোনিদেশ হইতে উপরে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করে (violent stitches upwards in the Vagina) জরায়ু হইতে নাভি পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। (Lancinating pains from the uterus to the umbilicus)।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—সিপিয়া রোগীর গঠন দেখিতে সুন্দর হয় না—লম্বা, রোগা, বস্তিপ্রদেশ সঙ্কুচিত, পেশী শিথিল। যে সমুদায় স্ত্রীলোকের কটিদেশ পুরুষ লোকদিগের ন্যায় গঠিত তাহাদিগেতে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা কম দেখা যায়। সিপিয়া রোগী এত লম্বা যে, সমস্ত শরীর মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত একেবারে যেন সোজা (Straight from the shoulder all the way down)। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চক্ষুর চারিধার কালিমা বেষ্টিত। **গণ্ডস্থলের উপরদিকে এবং নাসিকাতে পীতবর্ণ রেখা প্রকাশ পায় এবং মুখমণ্ডলে পীতবর্ণ ছাপ ছাপ দাগ পড়ে।** সিপিয়া রোগীর এই প্রকার চেহার বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। মুখমণ্ডল ব্যতীত নিম্নোদর এবং এমন কি সর্ব্ব গাত্রে ক্রমশঃ এই প্রকার দাগ প্রকাশ পাইতে থাকে। সমুদায় গাত্র যেন পাণ্ডু রোগ সদৃশ হয় (yellow saddle accross upper part of cheek and nose, and yellow spots on the face is a characteristic of great value) সিপিয়ার এতাদৃশ চেহারা প্রায়ই জরায়ু অথবা ঋতুস্রাবের গোলযোগসহ বর্ত্তমান থাকে (The face of the Sepia patient is the most "tell tale" face I know, and if you find it upon a woman, you may always fiind her leading symptoms in connection with her menstrual and uterine functions—Nash.)

সিপিয়া—রোগীর মুখমণ্ডল দেখিলে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন, (intelligent) বলিয়া মনে হয় না। নির্ব্বোধ, বোকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রোগী রক্তশূন্য, ওষ্ঠদ্বয় ফ্যাকাসে, হস্তের অঙ্গুলির চর্ম্ম কোঁচকান, শরীরের পেশী সমূহ শুষ্ক, চেহারা দেখিলে অধিক বয়স্ক বলিয়া মনে হয়।

সিপিয়া পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের অধিক উপযুক্ত ঔষধ। রোগা স্ত্রীলোক ব্যতীত যে সমুদয় স্ত্রীলোক দেখিতে ফোলা ফোলা এবং থলথলে পেশীযুক্ত, **গাত্রত্বক পীতবর্ণ অথবা অপরিষ্কার পীতাভ কটাবর্ণ, ফুষ্কোরি যুক্ত,** জননেন্দ্রিয়ে, কক্ষতলে এবং পশ্চাতে ইত্যাদি স্থানে অধিক ঘর্ম্ম হয় এবং স্ত্রী রোগে ভোগে তাহাদিগেতে এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সিপিয়ার যাবতীয় উপসর্গ মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয় কিন্তু রাত্রে উপশম হয়—ইহা সিপিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ।

সিপিয়া রোগীর মানসিক লক্ষণে স্নেহ ভালবাসার অভাব অত্যন্ত অধিক রূপে পরিলক্ষিত হয়। রোগী নিজ **শিশু সন্তান, পুত্রকন্যা, স্বামী এবং সাংসারিক গৃহকার্য্য প্রভৃতির উপর অত্যন্ত উদাসীন।** এমন কি আপনার সন্তান প্রভৃতির প্রতি পর্য্যন্ত টান থাকে না। **রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত বিমর্ষ অবসাদ এবং ক্রন্দনশীলা ও অবসাদের সহিত খিটখিটে স্বভাব** জড়িত থাকে, সময় সময় ভীষণ রাগান্বিত হইয়াও ওঠে। অথচ সিপিয়া রোগীতে মস্তিষ্কের কোন প্রকার দোষ থাকে না। সিপিয়ার এই প্রকার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত পরিচায়ক।

সিপিয়ার সহিত মানসিক লক্ষণে অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য—

পালসেটিলা—ইহা যে কতক লক্ষণে সিপিয়ার অত্যন্ত নিকট সদৃশ ঔষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিপিয়ার ন্যায় রোগী অতি সহজেই কাঁদিয়া ফেলে এবং বিমর্ষ অথচ নম্র, বিনয়, কোমল স্বভাব আর সিপিয়া রোগী অত্যন্ত খিটখিটে, বিমর্ষ রাগী এবং সংসারের কার্য্যকলাপে বিমুখ। কিন্তু জরায়ু-চ্যুত (uterine desplacement) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে সেই স্থলে সিপিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হইবে।

নেট্রাম মিউর—ইহা সিপিয়ার একটি অনুপূরক (Complementary) ঔষধ। উভয় রোগীই অত্যন্ত ক্রন্দনশীলা, বিমর্ষ অবসাদযুক্ত, সর্ব্বদা গত অশান্তিজনক ঘটনায় চিন্তিত, উদাসীন এবং স্মরণশক্তিহীণ অথচ নেট্রাম মিউর রোগীর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিলে অথবা সান্ত্বনা প্রদান করিলে অত্যন্ত অধিক বিরক্ত এবং রাগান্বিত হয় (পালসেটিলা রোগী সান্ত্বনা ভালবাসে)।

সিপিয়া রোগীও সান্ত্বনা ভাল বাসে না, কিন্তু নেট্রাম মিউরের ন্যায় তত

অধিক নয়—এই লক্ষণটি নেট্রাম মিউরেই অত্যন্ত অধিক রূপ প্রকাশ থাকে।

বিরক্ত এবং ক্রোধে উভয় রোগীর উপসর্গই বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু সিপিয়ায় **Vascular erethism** অধিক ঘটায়, কাজেকাজেই সিপিয়ার বিরক্তিতে বক্ষঃস্থল এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন করে, উত্তেজনাপূর্ণ কথোপকথনে মুখমণ্ডল উত্তপ্ত হয় এবং ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়—আর নেট্রাম মিউরে স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটায় কাজেকাজেই ইহাতে শিরঃপীড়া উৎপন্ন হয়। সিপিয়ার বিষণ্ণতা অনেকটা যকৃতের কার্য্যের ব্যতিক্রম হেতু, নেট্রাম মিউরের জরায়ু রোগে অথবা মাসিক ঋতু স্রাবের অনিয়মত হেতু কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে নেট্রাম মিউরে সিপিয়ার ন্যায় জরায়ুতে রক্তাধিক্য হন য়া।

কষ্টিকাম—ইহাতেও বিমর্ষভাব প্রকাশ থাকে কিন্তু বিশেষভাবে ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে ইহা প্রকাশ হয়। মুখমণ্ডল পীতবর্ণ এবং বিপদের সম্ভাবনায় সকল সময় চিন্তিত।

চর্ম্মরোগ—চর্ম্মরোগের উপর সিপিয়ার যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায় কিন্তু ইহার আক্রমণের বিশেষ স্থানই হইয়তছে কনুই এবং হাঁটুর সন্ধিস্থল (elbow and kneejoint) অর্থাৎ **প্রত্যেক সন্ধিস্থলের ভাঁজে ভাঁজে bends of every joints**। অঙ্গুলির প্রত্যেক সন্ধিস্থল সমূহে ক্ষত অথবা ঘা হয় এবং সিপিয়ার এই প্রকার চর্ম্মরোগে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না, সচরাচর যন্ত্রণাশূন্য (বোরাক্স, মেজেরিয়াম) এবং অধিক রস কিংবা পুঁজ স্রাবও থাকে না, থাকিলেও জলবৎ রস অথবা পুরু ঘন পীতাভ পুঁজ বর্ত্তমান থাকে, এতদস্থানের চর্ম্ম মামড়ি পড়িয়া পুরু এবং শক্ত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত শরীরের যে সমুদয় স্থানে সহজে ঘর্ম্ম হয় অর্থাৎ ভিজা ভিজা স্থান সমূহে (Humid places) বিশেষতঃ স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের বাহ্যিক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায় অথচ চুলকাইলেও রোগী উপশম পায় না বরং চুলকানির পর জ্বলন আরম্ভ হয় (সালফার)। বড় বড় আকারের খোস পাঁচড়াতেও সিপিয়া নির্ব্বাচিত হয়, শুষ্ক হইয়া গিয়াও পুনরায় প্রকাশ পায় (**Large suppurating pustules constantly renewing**)

সালফারের সহিত সিপিয়ার এত অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে যে অনেক চিকিৎসক ইহাদিগকে পরস্পরের অনুপূরক ঔষধ বলেন এবং একটির পর আর একটি উত্তম কার্য্য করে।

দদ্রুরোগ (Ringworm)—দদ্রুরোগেও সিপিয়ার প্রয়োগ দেখা যায় এবং উত্তম কার্য্য করে বিশেষতঃ মস্তকের খুলির চর্ম্মে হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সর্ব্ব শরীরে অর্থাৎ গাত্রে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া হইলে টেলিউরিয়ামকে প্রাধান্য দেওয়ায় কর্ত্তব্য। দদ্রুরোগে সিপিয়া আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয়রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (সিপিয়া এক ড্রাম ৪ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আক্রান্ত স্থানে পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে লাগাইতে হয়।)

আধকপালে শিরঃপীড়া (Hemicrania)—আধকপালে শিরঃপীড়ার সিপিয়া একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সচরাচর যন্ত্রণা, এক চক্ষুতে বিশেষতঃ বাম চক্ষুতে হয়, যন্ত্রণা ভীষণ হয় এমন কি রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলে, যন্ত্রণা দপ্‌দপানি প্রকৃতির অথবা গভীর যেন মস্তিষ্কের ঝিল্লিতে হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। যন্ত্রণা উর্দ্ধ দিকে অথবা ভিতর হইতে বাহির দিকে ধাক্কা মারে এবং প্রায়ই দেখা যায় বমন হইলে যন্ত্রণার ঈষৎ হ্রাস হয়। শিরঃপীড়া সঞ্চালনে, গোলমালে, আলোতে অথবা বজ্রপাতে বৃদ্ধি হয়। **নিদ্রায় অথবা অন্ধকার ঘরে বিশ্রামে উপশম** হয়। এই প্রকার আধকপালে শিরঃপীড়া সচরাচর যে সমুদয় **স্ত্রী লোক-দিগের জরায়ুর স্থান বৈপরীত্য (malposition of uterus) অথবা ঋতুস্রাবের গোলমাল থাকে তাহাদিগেতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।** তদ্ব্যতীত সিপিয়া বাতের কারণ হইতে উদ্ভূত শিরঃপীড়ায়ও নির্ব্বাচিত হয় এবং শিরঃপীড়ার সহিত বমন ও বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে এইরূপ স্থলে যকৃতের কার্য্যের ব্যতিক্রম এবং প্রস্রাবে ইউরিক এসিড (uric acid) পূর্ণ থাকে।

আধকপালে শিরঃপীড়ায় সিপিয়ার সহিত অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য নিরূপণ—

বেলেডোনা—ইহাও সময় সময় আধকপালে শিরঃপীড়ায় ব্যবহার

হইয়া থাকে। ইহাতে যখন মুখমণ্ডল ও মস্তকের ভীষণ রক্তাধিক্যতা, ধমনীদ্বয়ের দপ্‌দপানি যন্ত্রণা, সামান্য ঝাঁকুনী, আলো এবং গোলমাল ইত্যাদি অসহ্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তখন বেলেডোনা চিন্তা করিবে। বেলেডোনা সচরাচর হৃষ্টপুষ্ট থলথলে পেশীযুক্ত লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। সিপিয়া ক্ষীণাঙ্গী রোগা স্ত্রীলোকেতে আধক নির্ব্বাচিত হয়।

সেঙ্গুইনেরিয়া ইহাতে **দক্ষিণপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়**—এবং যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ হয়, **সূর্য্যের উদয় এবং অস্তের সহিত বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয়** মধ্যাহ্নে যন্ত্রণা চরমে উঠে, প্রচুর প্রস্রাব নিঃসরণে যন্ত্রণার হ্রাস হয় (সাইলিসিয়া, জেলসিমিয়াম, ভিরেট্রাম এলবাম)। যন্ত্রণা সাত দিন পর পর পাণ্টাইয়া পাল্টাইয়া আইসে। সেঙ্গুইনেরিয়ায় শিরঃপীড়ার সহিত প্রচুর ঋতুস্রাব থাকিতে পারে। সিপিয়ায় স্বল্প ঋতুস্রাব থাকে, এতদ্ব্যতীত সেঙ্গুইনেরিয়ায় সচরাচর দক্ষিণ পার্শ্বই আক্রান্ত হয় আর সিপিয়ায় যে কোন পার্শ্বেই হইতে পারে।

আইরিস ভার্স—ইহাতে আধকপালে শিরঃপীড়ার সহিত দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে এবং শিরঃপীড়ার সহিত **অম্ল স্বাদবিশিষ্ট জলবৎ বমন হয়।**

পালসেটিলা—সিপিয়ার ইহা অতি নিকট সদৃশ ঔষধ, উভয়েতেই ঋতুস্রাব স্বল্প হয়, উভয়েতেই যন্ত্রণা বিদীর্ণবৎ, দপ্‌দপানি অথবা সূচীভেদবৎ উভয়েতেই যন্ত্রণাকালীন দৃষ্টি অপরিষ্কার হয় এবং বমন ও বমনোদ্বেগ থাকে কিন্তু পালসেটিলায় বমন অধিক থাকে এবং জিহ্বা অধিক শ্বেত লেপাবৃত হয় ও **রোগী মুক্ত বায়ুতে উপশম বোধ করে এবং যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায়** ও যন্ত্রণার সহিত শীত শীত বোধ বর্ত্তমান থাকে এবং **সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়।** সিপিয়াতে যন্ত্রণাকালীন দৃষ্টি অপরিষ্কারের সহিত চক্ষুর পাতায় ভার ভার বোধ হয় এবং মুখমণ্ডল পীতাভ হয়। পালসেটিলায় ফ্যাকাসে হয়।

নক্সভমিকা—ইহা স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষলোকে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শিরঃপীড়া যন্ত্রণায় কন কন করিতে থাকে, যেন মস্তকে পেরেক প্রবেশ করাইয়া দিতেছে—অথবা যেন মস্তক কোন কিছুতে ধাক্কা লাগিয়া খণ্ড খণ্ড

হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং যন্ত্রণা সচরাচর **অতি প্রত্যুষেই আরম্ভ হয়** এবং ভীষণ বৃদ্ধি হয়, রোগীকে অস্থির করিয়া তোলে। **নাক্সরোগী খিট্‌খিটে বদরাগী এবং প্রায়ই এতদসহ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে।** সিপিয়া রোগী বিমর্ষ, অলস, উদাসীন এবং তদসহ জরায়ু অথবা ঋতুর গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে।

আর্সেনিক—সিপিয়ার ন্যায় ইহাতেও বাম চক্ষুতে অর্থাৎ বাম পার্শ্বে যন্ত্রণা হয় কিন্তু ইহার **অবসন্নতা** এবং **অস্থিরতা** (Prostration and restlessness) অত্যন্ত অধিক এবং সিপিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির আর্সেনিকে শিরঃপীড়াকালীন শীতল জল প্রলেপে যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হয়।

থেরিডিয়ন—যন্ত্রণাকালীন চক্ষুর সম্মুখে কি যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। চক্ষু বুজিলেই এবং গোলমালে বমনোদ্বেগ বৃদ্ধি হয়। **গোলমাল একেবারেই সহ্য করিতে পারে না এমন কি কাগজ ছেঁড়ার শব্দও সহ্য হয় না** তাহাতে যেন যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকম—ইহাও আধকপালে শিরঃপীড়ার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিরঃপীড়া থাকিয়া থাকিয়া হয় এবং বামপার্শ্বে অধিক হয়। জোরে কাপড় জড়াইয়া রাখিলে অথবা আঁট টুপি পড়িলে যন্ত্রণা উপশম থাকে। মানসিক উত্তেজনায় অথবা অবসাদে এবং নিদ্রাহীনতায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। প্রায়ই বমন হয় এবং বমনে শিরঃপীড়ার ক্ষণিক উপশম হয়।

চক্ষুরোগ—জরায়ু রোগের সহিত দৃষ্টির দুর্ব্বলতায় সিপিয়াকে উচ্চ-স্থান দেওয়া হয়। সিপিয়া রোগী সচরাচর সন্ধার সময় অধিক অসুস্থবোধ করে। প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে সেই একপ্রকার ভাবেই থাকে। **সিপিয়ার এই বৃদ্ধি এবং উপশম লক্ষণটি অত্যন্ত পরিচায়ক।**

চক্ষু প্রদাহে সিপিয়ার প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায় ইহাতে অধিক জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না, স্ক্রফিউলাস শিশুদিগেতেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়। প্রাতঃকালে

পুঁজবৎ স্রাব থাকে, দিনের বেলায় চক্ষু অনেকটা সুস্থ থাকে, আবার সন্ধ্যার সময় চক্ষু অত্যন্ত শুষ্ক বোধ করে, অর্থাৎ চক্ষুর অস্বস্থি বোধ সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

সিপিয়ায় জরায়ুর রোগ এত অধিক পরিজ্ঞাপক লক্ষণ যে, যে কোন রোগের সহিত ইহা বর্ত্তমান থাকিলে সিপিয়াকে চিন্তা করিতে ভুলিবে না, উক্ত লক্ষণসহ যে কোন রোগেই সিপিয়া নির্ব্বাচিত হইতে পারে। চক্ষু দৃষ্টির অপরিষ্কারের সহিত জরায়ুভ্রংশ লক্ষণে সিপিয়া উত্তম কার্য্য করে (I have used for years Sepia in blurring of sight etc with prolupsus uteri—Farrington) এতদ্ব্যতীত দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতায়ও ইহা প্রয়োগ হয়—যখন বীর্য্যপাত (loss of semen) হেতু দুর্ব্বলতা প্রধান কারণ হয়।

নেট্রাম মিউর — ইহাও চক্ষুর পেশীর দুর্ব্বলতায় প্রয়োগ হয়, অক্ষি গোলক এপাশ ওপাশ ঘুরাইতে গেলেই চক্ষুর পেশী আরষ্ট এবং শক্ত বোধ হয় (stiff sensation)। পড়িতে অক্ষরগুলি যেন সমুদয় এক সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে, সিপিয়ার ন্যায় অক্ষরগুলি হঠাৎ অদৃশ্য হয় না।

লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম — ইহাতেও চক্ষুব টাটানি থাকে এবং চক্ষু ও চক্ষুর পাতা উত্তপ্ত হইয়া দৃষ্টি ঘোলা অর্থাৎ অস্পষ্ট হয়। সিপিয়ার ন্যায় বাম চক্ষুতে অত্যন্ত তীক্ষ্ন যন্ত্রণা হয় এতদ্ব্যতীত পড়াশুনার পর চক্ষু জ্বালা এবং বেদনা করিতে থাকে কিন্তু পালসেটিলার ন্যায় মুক্ত খোলা বাতাসে উপশম বোধ করে।

সাইক্লেমেন এবং পালসেটিলা — ইহাদিগেতে সিপিয়ার ন্যায় পড়িতে পড়িতে অক্ষরগুলি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। সাইক্লেমেনে রজঃস্রাব প্রচুর এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়, আর পালসেটিলায় রজঃস্রাব স্বল্প এবং কৃষ্ণবর্ণ হয়। সাইক্লেমেনে দৃষ্টির অস্পষ্টতাসহ বাম চক্ষুর বাম পার্শ্বে অত্যন্ত শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে এবং তৎসঙ্গে বমনোদ্বেগ, মুখমণ্ডলের রক্তশূন্যতা এবং পরিপাকক্রিয়ার দুর্ব্বলতা লক্ষণ থাকে।

পালসেটিলা—ইহা চক্ষু প্রদাহেও প্রয়োগ হয়, চক্ষু হইতে পীতবর্ণ ঘন পুঁজস্রাব হয়, প্রাতে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া যায়, স্রাব এবং কষ্ট রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়। ইহাতে অধিক যন্ত্রণা থাকে না অথচ অঞ্জনির প্রবণতা অত্যন্ত অধিক থাকে।

গ্র্যাফাইটিস—চক্ষুর কোণ চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায় এবং এমন কি ফাটিয়া অনেক সময় রক্ত পর্য্যন্ত বহির্গত হয়। চক্ষুর পাতার ধার সর্ব্বদা রক্তশূন্য এবং ফোলা ফোলা। (চক্ষুর পাতার ধার সর্ব্বদা লাল—সালফার)।

থুজা—অত্যধিক চা-খোরদিগের চক্ষুরোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়, অক্ষিপুটের ধারে ধারে আঁসের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মামড়ির সমাবেশ হয় এবং আঁচিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার প্রকাশ পায়।

নাক্সভমিকা—যকৃতের রোগসহ চক্ষু রোগে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাতঃকালে রোগ বৃদ্ধি হয়।

নেট্রাম মিউর — সিপিয়ার ন্যায় জরায়ু রোগ হইতে উত্থিত চক্ষু রোগেও ইহার প্রয়োগ হয়, ইহাতেও সিপিয়ার ন্যায় অক্ষিপুটের পতন (drooping eyelid) লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু নেট্রাম মিউরের চক্ষু প্রদাহের স্রাব তরল এবং ক্ষতকারক, চক্ষুর উপরে যন্ত্রণা থাকে এবং নীচের দিকে তাকাইতে অধিক বৃদ্ধি হয়। চক্ষু এবং মুখের কোণ চিড় খাইয়া যায়।

পরিপাকক্রিয়া — পাকস্থলীতে সিপিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতেছে—যন্ত্রণাযুক্ত খালি খালি বোধ, যেন কিছুই নাই, রোগী বলে আমার কিছুই নাই (painful sensation of emptiness goneness or faintness." The patient will call it an "all gone" feeling)।

ইগ্নেসিয়া এবং হাইড্রাসটিস ক্যানাডেনসিসে যদিও এইরূপ লক্ষণ অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে কিন্তু জরায়ু রোগ সহ সিপিয়া ব্যতীত আর কোন ঔষধে এত প্রবল দেখা যায় না, মিউরেক্স যদিও এইরূপ অবস্থার একটি ঔষধ বটে কিন্তু জরায়ু দোষ বর্ত্তমান থাকিলে সিপিয়াকেই তাহার সর্ব্বপ্রধান ঔষধ জানিবে। এবম্প্রকার লক্ষণের সহিত মুখের অম্ল অথবা তিক্ত স্বাদ অর্থাৎ অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য যে কোন প্রকার উপসর্গ থাকুক সিপিয়াকে নিশ্চিতরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে। আবার সিপিয়া রোগীর মুখের উক্ত প্রকার স্বাদ অম্লদ্রব্য পানে উপশম হয় ও অম্লদ্রব্য খাইতেও আকাঙ্ক্ষা করে। সিপিয়ার পাকস্থলীর এই প্রকার অবস্থা জরায়ুর নির্গমন (prolapsed womb) হেতু

প্রকাশ পায়। জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, কোষ্ঠকাঠিন্য, মল অত্যন্ত কঠিন শুষ্ক, নিম্নোদর ফাঁপা এবং যকৃতপ্রদেশে টাটানি ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

সালফার — সালফারের সহিত সিপিয়ার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে।• উভয় ঔষধই নিশ্চেষ্ট এবং প্রতিক্রিয়া শূন্য রোগীতে নির্ব্বাচিত হয়, উভয় ঔষধে রক্তাধিক্য যকৃত, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মধ্যাহ্ন ১১টার সময় ক্ষুধা, তিক্ত অথবা অম্ল স্বাদ যুক্ত উদ্গার, সামান্য আহারে পাকস্থলী পূর্ণবৎ বোধ ইত্যাদি লক্ষণ থাকে কিন্তু লালাস্রাবে মুখমণ্ডল অধিক blotched আরক্তিমাভাযুক্ত হয়, সালফারে বমনোদ্বেগ হয়, খাদ্যদ্রব্য বমন হয়, ব্রাণ্ডি বিয়ার মদ্য এবং মিষ্ট খাইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে অথচ এই সামগ্রী সমূহ সহ্য হয় না। সালফারে ১১টার সময় ক্ষুধা বোধ করে আর সিপিয়ায় তৎসময়ে খালি খালি বোধ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যে নক্সভমিকার ন্যায় অনেকবা নিষ্ফল চেষ্টা হয়।

পেট খালি খালি বোধে সিপিয়ার সমগুণ ঔষধ সমূহ—

ককুলাস—নিম্নোদর এবং বক্ষঃস্থল সর্ব্বস্থানেই খালি খালি দুর্ব্বলতা বোধ হয়, এমন কি কথা বলিতে ক্লান্তি বোধ করে। পরিশ্রমিক কাজ-কর্ম্মে এবং বিশেষতঃ অনিদ্রায় অধিক বৃদ্ধি হয়।

কেলিকার্ব্ব—আহারের পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক রূপ খালি খালি বোধ হয়। অনেকক্ষণ আহার না করিলে যেরূপ হয় তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক বোধ হয়। অনেক সময় আহারে উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়।

ষ্ট্যানাম—আহারের পরেও খালি খালি বোধ ঘোচে না, এমন কি এই খালি বোধ বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, বক্ষঃস্থল শূন্য বোধ করে।

ইগ্নেসিয়া—খালি খালি বোধের সহিত দীর্ঘনিশ্বাস বর্ত্তমান থাকে।

কার্ব্বএনামেলিস — জীবনীশক্তির অপচয় হেতু খালি খালি বোধ হয়।

সার্সাপ্যারিলা — খালি খালি বোধের সহিত নিম্নোদরে গুড় গুড় শব্দ হয় অর্থাৎ পেট ডাকে।

নিকোলাম—আহারে অনিচ্ছাসহ খালি খালি বোধ।

ওলিএণ্ডার—নিম্নোদর ফাঁপাসহ বক্ষঃস্থল শূন্য এবং শীতল বোধ হয়। ইহাতে অত্যন্ত অধিকরূপ খালি খালি বোধ থাকে এমন কি মনে হয় রোগী মারা যাইবে, আহারেও উপশম হয় না এবং খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হয় না আহারের পরদিন অজীর্ণ অবস্থায় বহির্গত হইয়া যায়।

একটিয়া রেসিমোসা—ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, যখন খালি খালি বোধ সহ কম্পন, ভার ভার বোধ, পাকস্থলী হইতে সমুদয় শরীরে বিস্ফারিত হয়।

হাইড্রাসটীস—খালি খালি বোধ সহ বক্ষঃস্থলের স্পন্দন (palpitation of heart) এবং মলে শ্লেষ্মা লেপাবৃত থাকে।

লাইকোপোডিয়াম—খালি খালি বোধ অনেক সময় আহারেও উপশম হয় না, আহার করিলেও পূর্ব্ববৎ মনে হয়। আহারের পর দপ দপ করিতে থাকে।

জরায়ু-চ্যুতি এবং জরায়ু ভ্রংশ—সিপিয়ায় রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈষম্য হেতু নিম্নোদর অর্থাৎ জরায়ু প্রদেশে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ প্রকাশ পায়—জরায়ু বিবৃদ্ধি হয় এবং জরায়ু গ্রীবা কঠিন হয় (The uterus is enlarged and cervix is indurated), জরায়ুভ্রংশ অথবা জরায়ুর স্থান চ্যুত হয় (The organ is either prolupsed or retroverted) পীতাভ ঈষৎ দুর্গন্ধজনক শ্বেত-প্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং নিম্নোদরে ও কটিদেশে অত্যন্ত যাতনা হইতে থাকে যেন নিম্নোদরের সমুদয় যন্ত্র বহির্গত হইয়া পড়িবে, এক এক সময় যন্ত্রণা এত ভীষণ হয় যে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সিপিয়ায় এবম্প্রকার লক্ষণ—যোনি প্রদেশ হইতে জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ বোধ একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক জানিবে। জরায়ু চ্যুতি এবং জরায়ু ভ্রংশ সিপিয়ার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ—এই লক্ষণের উপর সিপিয়ার এইরূপ বোধ **পায়ের উপর পা দিয়া উপবেশনে উপশম হয়** এবং রোগীর দণ্ডায়মান অথবা চলাফেরায় বৃদ্ধি হয়। জরায়ু এবং কটিদেশে 'bearing down যন্ত্রণা ব্যতীত জ্বলন এবং তীর-বিদ্ধবৎ যন্ত্রণাও হয় অথবা জরায়ু যেন হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (ক্যাক্টাস, লিলিয়মটাই)। ঋতু স্রাব সচরাচর বিলম্বে এবং স্বল্প

হয় যদিও কদাচিত সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয়। স্ত্রীলোকের নিম্নোদরে সিপিয়ার কি প্রকার কার্য্য প্রকাশ পয়ে তদ্বিষয়ে প্রধান প্রধান চিকিৎকগণের লেখা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

Sensation of bearing down in the pelvic region with dragging pains from the sacrum or feeling of bearing down of all the pelvic organs"—Hahnemam. (বস্তিকটোর প্রদেশস্থ সমুদায় স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের সমুদয় যন্ত্র যেন বহির্গত হইয়া আসিবে এইরূপ নিম্নাভিমুখীন কোথানিবৎ যন্ত্রণা বোধ।

Labor-like pains accompanied with a feeling as though she must cross her legs and sit close to keep something from coming out through the Vagina—Guernsey.

যোনি পথ দিয়া যেন কিছু বহির্গত হইয়া পড়িবে এতদাশঙ্কায় রোগী পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া বসে এবং তদসহিত প্রসববৎ কাথানি যন্ত্রণা হয়।

Pain in the uturus, bearing down comes from back to abdomen, causing oppression of breathing, crosses limbs to prevent protusion of parts (Herieg).

পশ্চাৎ হইতে নিম্নোদরে যন্ত্রণা আসিয়া জরায়ুতে কোথানিবৎ যন্ত্রণা উৎপন্ন করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত করে। জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় রোগী পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া ধরে।

Prolapsus of the uterus, of the Vagina with pressure as if everything would protrude (Lippe).

জরায়ু এবং যোনি ভ্রংশ এবং তদ সহিত সমুদয় যন্ত্রই যেন বহির্গত হইয়া পড়িবে—এই আশঙ্কা।

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে সিপিয়া কোথানিবৎ যন্ত্রণাসহ জরায়ু অথবা যোনি ভ্রংশের একটি অদ্বিতীয় ঔষধ।

জরায়ু চ্যুতি সম্বন্ধে বোষ্টনের লেডি ডাক্তার মার্সে বি জ্যাকসন (Dr. Mercy B. Jacson of Bostom) কি বলিতেছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম। এতদবিষয়ে সিপিয়ার কি প্রকার অদ্বিতীয় এবং অব্যর্থ কার্য্য রহিয়াছে তাহা পাঠ করিলেই পরিষ্কাবরূপ বুঝিতে পারিবেন—

"For more than twenty years," have found Sepia indispensabla in the treatment of uterine diseases, There has been no other medicine useed by me that has been benificial in so many case.

"The symptoms and conditions which most. surely call for Sepia, in my opinion, are *misplacements*, whether by prolapsus or anteversion, or flexion on itself forward and back:ward, Sepia will in most cases restore the uterus to its normal position, if given in the 30th or higher potencies, daily or every second day, and persisted in for sufficient time, without manual interposition and the cure is generally permanent. But inorder for it to be useful in any case the subjective symptoms must correspond to its pathogenetic symptoms.

The most characteristic are turns of prostration and sinking weakness running, suddenly over the patient, resembling fainting, but not going so far as to destroy consciousness. I have rarely, if ever, found a case of uterine disease in which these turns were frequent, in which the other symptoms of Sepia were not found, and when it did not do a great deal for the suffer.

Another characteristic symptoms is a burning pain in the small of the back, accompanied by a dragging sensation there continuous or often recurring.

Bearing down in the pelvis is another symptoms that calls for Sepia, and when this and the first mentioned symptom are wanting. it will rarely or never be useful. Yellowness of the skin and brown spots on it corroborate the other symptoms and make the choice more easy.

Profuse leucorrhœa, rather watery and offensive is almost always improved by Sepia, and if to these indications are added a brownish colour, acrid character of the discharges it is still more sure to be successful.

I have felt it in procidentia restore the uterus so rapidly that if movement was plainly felt returning to its place, as

if raised by a power within the pelvis and have often seen cases restored by it in a few minutes, in my practice and so great is my confidence in its power to do this, that in recent cases of prolapsus I never resort to manipulation, but prepare same in water and give one teaspoonful every few minutes till the suffering is relieved, and then continue it at longer intervals, untill it is given only once a day to complete the cure.

Of course the patient is placed in a favourable position, on the back with the knees elevated and the feet resting on the soles. In many cases of recent origin, Sepia will entlrely cure, but in cases brought on by lifting, Cal carb is often needed to aid to the Sepia.

জরায়ুভ্রংশের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

মিউরেক্স—ইহাতে ভীষণ সহবাস ইচ্ছা বর্ত্তমানে থাকে। সিপিয়ায় সহবাস ইচ্ছা অধিক থাকে না। সিপিয়ার ন্যায় ইহাতেও পাকস্থলীতে খালি খালি বোধ (Sinking all gone sensation) লক্ষণ থাকে এবং মনে হয় স্ত্রী জননেন্দ্রিয় অথবা জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িবে। রোগীকে বাধ্য হইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া পড়িতে হয় অথবা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়। মিউরেক্স রোগীতে সহবাস ইচ্ছা এত অধিক প্রবল হয় যে সামান্য কাপড়ের স্পর্শে উত্তেজনা বৃদ্ধি হয় এবং ইহাতে প্রচুর রজঃস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম—জরায়ু রোগ সম্বন্ধে ইহার সহিত সিপিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। জরায়ুতে ভার ভার বোধ হয় এবং জোনিদেশ দিয়া বস্তি প্রদেস্থ যন্ত্র সমূহ হস্ত দিয়া চাপিয়া না ধরিলে অথবা বসিয়া না পড়িলে বহির্গত হইয়া পড়িবে রোগীর এইরূপ বোধ হইতে থাকে। জরায়ুর স্থান চ্যুতিতেও (desplacement of uterus) লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম সিপিয়ার একটি সমকক্ষ ঔষধ। লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম এবং সিপিয়া এত নিকট সম্বন্ধ ঔষধ যে ইহাদিগের পার্থক্য নিরূপণ করা অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সিপিয়া সাধারণতঃ রোগ একটু পুরাতন হইলে অধিক কার্য্য করে। লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং কষ্ট থাকে, এতদ্ব্যতীত

ক্যান্থারিসের ন্যায় পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। লিলিয়ামের লক্ষণ সমূহ অপরাহ্ণে বৃদ্ধি হয় আর সিপিয়ার, পূর্ব্বাহ্ণে বৃদ্ধি হয় এতদ্ব্যতীত লিলিয়াম টাইগ্রিয়াম রোগী অত্যন্ত খিটখিটে বদরাগী, কল্পনাপ্রিয়—জরায়ু ভ্রংশের সহিত এই প্রকার মানসিক লক্ষণ এবং হৃৎস্পন্দন প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

নেট্রাম মিউর—ইহাতেও সিপিয়ার ন্যায় কোঁথানি যন্ত্রণা (bearing down pain) লাগিয়া থাকে এবং প্রাতেই বৃদ্ধি হয়, রোগী প্রাতে নিদ্রার পর শয়নাবস্থা হইতে দাঁড়াইতে গেলেই যেন জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িবে এইরূপ আশঙ্কা হয়, তৎহেতু রোগীকে তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িতে হয়, (When she gets up in the morning, she must sit down to prevent prolapsus—Farrington)। নেট্রাম মিউরের এতদ্ অবস্থা স্থানীয় স্নায়ুর শিথিলতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে এবং এতদ সহ কটিদেশের যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু বালিসে চাপ দিয়া শয়ন করিলে উপশম হয় এতদ্ব্যতীত নেট্রাম মিউরের জরায়ু ভ্রংশের সহিত মূত্র ত্যাগের পর মূত্র মার্গে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয়। নেট্রাম মিউর রোগীও সিপিয়ার ন্যায় অত্যন্ত খিট্‌খিটে কিন্তু সিপিয়াতে সাংসারিক কাজ কর্ম্মে এবং স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগের প্রতি উদাসীনতা অত্যন্ত অধিক। নেট্রাম মিউরে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

অরম মেটালিকাম এবং অরম মিউর নেট্রোনেটাম—ইহাদিগেতেও জরায়ু ভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ইহাদিগের জরায়ু ভ্রংশ লিলিয়াম, নেট্রাম মিউর ইত্যাদি হইতে অনেকটা পৃথক। লিলিয়াম, নেট্রাম মিউর ইত্যাদিতে স্নায়ুর অথবা পেশীর শিথিলতা প্রযুক্ত জরায়ু ঝুলিয়া যোনিদেশ হইতে নির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয় আর অরম মেটালিকামে বহুদিন হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তাধিক্যতা বশতঃ জরায়ু ভারি হওয়া বশতঃ ঝুলিয়া নির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয় (The cause of the prolapsus is the weight of the organ and not the relaxation of the ligaments or weakness of the general system),

পডফাইলাম—উদরাময়ের সহিত জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে। এতদ সহ দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা থাকিতেও পারে ও ইহাতে মলত্যাগকালীন হারিশ বহির্গত

হইয়াও পড়ে কিন্তু পডফাইলামে মল ত্যাগের পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়ে, ইহা স্মরণ রাখিবে।

ষ্ট্যানাম—কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত অর্থাৎ কঠিন মলের সহিত জরায়ু ভ্রংশ লক্ষণে ষ্ট্যানামের প্রয়োগ দেখা যায়—কিন্তু ষ্ট্যানামে বক্ষঃস্থলে শূন্য শূন্য বোধ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল যেন খালি হইয়া গিয়াছে, কিছুই নাই এইরূপ লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল থাকে। ষ্ট্যানামের জরায়ুভ্রংশ মলত্যাগের পর বৃদ্ধি হয়।

হেলোনিয়াস—Confinement-এর পর জরায়ুভ্রংশের অথবা জরায়ুর স্থান বৈপরীত্যের সম্ভাবনায় হেলোনিয়াসের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী বস্তি প্রদেশে ভার ভার এবং কোঁথানি যন্ত্রণা বোধ করে।

ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া—ইহাতেও জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ইহাতে পাকস্থলী অত্যন্ত শিথিল এবং থলথলে থাকে মনে হয় যেন সমুদয় নিম্নোদর এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয় এক সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িবে, ধারণ করিবার কোন প্রকার শক্তি নাই। কিন্তু ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়ায় মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা হইতেছে রোগী হয়ত কাহার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে অথবা সর্ব্বদা কামপ্রবৃত্তির চিন্তা করিতে থাকে এতদসহ পীতবর্ণ এবং ক্ষয়কারক (acrid) শ্বেতপ্রদর বর্ত্তমান থাকে।

বেলেডোনা—ইহাতেও কোঁথানি যন্ত্রণা (bearing down pain) থাকে এবং বস্তি প্রদেশস্থ সমুদয় যন্ত্র (contents of pelvis) বহির্গত হইয়া আসিবে এইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে কিন্তু বেলেডোনায় অত্যন্ত রক্তাধিক্যতা এবং তদহেতু দপদপানি যন্ত্রণা থাকা উচিত ও দুর্গন্ধস্রাব হয়।

এলোজ—ইহাও জরায়ুর রক্তাধিক্যতায় এবং ভ্রংশে ব্যবহার হয় কিন্তু ইহার সহিত নিম্নোদরে এবং পশ্চাতে ভার ভার বোধ ও তদ সহিত মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা থাকে, রোগী মলত্যাগের বেগ একেবারেই আটকাইতে পারে না এবং প্রায়ই উদরাময়ে ভোগে।

নক্সভমিকা—জরায়ুভ্রংশ অল্পদিনের হইলে, পুরাতন অবস্থা যখন প্রাপ্ত হয় নাই এবং যখন জরায়ু ভ্রংশ হঠাৎ শরীরের মচকাইয়া অথবা

মোচরাইয়া যাওয়ায় হইয়াছে (from suddon wrenching of the body) নাক্সভমিকা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। নাক্সে এতদসহ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মলত্যাগের বৃথা নিষ্ফল চেষ্টা বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। নাক্সে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে সিপিয়া প্রয়োগ করা উচিৎ।

জরায়ুগ্রীবার রোগ—জরায়ুগ্রীবা শক্ত এবং রক্তাধিক্য হইলে ও তদসহ টাটানি যন্ত্রণা ও জ্বলন থাকিলে সিপিয়া নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সিপিয়া নির্ব্বাচনকালীন রোগীর মানসিক অবস্থা শারীরিক গঠন এবং জরায়ুভ্রংশ ও জরায়ুচ্যুতি লক্ষণ আছে কি না তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিবে, এতদক্ষণ সমূহ সিপিয়া নির্ব্বাচনের বিশেষ সহায়। ইহার সহিত প্রায়ই শ্বেতপ্রদর স্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং তাহা পীতাভ সবুজ, ঈষৎ ক্ষয়কারক ও দুর্গন্ধযুক্ত (Experience has shown its value in cases of ulceration and congestion of the os and cervix uteri. Its use supersedes all local applications—Dunham.

কার্ব্বএনামেলিস—ইহা সিপিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ না হইতে পারে কিন্তু ইহাকে সিপিয়ার সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে—ইহাতেও জরায়ুগ্রীবা শক্ত হয় ও জ্বলন এবং ভীষণ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। শ্বেত প্রদর স্রাবে কাপড়ে হলদে দাগ লাগে এবং ঋতুস্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে, এমন কি কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না, মনে হয় সমস্ত শরীর যেন খালি হইয়া গিয়াছে এবং আহারান্তেও উপশম হয় না।

গ্রাফাইটিস্—জরায়ুগ্রীবা প্রসবের দরুন ছিঁড়িয়া গেলে এবং তদস্থান শুষ্ক হইয়া শক্ত অবস্থায় পরিণত হইলে, সেইরূপস্থলে গ্রাফাইটিস্ উত্তম কার্য্য করে (a laceration has remained unhealed, acting as a source of irritation.)

জেলসিমিয়াম—জরায়ুগ্রীবার কঠিনতারদরুন যখন সন্তান প্রসব হইতে পারে না এবং তদ্ধেতু আপেক্ষাযুক্ত (spasmodic) যন্ত্রণা হইতে থাকে তখন জেলসিমিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে (জেলসিমিয়াম দেখ)।

ক্রিয়োজোট—ইহার শ্বেতপ্রদর স্রাব অত্যন্ত ক্ষয় কারক এবং ইহা জরায়ুগ্রীবার কর্কট ও ক্ষত রোগে অধিক ব্যবহার হয়। জলন, স্পর্শাধিক্য, জরায়ুগ্রীবার স্ফীতি, ক্ষয়কারক, শ্বেতপ্রদর স্রাব ইত্যাদি লক্ষণে প্রয়োগ হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য—সিপিয়াতেও নক্স, সালফার এবং এলিউমিনার ন্যায় মলত্যাগে কোঁথানি থাকে কিন্তু ইহাতে একটি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়—তাহা হইতেই মলদ্বারে যেন একটি ভারি বলের ন্যায় গোলাকার জিনিষ আটকাইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ হয় (sense of weight in the anus like a heavy ball—Dr. H. Guernsey) এই লক্ষণটি নাক্স কিংবা সালফারে দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি মলত্যাগের পরও এই পূর্ণতা বোধ ভারি লক্ষণ মলদ্বারে লাগিয়া থাকে এতদ্ব্যতীত সিপিয়াতে মলদ্বারের সঙ্কোচন পেশীর নিশ্চেষ্টতা (inactivity of retum) লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে, এমন কি নরম কাদার ন্যায় মল ত্যাগেও রোগীকে অত্যন্ত জোড় দিতে হয় (এলিউমিনা) অথবা মল অর্দ্ধেক বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মল শক্ত গুট্‌লে গুট্‌লে ও হয় এবং অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু সিপিয়া প্রয়োগের বিষয়ে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহার সহিত জরায়ুর রোগ বর্ত্তমান থাকা উচিত (almost always require the presence of some uterine disease to make it the remedy—Farringtom.)

মূত্রযন্ত্র—রক্তসঞ্চালনের ব্যতিক্রমহেতু রক্তাধিক্য—মূত্রাশয়েও ভার ভার বোধ হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়। প্রস্রাবে কাদার ন্যায় তলানি পড়ে, দেখিলে মনে হয় মূত্রপাত্রে যেন কাদা পড়িয়া রহিয়াছে এবং প্রস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, ঘরে থাকা যায় না এতদ্ব্যতীত প্রস্রাব লাল অথবা রক্তবর্ণও হয়, এই প্রকার লক্ষণ সচরাচর অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহ রোগে অর্থাৎ গ্লিট অবস্থায় সিপিয়া উত্তম কার্য্য করে ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা এবং অধিক স্রাব থাকে না—প্রতিদিন প্রাতঃকালে লিঙ্গের দ্বার পুঁজে বুজিয়া যায়, সমস্ত দিনে হয়ত কয়েক ফোঁটা মাত্র হয়। অথচ এই সামান্য স্রাব কিছুতেই শুষ্ক হইতে চাহে না—এইরূপ স্থলে সিপিয়া এবং কেলিআইড হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতিদিন প্রাতে মূত্রদ্বার স্রাবে বুঝিয়া যাওয়া লক্ষণ থাকিলে সিপিয়াকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে। একমাত্র সিপিয়াতেই অধিকাংশ আরোগ্য হইয়া যায়।

(Profuse yellow or milky discharge from the urethra, or last drop, painless. Gleet, no pain, discharge only during the night, a drop or so staining the linen yellowish, yollowish discharge, no burning on urinating, painless, of a year and half's standing, orifice of urethra stuck together in the morning particularly when the sexual organs are debilitated by long continuance of disease or through frequent seminal emissions. Kent)

কিন্তু স্রাব ঘন হইলে এবং অনেক দিন হইতে রোগী ভুগিতেছে ও মূত্রত্যাগকালীন জ্বালা যন্ত্রণা হইলে ক্যাপ্সিকামই তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

(It have where, there was a thick discharge of long standing and the smarting and burning on urinating continued, sevral times—finished the case with Capsicum—Nash

অক্ষিপুট পতন—জেলসিমিয়াম দেখ।

সর্দ্দি—পুরাতন সর্দ্দিতে সিপিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়, ইহার সর্দ্দিও অনেকটা পালসেটিলার ন্যায় গাঢ় নির্দ্দোষযুক্ত এবং প্রচুর কিন্তু পালসেটিলা প্রয়োগে ঋতুস্রাব বৃদ্ধি করিতে পারে সেইরূপ স্থলে সিপিয়াই উত্তম ঔষধ।

শ্বেতপ্রদর স্রাব—সিপিয়া শ্বেতপ্রদর স্রাবের একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহা অন্তঃসত্বাবস্থায়, ঋতুস্রাব বন্ধ কালে (climacteric period) প্রদর স্রাবে অধিক কার্য্য করে। স্রাব পীতবর্ণ অথবা সবুজ, পাতলা অথবা দুর্গন্ধবৎ এতদসহ জরায়ুগ্রীবার যন্ত্রণা কিংবা যোনিদেশে চুলকানি বর্ত্তমান থাকে। কোন স্ত্রীরোগে সিপিয়া নির্ব্বাচনকালীন জরায়ুব এবং রোগীর চেহারার

প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। কারণ সিপিয়ায় প্রায়ই জরায়ুরোগ বর্ত্তমান সহ এতদ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ থাকে। (এতদসমগুণ ঔষধ সমূহ প্রথমখণ্ডে ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে ১৮ পৃষ্ঠায় দেখ)।

ঋতুস্রাব—সিপিয়াতে ঋতুস্রাবের অত্যন্ত অধিক রূপ অনিয়ম দেখা যায়, পূর্ব্বে অথবা বিলম্বে, অল্প অথবা প্রচুর, রজ রোধ অথবা রজোবাহুল্য সর্ব্বপ্রকারই থাকিতে পারে কিন্তু সময়ের পূর্ব্বে এবং স্বল্প হইলেই ও তদসহ জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ থাকিলেই সিপিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সিনিসিও—ইহাতেও ঋতুস্রাব স্বল্প, বিলম্বে এবং অনিয়ম হয় কিন্তু যন্ত্রণা থাকে। সিনিসিও এতদঅবস্থায় মূল অরিষ্ট প্রয়োগ হয়।

নেট্রাম মিউর—ঋতুস্রাব স্বল্প হয় কিন্তু সচরাচর কোষ্ঠ কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে।

গ্র্যাফাইটিস—ঋতুস্রাব বিলম্বে অথবা পরিষ্কার হয় না অথচ রোগী ক্রমশঃ মোটা হইতে থাকে এবং ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে যোনিদেশ চুলকাইতে থাকে। এতদসহ একজিমা জাতীয় চর্ম্মরোগ থাকিলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ক্যামোমিলা—প্রসব যন্ত্রণাবৎ ভীষণ যন্ত্রণা, কাল্‌চে কাল্‌চে রক্তস্রাব হয়। রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে প্রকৃতির এবং সামান্য যন্ত্রণাতেই অস্থির হইয়া পড়ে।

কফিয়া—ইহাতেও ভীষণ শূল যন্ত্রণা হয়। বড় বড় চাপ চাপ রক্ত স্রাব হয় এবং কফিয়ায় উপকার না হইলে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিবে।

ককুলাস—রক্তস্রাব স্বল্প হয় কিন্তু ইহাতে নিম্নোদর ফাঁপিয়া উঠে এবং এতদসহ উদরে খামচান এবং খিল ধরা যন্ত্রণা থাকে। ইহাতে রক্ত স্রাব স্বল্প হয় বটে অথচ রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, কথা বলিতে কষ্ট বোধ করে। ককুলাসে ইহাও দেখা যায় রক্তস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়।

ভাইবুরনাম অপুলিস—রজঃস্রাবকালীন ভীষণ স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণা হয়, স্রাব অত্যন্ত স্বল্প হয়। যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া কটিদেশের

চারিপার্শ্ব ব্যাপিয়া জরায়ুতে শেষ হয়। ঋতু স্রাবের অব্যবহিতপূর্ব্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

পালসেটিলা—রজঃস্রাব পরিষ্কার হয় না, অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে। রোগী নম্র, বিনয়, সুশ্রী, সুগোল, আতুরে এবং ক্রন্দনশীলা। আবদ্ধ গৃহে রোগের সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয়, খোলা শীতল বাতাসে উপশম হয়।

প্ল্যাটিনা—ঋতুস্রাব কাল এবং চাপ চাপ, ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে, মলত্যাগের বেগ হয়। দাম্ভিক প্রকৃতি স্ত্রীলোক এবং যাহাদিগের কামপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল তাহাদিগতে অধিক কার্য্য করে।

ফাইটোলেক্কা—বন্ধ্যা (Barren) স্ত্রীলোক যাহাদিগের সন্তান হয় নাই ঋতু স্রাবকালীন যন্ত্রণায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। স্তন শক্ত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়।

ম্যাগনেসিয়া ফস্—সকল প্রকার যন্ত্রণার অতি উত্তম ঔষধ। যন্ত্রণা উত্তাপে উপশম হয়।

জ্যান্থক্সাইলম—স্নায়ুশূলবৎ যন্ত্রণাযুক্ত রজঃস্রাবে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ঋতু স্রাব অধিক হয় না, অথচ ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ইহা নিম্নক্রম ১x অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগা-কৃশ স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে।

এপিস—ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হেতু যন্ত্রণা অথবা স্বল্প স্রাব হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বিশেষতঃ দক্ষিণ ডিম্বাশয়প্রদেশে প্রদাহ হয়। দক্ষিণ ডিম্বাশয় প্রদাহ এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এই ঔষধটির বিশেষত্ব।

কোনায়ম—স্বল্প ঋতুস্রাব হয় ও তদসহ স্তনদ্বয়ে যন্ত্রণা হয়।

ক্যালকেলিয়াকার্ব্ব—সময়ের পূর্ব্বে এবং প্রচুর ঋতু স্রাব হয় ও সময়ে সময়ে তদসহ স্তনদ্বয়ে যন্ত্রণা হয়।

শেযেমোতা এবং মূত্রযন্ত্রের রোগ—ছোট ছোট শিশুদিগের যাহাদিগের রাত্রের প্রথমদিকেই শয্যায় অসাড়ে মূত্রত্যাগ হয় তাহাদিগের প্রতি সিপিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্যালকেলিয়া কার্ব্ব—স্থূলকায় মোটা শ্লেষ্মাপ্রধান শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে (৩৯৫ পৃষ্ঠা দেখ)

সিপিয়ার প্রস্রাবে নানানপ্রকার কষ্ট যন্ত্রণা থাকে। কাসিতে, হাঁচিতে, হাসিতে, দরজায় শব্দে, কোন বিষয়ে চমকাইয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব বহির্গত হইয়া পড়ে (কষ্টি) এতদ্ব্যতীত পূনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, দুগ্ধবৎ প্রস্রাব হয় এবং আগুনের ন্যায় জ্বালা করে, কিছুক্ষণ প্রস্রাব ধরিলে দুগ্ধবৎ অথবা কটাবর্ণ তলানি পড়ে, ধুইলেও কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে লাল রক্তের ন্যায় প্রস্রাবও হয় এবং মূত্রপিণ্ডে কিংবা মূত্রাশয়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় ও মনে হয় জরায়ু যোনিদেশ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবে। ইহাতে হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ হইলে রোগী ধারণ করিতে পারে না এবং ভীষণ কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হয় ও সমূদায় শরীর শিহরিয়া উঠে। ডাক্তার কেণ্ট একবার এইরূপ একটি স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করেন। রোগী একজন অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক, লম্বা, শীর্ণ, ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল, দোকানে কার্য্য করে, কয়েক মিনিট পর পরই প্রস্রাবের জন্য ছুটিতে হইতেছে এবং প্রস্রাবের বেগের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কাটিয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হইতেছে এবং যদি প্রস্রাব করিতে না যায় অর্থাৎ প্রস্রাবের বেগ চাপিয়া রাখে এই যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, অর্থাৎ প্রস্রাবের বেগ হইলেই দৌড়াইতে হইতেছে। তিনি তাহাকে কয়েক মাত্রা সিপিয়াতে সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

গর্ভপাত—যাহাদিগের তিন মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা হয় তাহাদিগেতে সিপিয়া অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (Sepia patient aborts at third month)। সিপিয়া রোগীর জরায়ু দুর্ব্বল এবং তদসংলগ্ন স্নায়ুসমূহ অত্যন্ত শিথিল। সন্তান ধারণের ক্ষমতা যেন অত্যন্ত কম। অনেক গ্রন্থকার ষষ্ঠমাসের গর্ভপাতেও ইহা ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন।

একোনাইট—কোন বিষয়ে ভয় পাইয়া গর্ভপাতের আশঙ্কায় একোনাইট উত্তম কার্য্য করে।

• **স্যাবাইনা**—তিন মাসের গর্ভপাতের আশঙ্কায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহাতে যন্ত্রণা পশ্চাতে আরম্ভ হইয়া চারিপার্শ্ব হইয়া জরায়ুতে শেষ

হয়। স্যাবাইনার এই প্রকার যন্ত্রণা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং চাপ চাপ রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

আর্ণিকা—আঘাত অথবা চোট অথবা পড়িয়া গিয়া গর্ভপাতের আশঙ্কায় ইহা উপযুক্ত ঔষধ। সমুদয় গাত্রময় টাটানি যন্ত্রণা হয়।

সিকেলিকর—ষষ্ঠ মাসের গর্ভপাতে ইহাকে অনেকে উত্তম ঔষধ বলেন, ইহাতে যন্ত্রণা অধিক থাকে না, কাল্‌চে কাল্‌চে তরল রক্তস্রাব হয়। সিকেলিকর নির্ব্বাচনে রোগীর গঠনের উপর অধিক নির্ভর করে সিকেলিকর শীর্ণ এবং শিথিল পেশীযুক্ত রোগীতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শিরঃপীড়া—সমুদয় মস্তক ব্যাপিয়া অথবা কেবল মাত্র মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অধিক আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। শয়নে এবং স্থির ভাবে থাকিলে উপশম হয়, সামান্য সঞ্চালনে এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়, অথচ অত্যান্ত প্রবলভাবে সঞ্চালনে উপশম হয়, ইহা সিপিয়ার একটি অদ্ভুত লক্ষণ দ্রুত অর্থাৎ প্রবল সঞ্চালনে (violent motion) উপশম থাকে, কোন প্রকার যন্ত্রণা ইত্যাদি হইলে রোগী দ্রুত হাঁটাহাটিতে উপশম বোধ করে। সুনিদ্রায় শিরঃপীড়া উপশম হয় বটে কিন্তু যদি রোগী নিদ্রার মধ্যে কিছুক্ষণ জাগিয়া উঠে আবার শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। এইরূপ দেখা যায় চক্ষু, হস্ত, পদ ইত্যাদির সামান্য সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে কিন্তু অনেকক্ষণ সঞ্চালনে শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে হ্রাস হয় যেহেতু সিপিয়া রোগীর শরীর যেন জড়ভাবাপন্ন পরিশ্রমে ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠিলেই শরীর মন সমুদয় যেন সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আইসে এবং রোগী তখন সুস্থ মনে করে। সিপিয়া রোগী মুক্ত খোলা বাতাসে ভাল থাকে না যত্তপি তদসহিত অধিক সঞ্চালন না করে এবং শরীরে উত্তাপ সঞ্চার না করে (Sepia symptoms are worse in open air unless combind with continued motion, better from exercise in the open air and worse in the house) এতদ্ব্যতীত মস্তক নত করিলে, সামান্য সঞ্চালনে; কাসিতে, উপরে উঠিতে, আলোতে, মস্তক ফিরাইলে, চিৎ হইয়া শয়নে এবং চিন্তায় বৃদ্ধি হয় কিন্তু অনবরত সঞ্চালনে, অধিক পরিশ্রমে, সিপিয়ার সমুদয় উপসর্গই উপশম

হয় এবং মস্তক শক্ত করিয়া জড়াইয়া রাখিল এবং উত্তাপে (যদিও উষ্ণ ঘর হয়) শিরঃপীড়া হ্রাস হয়।

ফসফরাসেও শিরঃপীড়া শয়নে উপশম হয় বটে কিন্তু অনবরত দ্রুত সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়।

বমন—আহারের অনেক্ষণ পর খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হইয়া গিয়াছে, পাকস্থলী যেন খালি হইয়া রহিয়াছে এইরূপ সময়ে বমন এবং বমনোদ্রেক হয়, ও সময় সময় সমুদয় ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়, তৎপর দুগ্ধ বমন হয়—অর্থাৎ সিপিয়ার ভুক্তদ্রব্য বমনের কিছুক্ষণ পর দুগ্ধ বমন হয়। ইহাই সিপিয়ার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—কারণ অন্যান্য ঔষধে দেখা যায়—কেবল দুগ্ধ বমন হয় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য থাকিয়া যায় কিন্তু সিপিয়ার উভয়ই বমন হয়—প্রথমে খাদ্যদ্রব্য বমন করিয়া পাকস্থলী শূন্য হইয়া গেলে পর দুগ্ধ বমন হয়।

হিষ্টিরিয়া—সিপিয়াতে হিষ্টিরিয়া রোগীর ন্যায় লক্ষণেরও প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—রোগী হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে বিমর্ষ, দুঃখিত, স্থির, আবার কিছুক্ষণ পর দেখা যায় প্রফুল্ল, আনন্দিত, আবার কিছুক্ষণ পর খিটখিটে রাগী বিরক্ত একগুঁয়ে, এইরূপ অবস্থায় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না রোগী কি চায় অথবা কি বলে, কোন প্রকার কার্য্যের ভার তাহার উপর দেওয়া যায় না, অদ্ভূত অদ্ভুত কার্য্যসমূহ করে এবং কথায় কথায় ভুল করিয়া বসে, কোন প্রকার সদ্গুণ নাই, সংসারের প্রতি কোন প্রকার স্নেহ ভালবাসা নাই। ভূতের ভয় করে, এমন মনে করে যেন কি এক ভীষণ ব্যাপার ঘটিবে তাহার বিষয় চিন্তান্বিত। অত্যন্ত খিটখিটে, সামান্য কারণেই বিরক্ত হইয়া ওঠে—। সিপিয়ায় এই প্রকার লক্ষণের সহিত জরায়ুর কোনপ্রকার রোগ বিশেষতঃ জরায়ু ভ্রংশ, জরায়ুচ্যুতি ইত্যাদি থাকিলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি সিপিয়ায় একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—অত্যন্ত পরিশ্রমে সমুদায় উপসর্গের উপশম—সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি কিন্তু যখন সঞ্চালনে শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠে তখন রোগী উপশম বোধ করে (one of Sepias

most general charactristics .is the amelioration violent exercise, worse on beginning to movo but better by gettiug warmed up—Kent) এই লক্ষণটি মেরুদণ্ডের যন্ত্রণায় অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ পায়—মেরুদণ্ড (spine) সময় সময় কন্ কন্ করে—বিশেষতঃ কটিদেশ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধিকরূপ কন কন করে—রোগী একমাত্র শক্ত জিনিষে চাপ দিয়া বসিলে অথবা শরীর অত্যন্ত সঞ্চালন করিলে উপশম বোধ করে (A peculiar feature is amelioration from hard pressure), এই প্রকার রোগগ্রস্থ রোগী সচরাচর দেখা যায় চেয়ারের পশ্চাতে একটি শক্ত পুস্তকে চাপ দিয়া বসে কিন্তু আবার ইহা স্মরণ রাখিবে চিৎ হইয়া শয়নে বিশেষ উপকার পায় না তদ্বিষয়ে নেট্রাম মিউর হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ। নেট্রামমিউর রোগীর মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা চিৎ হইয়া শয়নে উপশম হয়।

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া—সিপিয়ায় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার অত্যন্ত ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় এবং সামঞ্জস্যভাবে সম্পাদন হয় না এতদ্বিষয়ে ইহা অনেকটা সালফারের ন্যায়। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ (flushes) এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। সিপিয়ার ইহা বিশেষ লক্ষণ এবং সালফারেও ইহা বিশেষ প্রকাশ থাকে কিন্তু সিপিয়ায় অধিকাংশ স্থলেই ইহার সহিত জরায়ুর দোষ বর্ত্তমান থাকে এবং climactericএর সহিত সংস্রব থাকে। এতদ্ব্যতীত সিপিয়ায় এই প্রকার মুখমণ্ডলের রক্তিমাভ লক্ষণ (flushes) বস্তি প্রদেশ (pelvic organs) হইতে উত্থিত হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় এই প্রকার অসামঞ্জস্য দরুণ হস্ত এবং পদ পর্য্যায়ক্রমে (alternately) উষ্ণ ও শীতল হয়। যখন হস্ত শীতল হয় তখন পদদ্বয় উষ্ণ হয় আবার যখন পদদ্বয় শীতল হয় তখন হস্ত উষ্ণ হয়। জ্বলন বিশেষ কিছুই থাকে না। কেবল উত্তাপ বোধ হয়।

বস্তি প্রদেশের স্থানীয় রক্তাধিক্যতায় (local congestion) কেবল উত্তাপবোধ হয়। এতদহেতু বাস্তবিকই জরায়ুর স্থানচ্যুতি (desplacement cf uterus) ঘটিয়া থাকে এবং ক্রমাগত এইরূপ রক্তা-ধিক্যতা লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রদাহ, ক্ষত, শ্বেতপ্রদর এবং এমন কি দূষিত

কর্কট রোগ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে পারে। জরায়ু প্রদেশে শক্ত ভাবসহ যন্ত্রণাযুক্ত আড়ষ্ট বোধ বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ—(Induration with a painful sense of stiffness in the uterine region is characteristic—Nash)

বস্তিপ্রদেশের রক্তাধিক্যতাহেতু মলদ্বারেও অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। মলদ্বার (হারিশ) বহির্গত হইয়া পড়ে, সকল সময় ভার ভার বোধ যেন বলের ন্যায় একটি গোলাকার পদার্থ কিংবা একটা কিছু ভারি জিনিষ লাগিয়া রহিয়াছে, এবং মলদ্বার হইতে রস নির্গত হয়। ইহা জানিতে হইবে সিপিয়ায় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু জরায়ু প্রদেশে যে প্রকার লক্ষণ প্রকাশ হয় মলদ্বারেও অনেকটা সেই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ হয়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সিপিয়া সচরাচর উচ্চক্রমই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। নিম্নক্রম অধিক প্রচলিত নয়।

অনুপূরক (Complementary)—নেট্রাম মিউর।

প্রতিবন্ধক (Inimical)—ল্যাকেসিসের পূর্ব্বে কিংবা পরে এবং পালসেটিলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে (alternatley) ব্যবহার হয় না।

সমগুণ ঔষধ—রক্ত সঞ্চালনক্রিয়ার অনিয়মতায়—ল্যাকেসিস স্যাঙ্গুনেরিয়া ও উষ্টিল্যাগো।

রোগের বৃদ্ধি—অপরাহ্নে অথবা সন্ধ্যায়, ঠাণ্ডা বায়ুতে, অত্যধিক স্ত্রীসহবাসে, এবং বিশ্রামে।

রোগের উপশম—শয্যার উত্তাপে, উষ্ণ প্রলেপে, অত্যন্ত পরিশ্রমে।

* মস্তক, হৃদপিণ্ড এবং বস্তিপ্রদেশের কতক লক্ষণ বিশ্রামে এবং পরিশ্রমে উপশম এবং বৃদ্ধি উভয়ই হয়।

রোগীর বিবরণ।

একটি অবিবাহিত স্ত্রীলোক। বয়স প্রায় ৩৬ হইবে, জরায়ুভ্রংশে বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছে, দুইবার অস্ত্র (operation) করা হইয়াছে এবং অনেক প্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধও ব্যবহার করা হইয়াছে—কিন্তু বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। জরায়ুভ্রংশের সহিত প্রচুর শ্বেত প্রদর স্রাবও বর্ত্তমান ছিল এবং স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত খিট্‌খিটে মেজাজের, সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন ও অলস প্রকৃতির ছিল। সে নিজের খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিতে পারিত না, রন্ধন খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে বমনোদ্রেক হইত। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল এবং নিম্নোদর খালি খালি কিংবা দুর্ব্বল বোধ করিত। সিপিয়া ৩০ ক্রম সেবনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

২। একটি অবিবাহিত স্ত্রীলোক। বয়স ৩৮ হইবে। দক্ষিণ বস্তিপ্রদেশে (Right pelvic region) একটি অর্ব্বুদ (Tumour) হইয়াছে, ovarian tumour অর্থাৎ ডিম্বাশয়ের অর্ব্বুদ বলিয়াই সাব্যস্ত করা হয়। ঋতুস্রাবের সময় যন্ত্রণা হইত। দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর স্রাব ছিল এবং পদদ্বয়ে প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইত। রোগী দিন দিন রোগা হইয়া পড়িতেছিল। চিকিৎসক অস্ত্র করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সিপিয়া ৩০ শক্তি কিছুদিন সেবনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।

৩। একজন স্ত্রীলোক, বয়স প্রায় ৩৩ হইবে, তিনটি সন্তানের মাতা। ছোট শিশুটি হওয়ার পর হইতে অর্থাৎ এপ্রিল মাস হইতে শুষ্ক কাশি হয়। স্ত্রীলোকটি লম্বা, ঈষৎ রুক্ষ প্রকৃতির নিজের স্বাস্থ্যের জন্য বিষণ্ণ চিন্তিত এবং ক্রন্দন ভাবাপন্ন। শরীরের ওজন কমিয়া গিয়াছে। খাদ্যে রুচি নাই সঙ্গে দপ্‌দপানি শিরঃপীড়া রহিয়াছে। কাশি শুষ্ক, দিবসে বৃদ্ধি হয়, রাত্রিতে কিছুই থাকে না। যখন প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব ছিল, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এমন কি সময় সময় এক এক সপ্তাহ কাটিয়া যাইত কোন প্রকার মলত্যাগ কিংবা মলত্যাগের ইচ্ছা হইত না। এতদলক্ষণে সিপিয়া ৩০ শক্তি সেবনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় এবং ওজনে ৬ সের বৃদ্ধি হয়।

সালফার (Sulphur)

ইহার বাঙ্গলা নাম গন্ধক। পরিশ্রুত জলে (Distilled water) গন্ধক পরিষ্কার রূপে ধৌত করতঃ চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হয়। সালফারের টিংচারও absolute alcoholএ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয় কিন্তু ইহা অধিকগুণ বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় না। এই ঔষধের লক্ষণ সংগ্রহে হ্যানিমান তাঁহার পুত্র ফ্রেডাবিকের নিকট হইতেও ৬০টি লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে ২৪ জন ব্যক্তি এই ঔষধের প্রুভিংএ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই চূর্ণ (crude substance) ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সালফারকে এককথায় ভৈষজ্য বিজ্ঞানের সমুদায় ঔষধের মূলকেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রায় সমুদায় ঔষধের সহিতই যেন ইহার কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে, উপযুক্ত ঔষধে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া না হইলে সালফার ব্যবহারে সঠিক প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে কিংবা পথ পরিষ্কার করিয়া অন্য ঔষধের লক্ষণ প্রকাশ করে কিংবা রোগকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া রোগীকে নিরাময় করিয়া দেয়। কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে সালফার ব্যতীত রোগ চিকিৎসা করা এক প্রকার অসম্ভব।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সালফার রোগী অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, দাঁড়াইয়া থাকা অস্বস্তিকর বোধ হয় (standing is the worst position for sulphur patients, they cannot stand)।

২। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন এবং চর্ম্মরোগপ্রবণ।

৩। স্নানে বীতরাগ এবং স্নানে রোগের বৃদ্ধি (aversion to being washed, worse always after bath)।

৪। রোগ আরোগ্য হইয়াও হয় না পুনঃ পুনঃ পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া আইসে (complaints that are continually relapsing)।

৫। মস্তকের তালু হস্তের চেটো, পায়ের তলা, পাকস্থলী, মলদ্বার, মূত্রদ্বার ইত্যাদি সমুদায় স্থানে এবং সমুদায় স্রাবে উত্তাপ বোধ ও জ্বলন।

৬। মস্তকের তালু সর্ব্বদা উষ্ণ। পদদ্বয় দিবসে শীতল অথচ রাত্রিতে পায়ের তলার জ্বলন (constant heat on vertex; cold feet in day-time, with burning soles at night) শয্যার ভিতর পদদ্বয় রাখিতে পারে না, বাহির করিয়া ফেলে।

৭। ওষ্ঠদ্বয় উজ্জ্বল লালবর্ণ যেন ফাটিয়া রক্ত বহির্গত হইবে।

৮। প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ১১টার সময় পাকস্থলী খালি খালি বোধ হয় যেন পাকস্থলীতে কিছুই নাই শূন্য হইয়া গিয়াছে॥

৯। প্রাতঃকালীন উদরাময়—প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে মলত্যাগের বেগ হয়, রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় (driving out of bed early in the morning)।

১০। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মল শুষ্ক, শক্ত গুটলে গুটলে (ব্রাই) অথবা বৃহদাকার এবং যন্ত্রণাযুক্ত, শিশু মলত্যাগকালীন যন্ত্রণায় চেঁচাইয়া ওঠে।

১১। মল মূত্র ত্যাগকালীন মলদ্বার এবং মূত্রদ্বার জ্বালা করে। মলদ্বারের চারিপার্শ্ব লাল বর্ণ হয় এবং হাজিয়া যায় (parts around the anus red excoriated) এতদ্ব্যতীত সমুদায় ছিদ্রযুক্ত স্থান লালবর্ণ হয় এবং সমুদায় স্রাব ক্ষয়কারক।

১২। ফোঁড়া গুচ্ছাকারে অথবা একটার পর একটা এইরূপ প্রকাশ পায় অথবা একটা আরোগ্য হইয়া গেলে আর একটা হয়।

১৩। চর্ম্ম ভীষণ চুলকায় এবং চুলকাইতে রোগী আরাম বোধ করে। শয্যার উত্তাপে চুলকানি বৃদ্ধি হয় (মার্ক)।

১৪। পীড়কা (eruption) আবদ্ধ হেতু পুরাতন ব্যাধির উদ্ভব।

১৫। স্থান বিশেষ চক্ষু, নাসিকা, বক্ষঃস্থল, নিম্নোদর ডিম্বাশয় পদদ্বয় ইত্যাদি স্থান রক্তাধিক্য হয়। (congestion of single parts)।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্ক্রফিউলাস অর্থাৎ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ শৈরিক রক্তাধিক্য প্রবণ ব্যক্তিতে উত্তম কার্য্য করে।

২। মাসিক ঋতুস্রাব সময়ের বহু পূর্ব্বে এবং প্রচুর হয় ও শীঘ্র শুষ্ক হয় না।

৩। গর্ভপাতের পর হইতে প্রচুর রজঃস্রাব (menorrhagia has not been well since her last miscarriage)।

৪। রোগী সমুদায় দ্রব্য সুন্দর দেখে এবং লইতে আগ্রহ প্রকাশ করে এমন কি অপরিষ্কার একখণ্ড ন্যাকড়াও হাতছাড়া করিতে চাহে না।

৫। আনন্দজনক স্বপ্ন দেখে, নিদ্রাভঙ্গের সহিত গান গাহিতে থাকে (wakes up singing)।

৬। রাত্রিতে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার মত উপক্রম হয়, দরজা জানালা খুলিয়া দিতে বলে। হঠাৎ রাত্রিতে সজাগ হইয়া উঠে নিদ্রা আর আইসে না, সূর্য্যাস্তে অথবা সন্ধ্যার সময় তন্দ্রা বোধ করে। অথচ সমুদায় রাত্রি জাগিয়া কাটায়।

সোরা (Psora) মহাত্মা হ্যানিমানের Chronic disease গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—হ্যানিমান যে তিনটি miasm এর (সোরা, সাইকোসিস এবং সিফিলিস) কথা উল্লেখ করিয়াছেন—তন্মধ্যে পুরাতন ব্যাধির কারণে সোরা অর্থাৎ খোস চুলকানি রোগকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন আট অংশের এক অংশ রোগ সিফিলিস্ কিংবা সাইকোসিস অর্থাৎ উপদংশ কিংবা প্রমেহ এবং আর অবশিষ্ট সাত অংশ রোগ খোস চুলকানি অবরুদ্ধ হইতেই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যাহা কিছু পুরাতন দুরারোগ্য রোগ তদসমুদায়ই খোস চুলকানি ইত্যাদি চর্ম্মরোগ আবদ্ধ জনিতই উৎপন্ন হয়। এই তিন জাতীয় কোন একটি বিষ (miasm) শরীরে প্রবেশ করিলে তাহার বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারাই তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যখন শরীর মধ্যে সোরা জাতীয় বিষ প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারা যায় তাহাকে সোরার এন্টিসোরিক anti-psoric ঔষধ দিয়াই চিকিৎসা করা প্রয়োজন এবং এইরূপ এন্টি-সোরিক ঔষধের মধ্যে সালফার একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

একটি লোকের শরীরময় কিংবা শরীরের কোন অংশে খোস কিংবা চুলকানি হইয়াছে তাহা যদি কোন বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ (suppress) করা হয় এবং তদ-কারণ বশতঃ যদি কোন ধাতুগত (constitutional) পীড়া জন্মায় তাহা হইলে তাহার এন্টি-সোরিক (anti-psoric) ঔষধ ব্যবহার করিলে হয়ত সেই অবরুদ্ধ পীড়কা বহির্গত হইয়া অথবা তাহার দোষ নষ্ট হইয়া রোগ আরোগ্য হইবে, এতদ হেতু সচরাচর খোস পাঁচড়া অবরুদ্ধ হইয়া কোন পীড়া হইলে সালফারকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। সালফার ব্যতীত গ্র্যাফাইটিস, সোরিনাম, কষ্টিকাম ইত্যাদি এন্টি-সোরিক (Anti-psoric) ঔষধও সালফারের পরিবর্ত্তে অনেক সময় প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক anti-psoric ঔষধের বিষঘ্ন ক্ষমতা ব্যতীত আপন আপন পৃথক পৃথক কার্য্যও রহিয়াছে।

রোগতত্ত্বে (pathogency) সোরার যে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সালফারের অতি নিকট সম্বন্ধ বলিয়া এইরূপ স্থলে সালফারকে অধিক উচ্চ স্থান দেওয়া হয় এবং এতদকারণ বশতঃ সালফারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

রোগী—সালফারের রোগী শীর্ণ এবং কুব্জ প্রকৃতির মস্তক সকল সময় অবনত, বৃদ্ধদিগের ন্যায় মস্তক নীচু করিয়া চলে। উপবেশন অবস্থাতেও নীচু করিয়া থাকে। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ, (Scrofulous diathesis) চর্ম্মরোগপ্রবণ, গাত্রত্বক খসখসে, চর্ম্ম অপরিষ্কার এবং বদগন্ধযুক্ত। স্নানে বিমুখ এবং রোগ বৃদ্ধি। গাত্র প্রক্ষালণেও শরীরের দুর্গন্ধ কাটে না। খিটখিটে এবং অল্পতেই বিরক্ত হয় এই প্রকার ব্যক্তিতে সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

শীর্ণ, কৃশ ব্যক্তি ব্যতীত স্থূলকায় লোকদিগের প্রতিও বিশেষতঃ যাহাদিগের শরীর অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, খাদ্যদ্রব্য সমীকরণের অভাব অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু উক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাদিগের প্রতিও উত্তম কার্য্য করে (The lean stoop shouldered patient, however, is the typical one and especially when he has become so from long periods of indigestion, bad assimilation and feeble nutrition)। এতদ্ব্যতীত যে সমুদায় লোক শারীরিক পরিশ্রম করে না, অব্যায়ামী, কোন প্রকার দার্শনিক গবেষণায় কিংবা পুস্তক পাঠে, সকল সময় গৃহে আবদ্ধ থাকে, দিবারাত্র ঘরে বসিয়া বসিয়া কোন চিন্তাপূর্ণ কার্য্য করে, নিজের কাপড়ের, পোষাকের, শয্যার প্রতি লক্ষ্য নাই, ছিন্ন অপরিষ্কার কাপড়েই দিন যাইতেছে, চুল লম্বা লম্বা হইয়া গিয়াছে, অঙ্গুলির নখ অকর্ত্তিত, অবস্থায় রহিয়াছে, শরীরে ময়লা পড়িয়া গিয়াছে, **স্নানে বিমুখ** এক কাপড়ে এক জামায় দিন কাটাইতেছে অথচ রোগীর এবম্প্রকার অবস্থায় প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নাই, এই প্রকার লোকের প্রতি ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সালফার রোগীর ধাত নয় এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সালফার রোগী প্রয়োজনও মনে করে না পরিস্কার কাপড় জামা পড়া এবং পরিস্কার গাত্রত্বক, পরিস্কার চেহারাযুক্ত লোকের প্রতি সালফার কদাচিত নির্ব্বাচিত হয়, সালফার রোগীকে পরিস্কার কাপড় পড়াইয়া দেও কিংবা গাত্র পরিস্কার করিয়া দেও, অতি শীঘ্রই সমুদায় ময়লা করিয়া ফেলিবে ইহা সালফার রোগীর স্বভাব। তুমি যতই পরিস্কার কর সে অতি অল্প সময়েই অপরিস্কার করিয়া ফেলিবে। শিশুর নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা ঝড়িতেছে, চক্ষুতে পিঁচুটি লাগিয়া রহিয়াছে, হয়ত কর্ণ হইতে পূঁজ স্রাবও হইতেছে এবং

মাঝে মাঝে নাসিকায় শ্লেষ্মা মুখের ভিতর চলিয়া যাইতেছে এবং শিশু চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে। স্নান করিতে সম্পূর্ণ বিমুখ, গাত্রে জল স্পর্শ করা যায় না, স্নান করিতে চেষ্টা করিলে কাঁদিয়া চেঁচাইয়া অস্থির করিয়া তোলে সালফার রোগী শীতল স্নানে অত্যন্ত বিরক্ত।

সালফার রোগীর গাত্র, বস্ত্র এবং সমুদায় স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, রোগীর নিজের গাত্রের দুর্গন্ধে নিজেরও বমনের উদ্বেগ হয় অথচ তথাপি পরিষ্কার থাকে না। (The sulphur patient has filthiness throughout. He is the victim of filthy odors)। শরীর ধুইলেও দুর্গন্ধ কাটে না। মল, মূত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘর্ম্ম ইত্যাদি সমুদায়ই দুর্গন্ধযুক্ত। লিঙ্গ, যোনিদেশ, কক্ষতল ইত্যাদি স্থান পরিষ্কার করিয়া ধুইলেও দুর্গন্ধ ঘর্ম্মের ন্যায় গন্ধ নিঃসৃত হয়।

রক্তসঞ্চালনক্রিয়া—(Circulation) :—সালফারে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায়, বিশেষতঃ শৈরিক কৃষ্ণবর্ণ রক্তের (venous blood) সঞ্চালনের উপর ইহার কার্য্য অধিকরূপ প্রকাশ পায় এবং Plethora উৎপন্ন করে। কিন্তু ইহাকে প্রকৃত Plethora বলা যাইতে পারে না। ইহা রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈষম্যতা হেতু প্রকাশ পায় এবং শরীরের কোন কোন স্থান অধিক রক্তাধিক্য হয়। সালফারে যে Plethora উৎপন্ন হয় তাহা নিয়মিত রক্তস্রাব (যাহা প্রতিদিন হইয়া আসিতেছিল যেমন—অর্শ) হঠাৎ স্থগিত হইয়া হয়।

এইরূপ স্থলে সালফার উত্তম কার্য্য করে। একটি লোকের প্রত্যহ অর্শ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইত হঠাৎ সেই স্রাব বন্ধ হওয়ায়, ধমনী স্ফীত হইয়া যদি মস্তক কিম্বা যকৃত কিম্বা অন্য কোন স্থানে অধিক রক্তাধিক্য হয় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে সালফার প্রয়োগ করিলে আবদ্ধ রক্তস্রাব পুনঃ প্রকাশ করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দেয় অথবা উপযুক্ত ঔষধের লক্ষণ আনিয়া দেয়।

সালফারে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈষম্যতার (Irreglar distribution of blood) পরিচয় আমরা আরও পাই যে, শরীরের রন্ধ্রদেশ সমূহ

রক্তাধিক্যবশতঃ অত্যন্ত লালবর্ণ হয় এবং ইহা সালফারের একটি বিশেষ বিশেষত্ব। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়—সালফারে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সামঞ্জস্যভাবে সম্পাদন হয় না। ফুস ফুস প্রদাহ, ওষ্ঠদ্বয়, কর্ণ, অক্ষিপুটের ধার লালবর্ণ হয়, দেখিলে মনে হয় যেন লাল রংয়ের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। মলদ্বার, মূত্রদ্বার, নাসারন্ধ্র, মুখ বিবর ইত্যাদি রন্ধ্র প্রদেশসমূহও রক্তাধিক্য হয় এবং সমুদায় স্রাব মলমূত্র শ্লেষ্মা ইত্যাদি ক্ষয়কারক (excoriating), স্রাবে স্থান হাজিয়া যায়।

সালফারে মস্তকে যে রক্তাধিক্য অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী কর্ণ মধ্যে শ্রবনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুতে রক্তের সমাবেশ হেতু গুণ গুণ শব্দ (Roaring) অনুভব করে এবং আবদ্ধ ঘরে উপশম হয় ও রোগী মস্তক নোয়াইতে পারে না। রক্তাধিক্যের এই প্রকার অবস্থা দেখিলে বেলেডোনার কথা স্মরণ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু বেলেডোনায় মুক্ত খোলা বাতাসে উপশম হয় এবং আবদ্ধ উষ্ণ ঘরে রোগ বৃদ্ধি হয়।

রক্তকাশ এবং হৃদপিণ্ডে রক্তাধিক্যতা—বক্ষঃস্থলের রক্তাধিক্যেও সালফারের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। এবং কখন কখন এতদকারণবশতঃ রক্তকাশও হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট—এবং হৃদপিণ্ডের অত্যন্ত স্পন্দন উপস্থিত হয়। রোগী বুকে চাপ (Heavy preasure) বোধ করে এবং সমুদয় দরজা জানালা খুলিয়া দিতে চাহে। এই প্রকার অবস্থা প্রায় রাত্রিতেই অধিক হয় এবং হঠাৎ যেন হৃদপিণ্ডে অধিক রক্ত সঞ্চার হইয়া রোগীর শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

মনে হয় যদি বিশুদ্ধ বায়ু না পায় তাহা হইলে রোগী মারা যাইবে এবং রোগী মনে করে হৃদপিণ্ড, হৃদপিণ্ডের আধার অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে (গ্লোনয়ন, ইউপেটোরিয়াম, গ্রাণ্ডিলিয়া রোবাষ্টা)।

জ্বলন্ (Burning):—সালফারের একটি সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব জ্বলন। আর্সেনিক এবং ফসফরাসে এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি। ভৈষজ্য বিজ্ঞান খুলিলে জ্বলনের এই উপরিউক্ত তিনটী ঔষধ ব্যতীত একোনাইট, এগারিকাস, এপিস, বেলেডোনা, কেন্থারিস, ক্যাপসিকম, কার্ব্বএনামেলিস,

ফসফরিক এসিডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ভৈষজ্যবিদগণ আর্সেনিক, ফসফরাস এবং সালফার এই তিনটীকে জ্বলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে কোনটী বড় কোনটী ছোট তাহা অনেক সময় নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রায় সকলেই আর্সেনিককে জ্বলনের ঔষধের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলেন এবং আমার বোধ হয় আর্সেনিক নূতন রোগে এবং সালফার পুরাতন রোগে উত্তম কার্য্য করে। সালফারের জ্বলনের বিষয় লিখিয়া শেষ করা অসম্ভব। শরীরের এমন কোন স্থান দেখা যায় না, যেখানে সালফারের জ্বলন প্রকাশ পায় না। মস্তকের ব্রহ্ম-তালুতে, চক্ষুতে, মুখমণ্ডলে (কিন্তু আরক্তিমহীন), মুখগহ্বরে, জিহ্বাতে সর্ব্বপ্রকার স্রাবে, মলদ্বারে, যোনিদ্বারে, স্তনের বোঁটায়, গলদেশে (শুষ্কতাসহ এবং প্রথম দক্ষিণদিক তৎপর বামদিক) পায়ের তলায়, হাতের চেটোয় অর্থাৎ মস্তকের ব্রহ্মতালু হইতে পদতলের নিম্ন পর্য্যন্ত কোন স্থান এবং কোন ইন্দ্রিয় বাকী থাকে না, কিন্তু সালফারে উল্লিখিত স্থান সমূহের জ্বলন এক সঙ্গে প্রায়ই প্রকাশ পায় না, কোন সময় হাতের চেটো এবং পায়ের তেলো জ্বালা করিতে থাকে এবং রোগী হস্ত পদ বস্ত্রের ভিতর রাখিতে পারে না, কাপড় ফেলিয়া দেয়, আবার কখন কখন হয়ত মস্তকের তালুতেই কেবল জ্বলিতে থাকে অথবা মুখবিবর হইতে উত্তাপের ঝলক্ বহির্গত হইতে থাকে। সালফারের জ্বলন যেখানেই হউক যখন পায়ের তলা, হাতের চেটো এবং মস্তকের তালুতে অধিক হয় এবং এক সঙ্গে হইলে, তখন সালফারকে প্রাধান্য দিবে, সালফারের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ (Burning of soles of feet, palms of hand and vertex)। সালফার রোগী পায়ের জ্বলন হেতু রাত্রিতে শয়নাবস্থায় কাপড়ের কিংবা লেপের ভিতর পদদ্বয় রাখিতে পারে না, যতই কাপড় দেওয়া দেওয়া হউক না কাপড় ফেলিয়া দেয়।

সালফার, আর্সেনিক এবং ফসফরাসের জ্বলন—

সালফারের জ্বলনের বিশেষত্ব হইতেছে—উষ্ণভাব অর্থাৎ অগ্নির উত্তাপের ঝলকা এবং শীতল জলে উপশম হয়।

আর্সেনিকের জ্বলন—অঙ্গারবৎ এবং ধ্বংসপ্রমুখীন। উষ্ণ জলে উপশম হয়

ফসফরাসের জলন—সালফার সদৃশ অথচ সালফার অপেক্ষাকৃত অধিক (আর্সেনিকের ন্যায় প্রকৃত অগ্নিবৎ জলন হয়) স্নায়বীয় বিধানের ব্যাধি-সম্ভূত জলন, কেবল উত্তাপ বোধ ও শীতল জলে উপশম।

স্ক্রফিউলা—ডাঃ ফ্যারিংটন সালফারকে গণ্ডমালা অর্থাৎ Scrofula রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার অনুমান করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, কারণ সালফারের গ্রন্থি সমূহের উপর যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয় এবং লসিকা গ্রন্থি সমূহের (Lymphatic glands) স্ফীতিই হইতেছে স্ক্রফিউলা রোগের একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ইহা ধাতুগত দোষ হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। স্ক্রফিউলা রোগ বলিলেই যে গ্রন্থি সকলের স্ফীতিই বুঝিতে হইবে এমন মনে করা ভ্রম বরং ইহা শরীরের একটি অস্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ ধাতুবিকৃতি যাহার সার্ব্বজনীন লক্ষণই হইতেছে দুর্ব্বলতা এবং গ্লানি, মনে হয় শরীর মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই কোন একটী ধাতুগত দোষ অব্যক্ত ভাবে লুক্কাইত থাকিয়া শরীরের যন্ত্র সমুদায়কে নষ্ট করিতেছে এবং যাহা কোন একটী আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে নতুবা শরীরকে প্রচ্ছন্ন ভাবে ক্রমশঃ ধ্বংশের দিকে লইয়া যায়। গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি, অস্থিক্ষয়, ফুস্ ফুসের গুটীকা রোগ (tuberculosis of lungs) ইত্যাদি অব্যক্ত স্ক্রফিউলারূপ ধাতুগত দোষের প্রকাশ মাত্র। স্ক্রফিউলা রোগ যে কেবল শিশুদিগের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তাহা নয়, স্ক্রফিউলা ধাতুগত দোষ বলিয়াই সালফারকে এই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ প্রারম্ভে যখন রোগের প্রকাশ দেখা দেয় তখনই সালফার উত্তম কার্য্য করে যগ্যপি রোগী পূর্ব্ব বর্ণিত সালফার ধাতুগ্রস্থ হয়।

স্ক্রফিউলা রোগীর পরিচয় নিম্নে দিলাম:—

(১) শিশুর মস্তকে বিশেষতঃ নিদ্রিতাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় এবং ফুস্কোড়ি, ফোঁড়া ইত্যাদি প্রকারের চর্ম্মরোগ ও বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুদিগের মুখে কিম্বা কপালে ব্রণ দেখা দেয়।

(২) রোগীর শরীর অপেক্ষা মস্তক বৃহৎ হয়।

(৩) ব্রহ্মরন্ধ্রের সম্মুখাংশ বহুদিন অবধি অস্থি-বৃদ্ধির দোষহেতু অসংলগ্ন থাকে।

(৪) অস্থিক্ষত, বালাস্থিবিকৃতি, মেরুদণ্ডের বক্রতা ইত্যাদি অস্থিরোগ বিশেষতঃ শিশু অবস্থায় অত্যন্ত অধিক সম্ভাবনা।

(৫) শিশু অস্বাভাবিক ক্ষুধা বোধ করে, মনে হয় যেন কত দিন না খাইয়া রহিয়াছে।

(৬) খাদ্যদ্রব্য সমীকরণের অভাব।

(৭) গ্রন্থিসমূহ ব্যাধিগ্রস্থ প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আহারেও শরীর সামঞ্জস্যভাবে পরিপুষ্ট হয় না।

(৮) শিশু সকল সময় খাই খাই করে অথচ দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে।

(৯) শিশুর গাত্রের চর্ম্ম বৃদ্ধ লোকের ন্যায় শুষ্ক কুচকাইয়া ভাজ পড়িয়া যায়।

(ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে "রোগী এবং দেহ গঠন" ও "বালাস্থি বিকৃতি রোগ" দেখ।)

শীর্ণতা (**marasmus**)—শীর্ণতা রোগের সালফার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদিগের শীর্ণতা (marasmus) রোগে সালফারের উল্লিখিত অধিকাংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা উচিত। সমুদায় শরীর শুষ্ক হইয়া যায় অথচ নিম্নোদর বড় হইতে থাকে শিশু অত্যন্ত অস্বাভাবিকরূপ খাই খাই করে বিশেষ ভাবে বেলা ১১টার সময় ইহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সালফারের এই লক্ষণটি বিশেষ পরিচায়ক এবং এই লক্ষণের সহিত মস্তকের তালুর উষ্ণতা এবং পদদ্বয়ের শীতলতা বোধ থাকিলে সেই স্থলে সালফারকে অব্যর্থ ঔষধ মনে করিবে। (মস্তকের তালু শীতল—সিপিয়া, ভেরাট্রাম। মস্তকের দক্ষিণপার্শ্ব শীতল—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ; পশ্চাদ্দেশ শীতল—ভাল্‌কামারা, ফস্‌।) যদি মস্তকের তালুর উষ্ণতা থাকে আর আর লক্ষণ সমূহ না থাকে তাহা হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া কিংবা ফস্‌ফরাসের বিষয় চিন্তা করিবে।

সালফার নির্ব্বাচন করিতে হইলেই জ্বলন সম্বন্ধে সন্ধান করা উচিত—জ্বলন সালফারের একটী বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। হৃদপিণ্ডে উষ্ণতা বোধ হয়, মনে হয় শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশে যেন আগুন জ্বলিতেছে এবং তাহার উত্তাপ মুখমণ্ডলে বোধ হয়। এই প্রকার উত্তাপ বোধ ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে কিছুই থাকে না।

সালফারে নিম্নোদর স্ফীত এবং বড় হয় কিন্তু নরম থাকে—আর ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে শক্ত হয় (In sulphur the abdomen is tumid, with rumbling, and soreness and with the distended abdomen there is emaciation of all parts. You will find a similar state under Calcarea, and in patient needing Calcarea, you will notice great enlargemont, distension and hardness of the abdomen with shrivelling of all other parts of the body.)

গণ্ডমালা এবং শীর্ণতা রোগের সালফারের সমগুণ ঔষধ সমূহ—

গণ্ডমালা এবং শীর্ণতা রোগ (scrofula and marasmus) সালফারের পাশাপাশি ব্যারাইটা কার্ব্ব, সাইলিসিয়া, এব্রোটেনাম, নেট্রাম মিউর, কেল্‌কেরিয়া, আইওডিন এবং গ্রাফাইটিস্‌কে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। এই সমুদায় ঔষধেই নিম্নোদরের বৃদ্ধি এবং শরীরের অবশিষ্ট অংশের শীর্ণতা এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমের ক্ষুধা বর্ত্তমান থাকে।

ব্যারাইটা কার্ব্ব এবং সাইলিসিয়া—এই উভয় ঔষধেই পদদ্বয়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়। উভয় ঔষধেই শরীর অপেক্ষা মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ এবং উভয় ঔষধেই বিশেষতঃ মস্তকে ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। কিন্তু সাইলিসিয়াতে মস্তকে অধিক ঘর্ম্ম হয়, ব্যারাইটা কার্ব্বে হয় না এবং সাইলিসিয়া রোগী ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় নির্ব্বোধ নয়।

ক্যালকেরিয়া—মস্তকে এত অধিক ঘর্ম্ম হয় যে বালিশ ভিজিয়া যায়, সাইলিসিয়াতেও মস্তকে ঘর্ম্ম আছে কিন্তু সাইলিসিয়া রোগীর ঘর্ম্ম মস্তকের উপর দিকে আর ক্যালকেরিয়ায় মস্তকের নীচের দিকে বেশী হয়। ইহা ব্যতীত ক্যালকেরিয়া রোগী হৃষ্টপুষ্ট, মোটা এবং সাইলেসিয়া রোগী পাত্‌লা এবং রোগা।

গ্র্যাফাইটিস—রোগী স্থূলকায় এবং চর্ম্মরোগপ্রবণ। ইহাতেও সাইলিসিয়া এবং ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায় পদদ্বয়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়।

এব্রোটেনাম—ইহাতে বিশেষ ভাবে শরীরের নিম্নাংশ পদদ্বয় অধিক শীর্ণ হয়। গাত্রত্বক অত্যন্ত শিথিল হইয়া ভাজে ভাজে ঝুলিয়া পড়ে।

নেট্রাম মিউর—শিশুদিগের গলা এবং ঘার অধিক শীর্ণ হয়। আহারের পর রোগীর তন্দ্রা আইসে এবং শরীর সুস্থ বোধ করে না।

আইওডিন—রোগী আহারের পর প্রফুল্লতা বোধ করে। আইওডিনে সর্ব্বশরীর ক্রমশঃ শীর্ণ এবং শুষ্ক হইতে থাকে বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ। রোগীর সমুদায় উপসর্গই উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি হয়। সকল সময় খাই খাই করে এবং খায় অথচ শীর্ণ হইতে থাকে।

স্যানিকিউলা—গলদেশের চর্ম্ম অধিক শুষ্ক হয় এবং ভাজ পড়িয়া যায়।

হাইড্রোকেফালাস অথবা টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক-ঝিল্লিপ্রদাহ (Hydrocaphalus or Tubercular Meningitis)

সালফার—এই বিষয়ের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ Tubercular hydrocaphalus অর্থাৎ টিউবারকিউলাস্ মস্তক শোথে ইহা চমৎকার কার্য্য করে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রোগের প্রারম্ভে যখন ভীষণ তরকা হয়, মুখমণ্ডল হঠাৎ আরক্তিম বর্ণ হইয়া উঠে, গ্রীবাপ্রদেশের পেশীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শিশু মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে পারে না, নীচু করিয়া শুইয়া থাকিতে চায়, নিদ্রায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, যেন কোন প্রকার ভয় পাইয়াছে, চক্ষু তারকা বিস্তারিত হয়, এইরূপ অবস্থায় সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয়; যদিও বেলেডোনার কথা মনে উদয় হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু বেলেডোনা কখনই tubercular meningitis এর ঔষধ হইতে পারে না এবং কখনও হয় না। সাল্‌ফারের এই প্রকার তরকা থাকিয়া থাকিয়া কিছুদিন পর পর হয় (tend to appear periodically)। সাল্‌ফার প্রয়োগকালীন রোগীর দেহ গঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে; কারণ সাল্‌ফার এবং বেলেডোনা রোগীর দেহের গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

টিউবারকিউলোসিস্—ফুস্‌ফুসের গুটিকা রোগের (tuberculosis of lungs) কেবল প্রারম্ভে সাল্‌ফার প্রয়োগ হয়—ইহা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিবে, নতুবা ফলাফল খারাপ হইতে পারে এবং শীঘ্র দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করাও উচিত নয়। সাল্‌ফার নির্ব্বাচনের বিশিষ্ট লক্ষণ সমূহ—রোগী সর্ব্বশরীর অত্যন্ত উষ্ণ বোধ করে; ঠাণ্ডা

ঋতুতেও দরজা জানলা খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। মধ্যে মধ্যে শরীরের উত্তাপের (flushed of heat) ঝলক সঞ্চারিত হয়, পাকস্থলী খালি খালি বোধ করে, মস্তকের তালু উষ্ণ বোধ হয়, পদদ্বয় ঠাণ্ডা থাকে, উপরে উঠিতে হৃদ্-পিণ্ডের স্পন্দন হয়। বাম বক্ষঃস্থলে বেদনা হয় বিশেষতঃ স্তনের বোটার সন্নিকট আরম্ভ হইয়া ভিতরে ভিতরে গিয়া পশ্চাতে ফুটিয়া বাহির হয়। এইরূপ লক্ষণে সাল্‌ফার উচ্চক্রম ২।১ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করিবে। যদি উপকার হইবার হয় ইহাতেই হইবে নতুবা উপকার হইল না বুঝিবে।

মধ্যান্ত্র প্রদেশস্থ গ্রন্থিসমূহের টিউবারকিউলোসিস্ (Tuberculosis of Mesenteric Glands)—(স্ক্রফিউলা এবং শীর্ণতা রোগে ইহার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। উক্ত অধ্যায় দেখ)। এতদস্থানের গ্রন্থিসমূহের টিউবারকিউলোসিস্ রোগে সাল্‌ফার একটী উত্তম ঔষধ। টিউবারকিউলার রোগের সাল্‌ফারের সহিত ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং ফস্‌ফরাসের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। এই উভয় ঔষধই স্ক্রোফিউলাস্ শিশুদিগের প্রতি সাল্‌ফারের পর উত্তম কার্য্য করে এবং এই তিনটী ঔষধেই টিস্যুর পরিবর্দ্ধন সামঞ্জস্যরূপে সম্পাদন হয় না, এতদ্ব্যতীত সাল্‌ফার রোগী ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগী অপেক্ষা কৃশ। ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব রোগী স্থূলকায়, থলথলে, হৃষ্টপুষ্ট। শরীরের মাংসের কোমলতা এবং গাত্রের রং ফ্যাকাসে ভাব দেখিলে মনে হয় টিস্যুর সামঞ্জস্য ভাবে পরিবর্দ্ধন না হইয়া যেন কতকগুলি চর্ব্বির বৃদ্ধি হইয়াছে। সাল্‌ফার রোগীর ঘর্ম্ম দুর্গন্ধ, ক্যালকেরিয়া কর্ব্বের ঘর্ম্ম অম্লগন্ধ এবং ঘর্ম্ম মস্তকে অধিক হয় ও শীতল।

ক্যালকেরিয়া ফসের রোগী অত্যন্ত কৃশ। নিম্নোদর শরীর অপেক্ষা বৃহৎ অথচ থলথলে (flabby) ব্রহ্মরন্ধ্র বিশেষতঃ পশ্চাদ্দেশের অসম্বদ্ধ। (ইহাদিগের পার্থক্য ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে দেখ)। টিউবারকিউলার মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহের (tubercular meningitis) এপিসও একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এই বিষয় আমার বোধ হয় বেলেডনায় কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। পীড়কা অবরুদ্ধ হইয়া মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এপিস্‌কে সাল্‌ফারের পার্শ্বে স্থানে দেওয়া যাইতে পারে। সাল্‌ফার পুরাতন পীড়কা (chronic eruption) অবরুদ্ধ

হইতে হইলে এবং এপিস্ নূতন পীড়কা (acute eruption) অবরুদ্ধ হইতে হইলে প্রয়োগ হয়; ইহা ব্যতীত এই ঔষধের পার্থক্য নিরূপণের আরো পরিষ্কার লক্ষণ হইতেছে যখন মস্তিষ্কে রসোৎপাদন (effusion) হয় এবং রোগী মধ্যে মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে তখন এপিস অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ইহা এপিসের একটী বিশেষ লক্ষণ অথচ সাল্ফারে এই প্রকার লক্ষণ নাই। উভয় ঔষধেই অত্যন্ত অস্থিরতা আছে। সাল্ফার রোগী একেবারেই নিদ্রা যায় না কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় চম্কাইয়া উঠে কিংবা কেবল তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকে; আর এপিসে রোগী যেন নিয়তই নিদ্রায় অভিভূত এবং হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠে অর্থাৎ শিশুর চোখে ঘুম থাকে কিন্তু ঘুমাইতে পারে না।

মানসিক লক্ষণ—রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ন্যায় সালফারের স্নায়বীয় বিধানের উপরও যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। ইহা মস্তিষ্ককে আক্রমণ করিয়া প্রথমতঃ মস্তকের কার্য্যের বিকৃতি ঘটায় এবং উন্মাদের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ করায়—রোগী মনে করে সে একজন ধনশালী ব্যক্তি, সে আপনার পরিধান বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলে। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ছেঁড়া নেকড়া লইয়া নাড়াচাড়া করে এবং মনে করে ইহা কতই না সুন্দর, আবার কখন কখন অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ফস্ফরিক এসিডেও উদাসীনতা আছে কিন্তু ফস্ফরিক এসিডের উদাসীনতা অত্যন্ত অধিক। আবার কখন রোগী ধর্ম্মোন্মত্তের মত হয় ও ভয় পায় যেন সে আর পরিত্রাণ পাইবে না। রোগী নিজের আত্মার পরিত্রাণের চিন্তাতেই সর্ব্বদা আকুল, পরের উদ্ধারের জন্য ক্ষণ মুহূর্ত্তও ভাবে না। ইহা ব্যতীত আবার সময় সময় খিট্খিটে বিরক্তভাবও প্রকাশ করে এবং এই প্রকার বিরক্তি লক্ষণ শিশুদিগেতে অধিক দেখা যায়। স্ফূর্ত্তিহীন, উদাসীন, অত্যন্ত ভোলামন, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

হাইড্রোকেফালয়েড (Hydrocephaloid) মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়—শিশুর মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় রোগের সাল্ফার একটী উত্তম ঔষধ। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—শিশু কলেরায় হাইড্রোকেফালয়েডের (hydrocephaloid) লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সাল্ফারকে সর্ব্বপ্রাধান্য দিবে এইরূপ

অবস্থায় শিশু আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, মুখমণ্ডল পাংশুটে ফ্যাকাসে বর্ণ হয় এবং মুখমণ্ডলে বিশেষভাবে কপালে (ভিরেট্রাম) শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ; চক্ষু অৰ্দ্ধ নিমিলিত, চক্ষু তারকা (আলোতে) প্রায় প্রতিক্রিয়া শূন্য। প্রস্রাব বন্ধ (ইহা অত্যন্ত ভয়জনক লক্ষণ) মধ্যে মধ্যে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকুঞ্চন এবং আকস্মিক স্পন্দন, নিদ্রা হইতে চম্‌কাইয়া কাঁদিয়া উঠা, এতদসমুদায় লক্ষণে সাল্‌ফার অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে ; উদরাময় থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে কিছুই আসে যায় না ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন—(There is no remedy which can take its place) ইহাতে বেলেডোনার ন্যায় ভয়ানক মাথাজ্বালা, আরক্তিম মুখমণ্ডল এবং হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা কিংবা এপিসের ন্যায় মস্তিষ্ক-ঝিল্লির প্রদাহ হেতু চিক্‌কির বৰ্ত্তমান থাকে না, কিন্তু সাল্‌ফারের কতক লক্ষণ প্রকাশ থাকে।

ভিরেট্রাম এলবামেরও উক্তরূপ কপালে শীতল ঘর্ম্ম বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং ইহা ভিরেট্রামের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ কিন্তু এই স্থলে ভিরেট্রাম কিছুই কার্য্য করে না এতদ্ব্যতীত ইহাতে ভিরেট্রামের অদম্য জল তৃষ্ণা অস্থিরতা ইত্যাদি থাকে না। ঋতুস্রাব কিংবা অর্শ হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া মেরুদণ্ড রক্তাধিক্য হয় (spinal irritation) এবং পশ্চাদ্দেশ এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে শরীরের হঠাৎ সামান্য ঝাঁকি লাগিলেই রোগী মেরুদণ্ডের প্রায় সমুদায় স্থানে যন্ত্রণা অনুভব করে এতদসহ শুষ্ক উত্তাপ বিশেষরূপে কটিদেশে অধিক বোধ করে অথচ পদদ্বয় শীতল থাকে। অর্শের রক্তস্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতায় সাল্‌ফারকে চিন্তা করিতে ভুলিবে না।

অৰ্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ—(Paraplegia) নিম্ন অর্থাৎ পদদ্বয়ের পক্ষাঘাতে সাল্‌ফার অনেক সময় উত্তম-কার্য্য করে ; পক্ষাঘাতের সহিত সম্পূর্ণ প্রস্রাব অবরোধ এবং নাভিদেশ পর্য্যন্ত অসার ভাব বর্ত্তমান থাকে। ক্যাথিটার দ্বারা প্রস্রাব করাইলে দেখা যায় প্রস্রাব ঘোলা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। এইরূপ অবস্থায় সালফার অনেক দিন যাবৎ ব্যবহার করিতে হয়। ইহা আরোগ্য অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ; অধিকাংশ সময় আরোগ্যই হয় না। যদি রোগ অধিক দিনের না হয় এবং কাসেরুকামজ্জায় বিধান যন্ত্র অত্যন্ত অধিকরূপ বিকৃতি না হয় তাহা হইলে আরোগ্য আশা করা করা যাইতে পারে।

বাত—নূতন এবং পুরাতন বাতেই সালফারের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া

যায় বরং পুরাতন বাতে যখন আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া প্রদাহ হইয়া শরীরের উপর দিকে বিস্তারিত হয়, তখন সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে এবং শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। রোগী পদদ্বয় আচ্ছাদিত রাখিতে পারে না, জ্বালা করে, তদহেতু সকল সময় বাহিরে রাখিতে বাধ্য হয়।

জানুপ্রদাহ—(Synovitis) জানু প্রদাহ হইয়া রসোৎপাদন হইলে (exudation) সালফার উত্তম কার্য্য করে। এতদ বিষয়ে সালফারের বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে, কেবল জানুপ্রদাহে নয় যে কোন স্থানের স্নৈহিক ঝিল্লিতে (exudation) হইলে সালফার, এপিস এবং ব্রাইওনিয়া এই তিনটী ঔষধের চিষয় চিন্তা করিবে। কেলিমিউরও জানুপ্রদাহের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথমাবস্থায় আমরা এপিস্ এবং ব্রাইওনিয়াই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহার করিয়া থাকি। তাহাতে বিশেষ উপকার না হইলে সাল্ফারকে প্রধান্য দেওয়া হয় (এপিস্ এবং ব্রাইওনিয়া দেখ)।

প্লুরিসি—(Pleurisy) প্লুরিসির প্রথমাবস্থাতেই সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয় না। রোগ যখন পুরাতন হইয়া আইসে এবং যখন উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার হইতেছে না, তখন সালফারের বিষয় চিন্তা করিবে স্নৈহিক ঝিল্লির প্রাদাহ হইলেই আমরা সালফার ক্যালি কার্ব্ব, ব্রাইওনিয়া এপিস এই ঔষধ সমূহকে উচ্চস্থান দিয়া থাকি। বাস্তবিক ইহারা এতদবিষয়ের অতি মহৎ ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই। যখন প্রকৃতই প্রদাহ হইয়া রসোৎপ্রবেশ (effusion) হইয়াছে জানিতে পারা যায়, (ব্রাইওনিয়া দেখ) স্চিভেদবৎ যন্ত্রণা এবং নড়াচরায় বৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকে তখন আমরা এপিস, ব্রাইওনিয়া, কেলিকার্ব্ব এবং সালফার লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ করিয়া থাকি; কারণ, exudation শোষণ করিবার ইহারা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। বিশেষতঃ যখন বাম ফুস্ফুসে স্চীভেদবৎ যন্ত্রণা হয় এবং সেই যন্ত্রণা ভিতর দিয়া পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দেশে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, রোগী চিৎ হইয়া শয়নে কষ্ট বোধ করে ও নড়াচরায় রোগ বৃদ্ধি হয় এইরূপ লক্ষণে সালফারকে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

চক্ষু প্রদাহ:—কোন বাহ্যিক বস্তু যেমন বালুকাকণা কিংবা এই প্রকার কোন জিনিষ পড়িয়া চক্ষুর প্রদাহ হইলে এবং একোনাইট ব্যবহারে

বিশেষ উপকার না দর্শিলে সালফার প্রয়োগে অনেক সময় বেশ উপকার পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত স্ক্রোফুলাস চক্ষু প্রদাহে যখন চক্ষু অধিক রক্তাধিক্য হয়, চক্ষুতে যেন কাঁচের কুচি প্রবেশ করিয়াছে এই প্রকার যন্ত্রণা বোধ হয়, গ্রীষ্মকালে এবং অগ্নির উত্তাপে যন্ত্রণা অধিক হয়, শীতকালে উপশম থাকে, এতদলক্ষণে সালফার বিশেষ উপযোগী। চক্ষুর যে প্রকার রোগই হউক যদি স্ক্রুফিউলাস জাতীয় হয় এবং জলে রোগের যদি বৃদ্ধি হয় ও জল যদি রোগী আদপেই পছন্দ না করে তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে সালফারকেই প্রাধান্য দিবে।

সর্দ্দি :—পুরাতন সর্দ্দিতে এবং যাহাদিগেরে প্রায়ই সর্দ্দি লাগিয়া থাকে তাহাদিগেরে সালফার নিম্ন লক্ষণে উত্তম কার্য্য করে :—

(১) নাসিকারন্ধ্রের ভিতর মামড়ি পড়ে।

(২) অতি সহজেই নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় ;

(৩) নাসিকার পক্ষদ্বয় লালবর্ণ এবং মামড়িযুক্ত।

(৪) নাসারন্ধ্রের বহির্ভাগ হাঁজিয়া যায়।

(৫) আবদ্ধ ঘরে নাসিকা সাটিয়া যায়, খোলা মুক্ত বায়ুতে উপশম পায়।

সালফারের সমুদায় শ্লেষ্মা স্রাবই ক্ষতকারক (excoriating), নাসিকার স্রাবে নাসিকা এবং ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ হাঁজিয়া যায় ও লালবর্ণ হয়। এক কথায় বলা যাইতে পারে—all the fluids burn the parts over which they pass.

ব্রোঙ্কাইটিস :—ব্রোঙ্কাইটিস বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যখন সর্ব্বদা প্রচুর পুঁজসদৃশ শ্লেষ্মার সমাবেশ হইতে থাকে রোগীর মধ্যে মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। সমুদায় দরজা জানালা খুলিয়া দিতে চাহে। চিৎ হইয়া সোজাভাবে শয়নে কাসির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এমন কি বমনোদ্বেগ এবং বমন পর্য্যন্ত হইবার উপক্রম হয়।

নিউমোনিয়া :—নিউমোনিয়ায় সালফার প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োগ হইতে দেখা যায়।

(১) ফুস্‌ফুসে plastic matter এর সমাবেশের পূর্ব্ব রক্তাধিক্য অবস্থা হ্রাস করিয়া নিউমোনিয়া আক্রমণ প্রতিহত করে।

(২) সর্ব্বপ্রথম অবস্থায় সালফার প্রয়োগে নিউমোনিয়ার গতিবৃদ্ধি রোধ হয়।

(৩) নিউমোনিয়ার রসোৎপাদন (exudation) আরম্ভ হইলেও অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের যকৃতাবস্থা প্রপ্তির (stage of solidification) প্রারম্ভেও উত্তম কার্য্য করে।

(৪) নিশ্চেষ্ট (torpid) ফুস্‌ফুসের প্রতিক্রিয়া কার্য্য (reaction) উৎপন্ন করতঃ রোগকে শীঘ্র সহজারোগ্য (resolution) করিতে সালফার যথেষ্ট সাহায্য করে।

(৫) নিউমোনিয়ার, টাইফয়েড প্রমুখীন অবস্থায় বাকশক্তির দুর্ব্বলতা এবং জিহ্বার শুষ্কতা ইত্যাদি লক্ষণে সালফার উত্তম কার্য্য করে।

(৬) নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় ফুসফুসকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিতে সালফার যথেষ্ট কার্য্য করে। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার সমাবেশ হেতু ঘড় ঘড় শব্দ হয়, পুঁজ সদৃশ গয়ের উঠে, বিলেপী জ্বর (Hectic fever) প্রকাশ পায়, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে ; এবম্প্রকার লক্ষণে সালফার প্রয়োগে অনেক সময় আশ্চর্য্যরূপ কার্য্য পাওয়া যায়। কিন্তু tuberculos is এর সম্ভাবনা হইলে আর সালফার প্রয়োগ করা উচিত নয়। এই অবস্থায় সালফারের বিশেষ কিছু কার্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ল্যাকেসিসই এই প্রকার অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ।

নিউমোনিয়ার সহিত টাইফয়েড লক্ষণ না থাকিলে পুঁজোৎপাদন নিবারণে সালফার যদিও উত্তম ঔষধ বটে কিন্তু নিউমোনিয়া হইতে টিউবার কিউলোসিস্ হইয়া পড়িলে সালফার প্রয়োগ করা আর রোগীকে মৃত্যুদ্বারে ঠেলিয়া দেওয়া একই কথা। নিউমোনিয়ার resolution অবস্থায় সালফারের পার্শ্বে স্যাঙ্গুনেরিয়াকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে যখন গয়ের পুঁজ সদৃশ হয়। গয়ের অধিক দুর্গন্ধযুক্ত হইলে স্যাঙ্গুইনেরিয়াকে প্রাধান্য দিবে।

সালফারের effusion অর্থাৎ রসোৎপ্রবেশ দুরীভূত অথবা শোষণ করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বলিয়াই নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়, যে অবস্থায় চিকিৎসক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে "রসোৎপ্রবেশ শোষণ হইবে

কিংবা পূঁজে পরিণত হইবে" এমত সময়ে সালফার প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। (It is at the end of the second stage of pneumonia that it is indicated;—that "period," as Bahaer says, "of anxious expectation to the physician, because he cannot decide whether re-absorption or a purulent dissolution of the exudation will take place......Now is the period for the exhibition of Sulphur and it is astonishing with what magical rapidity the organic re-action is sometimes kindled by this agent.")

থাইসিস—(Phthisis)—সাল্ফার যক্ষাকাশের একেবারে আরম্ভ অবস্থায় ব্যবহার হয়। বাড়াবাড়ি অবস্থায় ইহার প্রয়োগ আমরা কদাচিৎ দেখিতে পাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সালফারে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার অত্যন্ত বৈষম্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং তদ্হেতু যখন বক্ষঃস্থল রক্তাধিক্য হয়, অঙ্গুলির আঘাতে (percussion) উভয় ফুস্ফুসের অগ্রভাগে ঢপ্ ঢপ্ শব্দ শ্রুত হয় এবং বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধভাগে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার হ্রাস (diminished respiratory movement) দেখা দেয়; এইরূপ অবস্থায় সালফার রক্তসঞ্চালনের সমতা সম্পাদন করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দেয়। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় সালফার উচ্চক্রম কখনই ব্যবহার করিবে না। যদিও সালফারের যথেষ্ট লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তথাপি ইহা অত্যন্ত সাবধানের সহিত ব্যবহার করিবে এবং করিলেও নিম্নক্রম ৩০ প্রয়োগ করিবে। থাইসিস রোগীর প্রাতঃকালীন উদরাময় কখনই সালফার দ্বারা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, থাইসিসের প্রারম্ভে সালফার উচ্চক্রম প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। নিম্নক্রম সালফার পুনঃ পুনঃ কখনই প্রয়োগ করিবে না—(In Consumption everything depends upon the potency, the lower potencies are pernicious. I once provoked fatal activity of the secreting vessels in a pulmonary Consumption with a third potency. So that my patient was absolutely drowned. The too frequeut repeatation and too low potencies of Sulphur in pulmonay phthisis are dangerous—Brighton.

With single dose of sulphur 55 M. I have cured numerous cases of incipient phthisis.—Fincke.

চুলকানি (Itches)—সালফার যে চর্ম্মরোগের একটী মহৎ ঔষধ তাহা উল্লেখ করাই একপ্রকার নিস্প্রয়োজন। চুলকানি শুনিলেই সর্ব্বপ্রথমে সালফারের কথা স্মরণ হয় কিন্তু ইহার যে কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিয়াই অধিকাংশ চিকিৎসক কথায় কথায় সালফার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়া থাকেন—সালফারের চর্ম্মরোগ প্রায়ই শুষ্ক, (হেপার সালফারের রসযুক্ত) চর্ম্ম খস্‌খসে, অপরিষ্কার, ঘর্ম্মশূন্য কিংবা যদি ঘর্ম্ম হয় তাহাও অতি সামান্য, দুর্গন্ধ অথবা অম্লগন্ধযুক্ত। চুলকানি গাত্রময় প্রকাশ পায় এবং চর্ম্মের ভাজযুক্ত স্থানে, কুচ্‌কিতে, স্তনের নিম্নে, বগলে, গলায় এইরূপ স্থলের ছাল উঠিয়া যায়, টাটায় এবং জ্বালা করে। এতদ্ব্যতীত সন্ধিস্থলের ভাজে (bends) এবং অঙ্গুলির ফাঁকেও চুলকানি দেখা যায়। ভীষণ চুলকায়, চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চর্ম্ম হাজিয়া যায়, ছোট ছোট ফুস্কুরি প্রকাশ পায় এবং জ্বালা করে। সালফারের চুল্‌কানি শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। অনেক সময় দেখা যায় সালফার রোগী সুতী অথবা রেশমের কাপড় ব্যতীত অন্য কিছু অর্থাৎ গরম কাপড় গাত্রেও রাখিতে পারে না, তাহাতে চুল্‌কানি ভীষণ বৃদ্ধি হয়। ঘরের গরমে, গরমবস্ত্রে এবং শয্যার উত্তাপে চুল্‌কানি অধিক হয়, চুল্‌কাইলে চুল্‌কানির উপশম হয় বটে, কিন্তু স্থান জ্বালা করিতে থাকে। সালফারের চুল্‌কানির সহিত জ্বলন বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার ফ্যারিংটন রোগীকে প্রথমতঃ উষ্ণজলদ্বারা এবং সাবানদ্বারা আক্রান্তস্থান, খস্‌খসে তোয়ালে গামছাদ্বারা ধৌত করিয়া তাহার উপর ল্যাভেণ্ডার তেলের প্রলেপ দিতে ব্যবস্থা দেন; তাহার দ্বারা বরং চুল্‌কানি অবরুদ্ধ না হইয়া সূক্ষ্ম কীট এবং ডিমগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর লক্ষণানুসারে নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে রোগী শীঘ্র আরোগ্য হয়।

চুল্‌কানির সমগুণ ঔষধ সমূহ

মার্কিউরিয়াস সল—পাঁচড়া এবং ইক্‌জিমাতে মিলিত থাকিলে মার্কিউরিয়াস্ সল অধিক নির্ব্বাচিত হয়; এতদ্ভীত কেবল চুলকানিরও ইহা

একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ; রাত্রিতে এবং শয্যার উত্তাপে চুলকানি বৃদ্ধি হইলে মার্কিউরিয়াস সলকেই প্রাধান্য দিবে।

সিপিয়া—বড় বড় এবং অধিক পূঁজযুক্ত পাঁচড়ায় ইহা অধিক উপযুক্ত। সন্ধিস্থলের ভাঁজে ভাঁজে চুলকানি প্রকাশ পাইলে সিপিয়াকে স্মরণ করিবে।

কষ্টিকম্—চুলকানি মার্কারি কিংবা সালফার দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। হাঁচি, কাশি ইত্যাদিতে অসাড়ে মূত্র নির্গত হইয়া পড়ে।

আর্সেনিক—যতক্ষণ গাত্র আচ্ছাদিত থাকে অর্থাৎ গায়ে কাপড় থাকে ততক্ষণ অধিক চুলকায় না। গাত্রাচ্ছাদন খুলিলেই ভীষণ চুলকাইতে থাকে। চুলকানি উত্তাপে উপশম, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়। চুলকানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি সদৃশ এবং চুলকানির পর অত্যন্ত জ্বালা করে।

রিউমেক্স—শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে গাত্রাচ্ছাদন খুলিলেই চুলকানি আরম্ভ হয় (intense itching when undressing to go to bed)।

নেট্রাম মিউর—ইহাতেও উপরোক্ত প্রকার চুলকানি রহিয়াছে কিন্তু নেট্রাম মিউরে এতদসহ জ্বর অথবা ম্যালেরিয়ার সংস্রব থাকিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

সোরিনাম—গাত্র উষ্ণ হইলেই চুলকানি আরম্ভ হয়। শয্যার উত্তাপে ভীষণ চুলকানি বৃদ্ধি হয় (মার্ক সল)। চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বহির্গত হইয়া পড়ে। অঙ্গুলির মাঝখানে এবং সন্ধিস্থলের ভাঁজেও চুলকানি প্রকাশ পায় (সিপিয়া) Itching when body becomes warm, Itching intolerable in warmth of the bed. Itching, scratches until it bleeds. Itching between fingers and in bends of joints.)

আমাশয়—মল সবুজ কিংবা সাদা, কিংবা পীতবর্ণ, শ্লেষ্মাযুক্ত এবং রক্তমিশ্রিত অথবা কেবল রক্ত এবং সময় সময় পূঁজ সদৃশ। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে শূল বেদনা হয়। মলত্যাগের সময় কোঁথানি থাকে এবং যেমনি কোঁথানি কমিয়া যায়; শিশু ঘুমিয়া পড়ে। (Child falls asleep as soon as the

the tensmus ceases)। রোগী সকল সময় খাই খাই করে, বিশেষতঃ বেলা ১০।১১টার সময় এবং মলদ্বার হাজিয়া লাল বর্ণ হয়। একোনাইটে আমাশয়ের তরুণ লক্ষণ সমুদায় এবং কোঁথানি বন্ধ হইবার পরও যখন মলের সহিত রক্ত বহির্গত হইতে থাকে অথবা রক্ত ও কোঁথানি উভয়ই হ্রাস হইবার পরও যখন মলের সহিত শ্লেষ্মা বহির্গত হইতে থাকে ; এই উভয় অবস্থাতেই সালফার বিশেষ উপযোগী। সালফারের প্রয়োজন সাধারণতঃ রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলেই অধিক হয়।

উদরাময়—মল সবুজ অথবা কটাবর্ণ জলবৎ। কাপড়ে সবুজ দাগ লাগিয়া যায়। (Leaving a pale green stain on the diaper) কিংবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত, কখন অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত। যন্ত্রণাশূন্য এবং পরিবর্ত্তন-শীল আবার কখন কখন সাদা অথবা সবুজ পীতবর্ণ দুর্গন্ধ কিংবা টক্‌গন্ধ কিংবা পচা গন্ধযুক্ত। প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। শয্যা হইতে রোগীকে যেন টানিয়া লইয়া যায় ; এত অধিক মলের বেগ হয় যে কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা হয়। উদরাময়ে সালফার প্রয়োগ করিতে হইলে নিম্ন লক্ষণ সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—

(১) শিশু খিটখিটে, একগুঁয়ে, রাগী। (২) ব্রহ্মরন্ধ্র অসম্বদ্ধ। (৩) মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে রক্ত শূন্য। (৪) ওষ্ঠদ্বয় লোহিতাভ। (৫) ক্ষুধা অথচ নিয়ত জলতৃষ্ণা। (৬) মাংস ভক্ষণে অরুচি। (৭) পাকস্থলী খালি খালি বোধ বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ১০।১১ টায়। (৮) সর্ব্বদা খাই খাই করে ; শিশু নিকটে যাহা পায় তাহাই মুখে পুরিয়া দেয়। (৯) মলদ্বার হাজিয়া লালবর্ণ হয়। (১০) জননেন্দ্রিয়ের চর্ম্ম হাজিয়া যায়। (Moist excoriation about the genitals)। (১১) হস্ত পদ শীতল অথচ হস্তের চেটো এবং পায়ের তলা উষ্ণ।

(১২) দিবসে এবং অপরাহ্ণে তন্দ্রাভাব।

(১৩) চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত করিয়া নিদ্রা।

(১৪) পুনঃ পুনঃ গাত্র ধৌত করা সত্ত্বেও গাত্রের দুর্গন্ধতা।

(১৫) স্নানে অনিচ্ছুক।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ে সালফার একটী অতি মহৎ ঔষধ। আমরা সর্ব্বত্র এই বিষয়ে সালফারকেই উচ্চস্থান দিয়া থাকি। সালফারের বৃদ্ধি অতি প্রত্যুষে।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ঔষধ সমূহ—

সালফার—প্রাতঃকালীন উদরাময়ের সালফার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে আমরা সর্ব্বত্র সালফারকেই অতি উচ্চস্থান দিয়া থাকি। অতি প্রত্যুষে এমন কি অন্ধকার থাকিতেই মলত্যাগের বেগ আরম্ভ হয়। রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায়। (driving out of the bed) নতুবা কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা হয়। মল সবুজ অথবা কটাবর্ণ জলবৎ, কাপড়ে সবুজ দাগ লাগে। কিংবা সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত অভুক্ত খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত, যন্ত্রণা শূন্য এবং পরিবর্ত্তনশীল, আবার কখন কখন সাদা দুর্গন্ধ কিংবা অম্ল গন্ধযুক্ত। মলদ্বার হাজিয়া যায়, লাল হয় এবং জ্বালা করে।

ব্রাইওনিয়া—ইহারও উদরাময় অতি প্রত্যুষে আরম্ভ হয়। নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যায় এপাশ, ওপাশ অর্থাৎ নড়াচড়া করিতে আরম্ভেই মলত্যাগের বেগ হয়; অথচ যতক্ষণ রোগী স্থির ভাবে শুইয়া থাকে ততক্ষণ মলত্যাগের বেগ হয় না (From motion, even of a hand or foot, from lying on either side); মল সবুজ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

নেট্রাম সালফ—ইহার মলের বেগ যদিও প্রাতেই হয় কিন্তু ব্রাইওনিয়া এবং সালফারের ন্যায় তত প্রাতে নয় বরং কিছু বিলম্বে, রোগী নিদ্রা হইতে উঠিয়া এদিক ওদিক ২।৪ বার পায়চারি করিবার পর মলত্যাগের বেগ আসিয়া পড়ে (after rising and moving about) কিন্তু নেট্রাম সালফের মলত্যাগ কালীন অত্যন্ত বায়ু নিঃসরণসহ ফট্ ফট্ শব্দ হয় এবং মল তরল পীতবর্ণ ও বেগের সহিত নির্গত হয় (yellow fluid and gushing)।

রিউমেক্স—ইহা অনেকটা সালফারের ন্যায়, রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় এত অধিক মলত্যাগের বেগ হয় অর্থাৎ শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই মলত্যাগের বেগ আরম্ভ হয় (before rising)। মল কটা বর্ণ জলবৎ তরল। সালফারে বিশেষ উপকার না হইলে রিউমেক্স ব্যবহার হয়, ইহাতে বেশ ফল পাওয়া যায়। উদরাময়ের সহিত খুস্‌খুসে কাশি বর্ত্তমান থাকিলেই এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

পডফাইলাম—ইহা সালফারের সমগুণ ঔষধ হইলেও সালফার হইতে অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। সালফারের বাহ্যের বেগে যে প্রকার রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় পডফাইলামে তত অধিক বাহ্যের বেগ হয় না অথচ উভয়ই প্রাতঃকালীন উদরাময়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উভয়েরই মলত্যাগের বেগ শেষ রাত্রি অর্থাৎ অতি প্রত্যূষে হয়। সালফারের প্রাতেই কেবল ২।১ বার তরল মল ভেদ হইয়া আর সমস্ত দিন বিশেষ কিছু হয় না। পডফাইলামের উদরাময় সমস্ত দিন অল্প বিস্তর লাগিয়া থাকে অথবা পূর্ব্বাহ্ণের পর আর হয় না। পডফাইলামের বিশেষত্ব—উদরাময় প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১১।১২টা পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধিক হয়। পডফাইলমের মল পীতবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর এবং বেগের সহিত নির্গত হয়, এক একবার শরীরকে যেন ধুইয়া ফেলে, পরক্ষণে আবার উদর মলে পূর্ণ হইয়া আইসে। সালফারের মল সবুজ, অম্ল অথবা দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু তত প্রচুর নয় এবং বেগের সহিত নির্গত হয় না। পডফাইলামে যন্ত্রণা এবং জ্বালা কিছুই থাকে না। সালফারে হস্ত পদের জ্বালা থাকে এবং মলদ্বার হাজিয়া যায় ও লালবর্ণ হয়।

ফস্ফরাস—ইহারও উদরাময়ের বৃদ্ধি প্রাতঃকালে অধিক হয় কিন্তু ইহা প্রাতঃকালীন উদরাময়ের বিশেষ প্রচলিত ঔষধ নয়। মল সবুজ অথবা সাদা জলবৎ। লম্বা শীর্ণ, উষ্ণ প্রধান লোকের প্রতি যাহারা সর্ব্বদা শীতল স্থান শীতল পানীয় অধিক আকাঙ্ক্ষা করে তাহাদিগেতে অধিক কার্য্য করে।

ডাইস্কোরিয়া—যদিও প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহাকে অনেক সময় স্থান দেওয়া হয় কিন্তু ইহার প্রাতঃকালীন উদরাময়ে অধিক ব্যবহার দেখা যায় না। ইহাতে উদরে ভীষণ শূল যন্ত্রণা হয়। শরীর পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইলে রোগী উপশম বোধ করে। (কলোসিন্থের বিপরীত)।

পেট্রোলিয়াম—ইহার উদরাময়ও অনেকটা সালফারের ন্যায়। মল দুর্গন্ধ এবং জলবৎ ও অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত। অতি প্রত্যূষে আরম্ভ হয়। এবং রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আইসে। সালফারের সহিত পার্থক্য এই যে পেট্রোলিয়ামের উদরাময় প্রাতঃকাল ব্যতীত দিবসেও অনেক সময় হয়। প্রতি শীতকালে প্রাতঃকালে যাহাদিগের উদরাময় হয় তাহাদিগের প্রতি পেট্রোলিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

এলোজ—প্রাতঃকালীন উদরাময়ের ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, ইহাতেও রোগীকে শয্যা হইতে টানিয়া লইয়া যায় কিন্তু এলোজের বিশেষ লক্ষণই হইতেছে মলদ্বার পেশীর দুর্ব্বলতা (loss of power of sphinster ani) মূত্র ত্যাগ করিতে অথবা বায়ু নিঃসর ণেই মল নির্গত হইয়া পড়ে এবং মল অধিক শ্লেষ্মাযুক্ত।

সোরিনাম—অতি প্রত্যূষে হইতে উদরাময় আরম্ভ হয়। ইহার বিশেষত্বই হইতেছে মল ঘোর পীতবর্ণ ঈষৎ ঘন এবং ভীষণ পুতি গন্ধযুক্ত।

অর্শ—যন্ত্রণাশূন্য রক্তস্রাবী অর্শ রোগে সালফার এবং নক্সভমিকা পর্য্যায়ক্রমে (alternately) ব্যবহারে অতিশয় উপকার দর্শায়। প্রাতে নক্সভমিকা, সন্ধ্যায় সালফার। উভয় ঔষধ ৩০ ক্রম প্রত্যহ একবার করিয়া ব্যবহার করিলে রক্তস্রাব অতি সত্বর বন্ধ হইয়া যায়। এতদসহ অনেক সময় মলদ্বারে চুলকানি এবং জ্বালা বর্ত্তমান থাকে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—সালফার পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি চির পরিচিত ঔষধ এবং এতদসহ বিশেষতঃ অর্শ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা আরো অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (I can recomm end you nearly always to begin the treatment of chronic constipation with sulphur especially wh en piles are present. Often delighted by the wonderful improvement effected in these cases by a weeks course of sulphur, I have continued its administration and as often have seen the benefit gained steadily disappearing until I changed the medicine.—Hughes) অনেককে দেখিয়াছি পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্যে প্রাতে সালফার এবং সন্ধ্যায় নক্স ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন।

অজীর্ণ রোগ—পুরাতন অজীর্ণ রোগের সালফার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী সর্ব্বদা নিম্নোদরে চাপ এবং ভার বোধ করে, যকৃত রক্তাধিক্য বিবৃদ্ধ এবং স্পর্শাধিক্য হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের নিষ্ফল চেষ্টা থাকে। পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হয় (এইরূপ

অবস্থায় উদারময় প্রাতে যে হইবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই।) ময়দা, আটা ইত্যাদি (farinacious) খাদ্য সামগ্রী পরিপাকে অক্ষম; দুগ্ধ অসহ্য, পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায় (ইহা মাতালদিগের একটী সাধারণ লক্ষণ) বমনের স্বাদ টক এবং অভুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত। জল বেশী খায়। খাদ্যদ্রব্য অল্প খায়। অস্বাভাবিক রকম ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়; বিশেষতঃ বেলা ১০।১১টায় পেট যেন খালি বোধ, কিছুই নাই। আহারে যদিও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় বটে পেট ফুলিয়া পঠে, আহারান্তে রোগীর শরীর নিস্তেজ এবং স্ফূর্ত্তিহীন বোধ করে। এতদ লক্ষণ সমুদায় নক্সভমিকায়ও অল্প বিস্তর রহিয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং নাক্সভমিকাও বাস্তবিক ইহার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। প্রথমাবস্থায় নাক্সভমিকা অনেক সময়ে দেওয়া হইয়াও থাকে। নাক্সভমিকায় কতক উপকার করে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য করে না। সেই হেতুই নাক্সের পর সালফার ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ইহার দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। যদ্যপি রোগ অত্যন্ত পুরাতন হয় এবং এতদ সমুদায় লক্ষণ উত্তমরূপে প্রকাশ না পায় তাহা হইলে প্রথম হইতেই সালফার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোন প্রকার পীড়কা অবরুদ্ধ (Suppressed eruption) হেতু যদি অজীর্ণ রোগ প্রকাশ পায় তাহাতে সালফারকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রয়োগ করিবে।

যকৃত—মাতালদিগের বিবৃদ্ধ যকৃতে (enlarged liver) যখন অত্যন্ত প্রদাহ উপস্থিত হয়—বিশেষতঃ প্রদাহের পর যদি স্ফোটক হয় তাহা হইলে ল্যাকেসিস্ তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

স্বপ্নদোষ—হস্তমৈথুন এবং অত্যধিক স্ত্রীসহবাস হেতু পুং জননেন্দ্রিয়ের রোগে নক্সভমিকা, সালফার এবং ক্যালকেরিয়া এই তিনটী ঔষধ বিশেষ উপযোগী। প্রথমতঃ নক্সভমিকা ব্যবহারে কিছু উপকার হইয়া যদি আর অধিক উপকার না হয় তাহা হইলে সালফারের বিষয় চিন্তা করিবে এবং সালফারেও যদি আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় তখন ক্যালকেরিয়া কার্ব্বকে প্রধান্য দিবে এবং তাহাতেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। স্বপ্নদোষে নিম্ন লক্ষণে সালফার সাধারণতঃ প্রয়োগ হয়,—(১) রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং তদসহ পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগ। (২) মস্তকের চাঁদির উষ্ণতা এবং মধ্যে

মধ্যে সর্ব্বাঙ্গময় উত্তাপের ঝল্কা (flushed of heat) বোধ। (৩) পদদ্বয় শীতল অথচ পদদ্বয়ের তলা এবং হস্তের চেটো উত্তপ্ত। (৪) রাত্রিতে স্বপ্নে বীর্য্যস্খলন এবং তদসহ লিঙ্গের শিথিলতা। (৫) লিঙ্গের উত্থানশক্তির হ্রাস। (৬) স্ত্রী অঙ্গ স্পর্শ মাত্রেই বীর্য্যপাত এবং তদহেতু কটিদেশে যন্ত্রনা শারীরিক দুর্ব্বলতা।

বিসর্প (Erysipelas)—মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্বের বিসর্পে সালফারের প্রয়োগ দেখা যায়। মুখমণ্ডলের কর্ণের নিকট হইতে আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে বিস্তারিত হইতে থাকে। দক্ষিণ কর্ণ অত্যন্ত স্ফীত এবং ঈষৎ কৃষ্ণ ঘোর লালবর্ণ হয়। সালফার রোগীর গাত্র প্রক্ষালনেও যেন ময়লা কাটে না, তথাপি দুর্গন্ধ থাকে এবং গাত্র চর্ম্ম কোঁচকান খস্‌খসে। যে সমুদায় বিসর্প রোগ হুহু করিয়া দ্রুত বৃদ্ধি হয় তাহাতে সালফার নির্ব্বাচিত হয় না। সেইরূপ স্থলে আর্সেনিক, এপিস, রাসটক্স ইত্যাদি ঔষধের বিষয় চিন্তা করিবে। সালফারে প্রথমতঃ মুখমণ্ডলে লাল ছাপ ছাপ দাগ একটির পর একটী করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে, এইরূপে প্রায় সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বিসর্প আকার ধারণ করে।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহ রোগে সালফার অধিক নির্ব্বাচিত হয়। স্রাব পুঁজবৎ ঘন কিংবা তরল যে প্রকারই হউক যদি প্রস্রাব ত্যাগকালীন জ্বালা থাকে এবং প্রস্রাব দ্বার অত্যন্ত লালবর্ণ হয় তাহা হইলে সালফারকে প্রধান্য দিবে। মুদাতে অনেক সময় সালফার ব্যবহার হয় যখন লিঙ্গাগ্রের ত্বক প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া শক্ত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরও সালফারের যথেষ্ট কার্য্য দেখা যায়। এতদস্থলে সালফারে যাহা কিছু লক্ষণ পাওয়া যায় তদসমুদায়ই উক্তস্থানের রক্তাধিক্য বশতঃ উৎপন্ন হয়। জরায়ু প্রদেশ সময় সময় ভার ভার বোধ করে এবং তদস্থান হইতে যেন কিছু বহির্গত হইয়া পড়িবে এই প্রকার মনে হয়। রোগী অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। দাঁড়াইয়া থাকা অবস্থা কষ্টজনক মনে করে; এতদসহ জোনি প্রদেশের জ্বলন এবং চুলকানি বর্ত্তমান থাকে ও mons venarisএর উপর দাগ্‌রা দাগ্‌রা দাগ প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে এলোজের সহিত সালফারের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা

যায়। উভয় ঔষধেই জরায়ু প্রদেশ ভার ভার বোধ করে, উভয় ঔষধেই জরায়ু প্রদেশে নিম্নাভিমুখীন আকর্ষণ বোধ (bearing down sensation) লক্ষন বর্ত্তমানে থাকে, কিন্তু এলোজের প্রধান কার্য্যস্থল হইতেছে মলদ্বারে। সর্ব্বদা যেন মলত্যাগের ইচ্ছা এবং মলত্যাগ কালীন প্রচুর বায়ু নিস্সরণ হয় এতদ্ব্যতীত, এলোজের রোগ (অর্শ) শীতল জলে উপশম হয় আর সালফার রোগী শীতল জল আদপেই পছন্দ করে না।

জ্বর

সালফারকে টাইফয়েড কিংবা কোন প্রকার দূষিত অথবা ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ বলিতে পারা যায় না। কারণ এই প্রকার কোনই লক্ষণ অদ্যাবধি সালফারে পাওয়া যায় নাই যে, সালফার রক্তের উপাদানের উপর কোন কার্য্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। (there is no indication that sulphur makes changes in the structure of the blood such as belong to typhoid and septic conditions—Farrington.)

কাজে কাজেই সালফারকে উক্তরূপ রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। সালফারকে রেমিটেণ্ট অথবা continued fever এর অথবা synochal fever এ একোনাইট ব্যবহার করা সত্ত্বেও যখন গাত্রের উত্তাপের হ্রাস হয় না এবং কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া অথবা ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় না তখন চিন্তা করা যাইতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে জ্বর প্রত্যহ সন্ধ্যায় যদিও কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইতেছে কিন্তু জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম এক সময়ের জন্যও হইতেছে না—এই প্রকার হইতে যখন টাইফয়েডের অবস্থা প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা হয় রোগী জ্বরের প্রবলতায় তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া থাকে, জিহ্বা শুষ্ক এবং পার্শ্ব এবং অগ্রভাগ লালবর্ণ হয়, কথার উত্তর ধীরে ধীরে দেয় এবং জ্বরে সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যায় তখন সালফার উত্তম কার্য্য করে অর্থাৎ একোনাইটের সমুদায় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে অথচ রোগী উপশম হইতেছে না এরূপ স্থলে সালফার ব্যবহার করিবে।

সালফারে আশানুরূপ কার্য্য না হইলে এবং রোগ যদি ক্রমশঃই বৃদ্ধি

হইতে থাকে তাহা হইলে ব্যাপ্‌টিসিয়া এবং আর্সেনিকের অবস্থা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। যে রোগী কথার উত্তর দিতে বিলম্ব করিতেছিল, সেই রোগী এখন ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ডাকিলে কথার উত্তর দিতে দিতেই তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছে। জিহ্বার অবস্থাও পরিবর্ত্তন হইয়া কটা অবস্থা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দন্তশর্করা প্রকাশ পাইয়াছে। মল, মূত্র, ঘর্ম্ম যাবতীয় স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে, রোগী অঘোর অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এইরূপ অবস্থায় ব্যাপ্‌টিসিয়াই হইতেছে প্রকৃত ঔষধ।

আর্সেনিক—যদি ও কতক লক্ষণে অস্থিরতা, ভরাটে বেগবতী নাড়ি (full bounding pulse) উত্তপ্ত গাত্রত্বক, মৃত্যুভয়, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদিতে একোনাইটের সহিত সাদৃশ্যতা রহিয়াছে কিন্তু আর্সেনিকের ন্যায় ধ্বংসোন্মুখীন প্রবলতা একোনাইটে কিছুমাত্র থাকে না। সামান্য প্রদাহিক জ্বরই হউক আর টাইফয়েড হউক আর্সেনিকের স্বভাবই হইতেছে ধ্বংসপ্রমুখীন। রোগের বৃদ্ধি দ্বিপ্রহর অথবা রাত্রি ১২টা হইতে ২টা, জলের অদম্য পিপাসা (পরিমাণে অল্প, অথচ বারে বেশী খায়) এবং অগ্নিবৎ গাত্রদাহ এই কয়েকটী লক্ষণেই ইহা অন্য ঔষধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে।

সময়—কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই।

শীত অবস্থা—জল পিপাসা থাকে না। ভিতরে ভিতরে শীত শীত বোধ হয় অথচ রোগী উত্তাপ এবং পিপাসা বোধ করে না। শীতভাব সর্ব্বদা মেরুদণ্ডের নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে চলাচল করিতে থাকে। (chilliness constantly creeps from the sacrum up the back) লিঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল।

দাহ অবস্থা—জলের পিপাসা থাকে। ঘন ঘন মুখ মণ্ডলে উত্তাপের ঝলকা প্রকাশ পায় অথচ রোগী শীত অনুভব করে। হাতের চেটো এবং পায়ের তলা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হয় অথবা পদদ্বয় শীতল কিন্তু পায়ের তলা উষ্ণ। শীতল স্থানে কিংবা শীতল জলে পদদ্বয় রাখিতে ইচ্ছা করে, শয্যার ভিতরে পা রাখিতে ইচ্ছা করে না। হাতের চেটো ভীষণ উত্তপ্ত হয়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—রাত্রিতে সর্ব্বশরীর ময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং সুনিদ্রা হয় না। প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গের পরও প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেও ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় রাত্রিতে প্রচুর অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট হয়।

জিহ্বা—জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত লেপাবৃত দিনের বেলা পরিষ্কার হইয়া যায়, সন্ধ্যায় লাল এবং পরিষ্কার হয়। প্রাতে জিহ্বার স্বাদ তিক্ত হয় অথচ দুগ্ধ সহ্য হয় না। খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ স্বাভাবিক বোধ করে। দুগ্ধপানে মুখের স্বাদ অম্ল হয় এবং অম্ল উদ্গার উঠে। মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য, বিয়ার, ব্র্যাণ্ডি আকাঙ্খা করে।

কোন নূতন জ্বরের লক্ষণ ভালরূপ প্রকাশ না পাইলে কিংবা ঔষধ নির্ব্বাচনের সন্দেহ হইলে যেমন ইপিকাক্ দেওয়া হয় সেইরূপ পুরাতন জ্বরে সালফার দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই হয়ত জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায় কিংবা অন্য ঔষধের লক্ষণ পরিস্কাররূপে প্রকাশ করে।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—সালফার সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু বাত এবং হাঁপানিতে কেহ কেহ নিম্নক্রম চূর্ণ (trituration) প্রয়োগ করেন এবং তাহারা অধিক ফলপ্রদ মনে করেন (In Rheumatism and asthma, the lowest triturations seem most in favour—Hughes)

অনুপূরক (Complementary)—এলোজ, সোরিনাম। সালফার, কেলকেরিয়া. লাইকোপোডিয়াম অথবা সালফার, সার্সাপ্যারিলা এবং সিপিয়া এই ঔষধ সমূহ পর পর ব্যবহার হয়। কিন্তু কেলকেরিয়া সালফারের পূর্ব্বে কখনই প্রয়োগ করা উচিৎ নয় (Calcarea must not be used before Sulphur)

একোনাইট লক্ষণযুক্ত পুরাতন রোগে যখন একোনাইটে কার্য্য সম্পূর্ণ হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় সালফার উত্তম কার্য্য করে (Sulphur is the chronic of Aconite) এবং নিউমোনিয়া ও অন্যান্য তরুণরোগে একোনাইটের পর সালফার প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়।

মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্‌, সন্ধিস্থল ইত্যাদি স্থানসমুহের রসোৎপাদন শোষনে ব্রাইয়োনিয়া, কেলিমিউর অথবা নির্ব্বাচিত ঔষধে উপকার না হইলে সালফার উত্তম কার্য্য করে।

প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে সালফারের সমকক্ষ ঔষধ সমূহ—ফুসফুস্‌ রোগে লরসিরাস। স্নায়বিক রোগে—ভেলেরিয়ানা; এম্ব্রাগ্রাইসিয়া। উদরের পীড়ায় এবং কোলাপ্সে—কার্ব্বভেজ।

রোগের বৃদ্ধি—দণ্ডায়মান অবস্থায়, শয্যার উত্তাপে, অবগাহনে প্রক্ষালনে, ঋতুর পরিবর্ত্তনে।

রোগের উপশম—শুষ্ক উষ্ণ ঋতুতে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (ষ্টেনামের বিপরীত)

রোগীর বিবরণ

(১) একটী শিশুর উদরাময় হয়। পিতা প্রত্যহ ডাক্তার খানায় আসিয়া অবস্থা বলিয়া বলিয়া ঔষধ লইয়া লইয়া যান। কিন্তু কিছুই ফল না হওয়ায় একদিন মলদ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে স্থানটী অত্যন্ত লালবর্ণ হইয়াছে এবং হাঁজিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া আরো জানিতে পারিলাম যে মলত্যাগকালীন শিশু চীৎকাৎ করিয়া কাঁদিয়া উঠে এতদ লক্ষণে সালফার ৩০ ক্রম ২টী মাত্র বটিকা দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

(২) কোন বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা কোন চর্ম্মরোগকে অবরুদ্ধ (suppress) করিলে তাহার দ্বারা কি প্রকার ভীষণ ফলাফল উৎপন্ন হয় এবং সেই অবরুদ্ধ পীড়াকে বহির্গত করিবার সালফারের কি প্রকার ক্ষমতা তদ্বিষয়ে ডাক্তার ন্যাসের লিখিত একটি রোগীর বিবরণ নিম্নে তুলিয়া দিলাম—প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোককে চিকিৎসা করি। রোগ সমুদায় যেন পাকস্থলীতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, সে একটু দুধ এবং রুটী ব্যতীত আর অধিক কিছু আহার করিতে পারিত না, ইহা খাইয়া কোনমতে জীবন ধারণ করিতেছিল, অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিল। অনেক প্রকার চিকিৎসা করিয়াছিল কিন্তু কোনরূপ উপকার না হওয়ায় স্ত্রীলোকটি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তাহার গ্রীবাদেশে একটি ইকজিমা হইয়াছিল এবং তাহা বাহ্যিক মলমদ্বারা আরোগ্য করা হয়। আমি এতদলক্ষণে তাহাকে সালফার ২০০ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করি এবং ঔষধ সেবনের ৩ সপ্তাহের মধ্যে গাত্রে পীড়কা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে, অবরুদ্ধ পীড়কা (eruption) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাকাশয়ের গোলযোগ উপশম হইতে আরম্ভ হয় এবং সেই একমাত্রা সালফারে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

গ্র্যাফাইটিস্ (Graphitis)

ইহা বাঙ্গালায় কৃষ্ণবর্ণ সীস্ (Black lead of pencil) নামে পরিচিত। কাঠ পেনসিল এই প্রকার সীস দ্বারা প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহাকে black lead of pencil ও বলা যাইতে পারে। ইহা অঙ্গার জাতীয় খনিজ পদার্থ। আর্সেনিক এবং ফেরামের সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সম্বন্ধ রহিয়াছে, কতক বিষয়ে ইহা আর্সেনিকের অনুপূরক আবার কতক বিষয়ে বিষঘ্ন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মেদপ্রবণ (tendency to obesity) এবং কোষ্ঠকাঠিন্য স্ত্রীলোক বিশেষতঃ যাহাদিগের ঋতুস্রাব বিলম্বে হয়।

২। সর্ব্ববিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অথচ ভীতু এবং বিষাদ-গ্রস্থ, সর্ব্বদা মৃত্যু চিন্তা কার। গীতবাদ্যে ক্রন্দন উপস্থিত হয়। (গীতবাদ্য অসহ্য—নেট্রামকার্ব্ব, সেবেডিলা)।

৩। ঋতুস্রাব অত্যন্ত অনিয়ম, স্বল্প, ফ্যাকাসে এবং বিলম্বে হয় ও ভীষণ শূল যন্ত্রণাযুক্ত

৪। অসুস্থ গাত্রত্বক। সামান্য ক্ষতেই পুঁজের সঞ্চার হয়, (every injury suppurates—Hep)। পুরাতন শুষ্ক কঠিন ক্ষত স্থানে পুনরায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। কর্ণের পশ্চাতে হস্ত এবং পদের অঙ্গুলির মাঝখানে ও শরীরের নানাস্থানে ইকজিমা প্রকাশ পায়, ইকজিমা স্রাব মধুর ন্যায়, তরল, স্বচ্ছ এবং চটচটে (Honey like, transparent, sticky fluid)।

৫। হস্ত এবং পদের নখ বক্র এবং বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ (এন্টিক্রুডাম) ইহা ব্যতীত যন্ত্রণাও হয়, মনে হয় যেন ঘা হইয়াছে।

৬। শ্বেতপ্রদর স্রাব প্রচুর এবং তরল। দিবসে এবং রাত্রিতে বেগের সহিত বহির্গত হয় (occurs in gushes day and night)। স্রাব ক্ষয় কারক, স্থান হাঁজিয়া যায়।

৭। হস্ত এবং পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ, স্তনের বোঁটা, জোনি-কপাটের সংযোগ স্থল, মলদ্বার, অক্ষিপুট ইত্যাদি স্থানের বিদারণ হয় অর্থাৎ চিরিয়া যায়।

৮। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য। মল কঠিন, বৃহদাকার, এবং গুটলে গুটলে ও শ্লেষ্মায় পরস্পর জড়িত (united by threads of mucous) কিংবা মলের গাত্র শ্লেষ্মায় মিশ্রিত।

৯। বধিরতা (deafness) গোলমালে কিংবা গাড়ীতে আরোহণ করিলে তাহার শব্দে হ্রাস হয় (নাইট্রিক এসিড)।

১০। অক্ষিপুটের ইকজিমা। রসযুক্ত পীড়কা (eruption) এবং বিদারণ। অক্ষিপুট লাল এবং ধারগুলি পাপড়িযুক্ত (margins covered with scales or crusts)।

সাধারণ লক্ষণ

১। উদরাময়। মল পীতবর্ণ এবং অভুক্ত দ্রব্যে মিশ্রিত ও ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত। প্রায়ই পীড়কা অবরুদ্ধ জনিত হয়।

২। স্ত্রী কিংবা পুরুষ উভয়ের মধ্যে রতি ক্রিয়ার অনিচ্ছা।

৩। দাহকযুক্ত বিসর্প। মুখমণ্ডলে অধিক হয়, জ্বালা এবং হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। বিসর্প দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয় (আইওডিনের অপব্যবহার হইলে উত্তম কার্য্য করে)।

৪। শীতল বায়ু স্পর্শাধিক্য অল্পতেই সর্দ্দি কাশি ইত্যাদি হয়। শীত-কাতর (ক্যালকেরি, হেপার)।

৫। স্তনে ফোঁড়ার দরুণ শক্ত ক্ষতচিহ্ন হেতু দুগ্ধ নিঃসরণে বিঘ্ন।

৬। ঋতুস্রাব কালীন প্রাতঃকালীন বমন (morning sickness)।

রোগী এবং দেহ গঠন—গ্র্যাফাইটিস্ রোগী মেদাধিক্য ধাতুপ্রবণ, (coustitution tendency to obesity) বিশেষতঃ যে সমুদয় স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে অধিক ভোগে এবং যাহাদিগের রজঃ প্রকাশে বিলম্ব, জলবৎ ফ্যাকাসে এবং স্বল্প হয়, এইরূপ স্থলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। গ্র্যাফাইটিসে যে মেদাধিক্যতা আমরা দেখিতে পাই তাহা সুস্থ নিরেট মাংস নয় (not healthy solid flesh) বরং ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় খাদ্য দ্রব্য সামঞ্জস্য ভাবে সমীকরণ দোষ হেতু উদ্ভুত, থল্‌থলে মাংস পেশী। এই দুইটি ঔষধের রোগী স্থূলকায় অথচ অসুস্থ। গ্র্যাফাইটিস্ রোগীতে প্রাণী শরীরের স্বাভাবিক তাপের (animal heat) অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়, এই প্রকার রোগীর শরীর সর্ব্বদাই শীতল, শ্রমযুক্ত কার্য্যেতেও উত্তাপের সঞ্চার হয় না। পালসেটিলা যেমন স্ত্রীলোকের যৌবন-ধর্ম্মের সময়ের একটি উপযুক্ত ঔষধ গ্র্যাফাইটিস্ তেমনি রজোনিবৃত্তি কালের একটি প্রধান ঔষধ। ক্যালকেরিয়া এবং গ্র্যাফাইটিস রোগী দেখিতে অনেকটা এক প্রকারের এবং উভয় ঔষধেরই রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু গ্র্যাফাইটিস্ রোগী অত্যন্ত চর্ম্মরোগ প্রবণ। কোন রোগে গ্র্যাফাইটিস্ নির্ব্বাচন কালীন তিনটি লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—তাহা হইতেছে। (১) রোগী মেদ প্রবণ (২) চর্ম্মরোগ প্রবণ (৩) এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য এই তিনটিই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। গ্র্যাফাইটিস্ অত্যন্ত গভীর কার্য্যকরী ঔষধ। ইহার রোগের উপসর্গ সমূহ প্রাতে সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে বিশেষতঃ মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে অধিক বৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য সহ মেদ প্রবণ অথবা যাহারা এক সময়ে অত্যন্ত স্থূলকায় ছিল এক্ষণে কৃশ হইয়া যাইতেছে—তাহাদিগের রোগে গ্র্যাফাইটিসের বিষয় চিন্তা করিবে। কার্ব্বন জাতীয় ঔষধ সমূহের মুক্ত খোলা বাতাসের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হয়—(craving for air is strong in the carbons) অথচ ঠাণ্ডাও অতি সহজেই লাগিয়া যায়—আরও দেখিতে পাওয়া যায়, গ্র্যাফাইটিস্ শরীরের বাম পার্শ্বে অধিক কার্য্য করে।

মানসিক লক্ষণ—গ্র্যাফাইটিস্ রোগীর মানসিক লক্ষণ একটি বিশেষ পরিচায়ক এবং স্ত্রীলোকের প্রতি ইহা অধিক প্রকাশ পায়। রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং নিরুৎসাহ প্রকৃতির ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ভীত স্বভাবের,

কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই অথচ বিপদের বৃথা কল্পনা করিয়া অস্থির এবং চিন্তিত হয় এবং চিন্তায় এত অধিক অধীর হইয়া পড়ে যে এক স্থানে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। আর্সেনিক রোগীর ন্যায় অস্থিরতায় একবার এখানে একবার ওখানে করিতে থাকে (গ্র্যাফাইটিসের এবম্বিধ মানসিক লক্ষণের আর্সেনিক একটি বিষঘ্ন ঔষধও বটে)। গ্র্যাফাইটিসের এই প্রকার মানসিক লক্ষণ অনেক সময় চর্ম্মরোগ, হরিৎ পীড়া (chlorosis) এবং চক্ষুর প্রদাহ ইত্যাদি রোগে প্রকাশ পায়। এতদ্ লক্ষণ ব্যতীত গ্র্যাফাইটিস রোগী অত্যন্ত সাবধান এবং ভীতু স্বভাবের, কোন কার্য্য করিতে হইলেই অত্যন্ত ইতঃস্তত করে। সকল সময় মৃত্যু চিন্তা করে এবং মন অবসাদপূর্ণ—গীত-বাদ্য শ্রবণে ক্রন্দন উপস্থিত হয়, (গীতবাদ্য অসহ্য—নেট্রাম কার্ব্ব)।

হরিৎ পীড়া (Chlorosis)—গ্র্যাফাইটিস্ হরিৎ পীড়ার একটী ঔষধ কিন্তু এতদ্স্থলে রোগীর শারীরিক গঠন এবং মানসিক লক্ষণের প্রতি অধিক নির্ভর করে। ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় রক্ত অতি সহজেই মস্তকে ধাবিত হয় এবং মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে রোগী হৃদপিণ্ডে হঠাৎ ধাক্কা অনুভব করে, রোগী মনে করে কোন প্রকার হৃদপিণ্ডের রোগ হইয়াছে। রাত্রিতে শয়নকালীন সমুদায় শরীরময় স্পন্দন হয়। গ্র্যাফাইটীসে এইরূপ অবস্থা রক্তাধিক্য হেতু যে উৎপন্ন হয়, এই প্রকার মনে হয় না। কারণ গ্র্যাফাইটীস রোগীর এবম্প্রকার রোগে রক্ত প্রায়ই জলবৎ তরল এবং ফ্যাকাসে হয়। রক্তের লোহিত কণিকার অংশ, অত্যন্ত হ্রাস হয় এবং শ্বেত কণিকার অংশ অত্যন্ত প্রবল হয়। কাজে কাজেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থান সমূহ—ওষ্ঠদ্বয় ইত্যাদি ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় ফ্যাকাসে রক্তহীন অবস্থায় পরিণত হয়। মাসিক ঋতুস্রাবও অত্যন্ত বিলম্বে, জলবৎ ফ্যাকাসে এবং স্বল্প হয়।

উক্ত রোগে পালসেটীলাকে গ্র্যাফাইটীসের সমকক্ষ এবং অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহাদিগের সাদৃশ্যতা এবং পার্থক্য নিম্নে দেখান হইল—

পালসেটিলা	গ্র্যাফাইটিস্
১। ঋতুস্রাবে বিলম্বে, স্বল্প, ফ্যাকাসে জলবৎ অথবা কৃষ্ণ বর্ণ হয়।	১। ঋতুস্রাব বিলম্বে, স্বল্প ফ্যাকাসে জলবৎ অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয়।
২। শীতকাতুরে, অবসাদপূর্ণ এবং ক্রন্দনশীলা।	২। শীতকাতুরে, অবসাদপূর্ণ এবং ক্রন্দনশীলা।
৩। চর্ম্মরোগ কিছুই থাকে না।	৩। চর্ম্মরোগ প্রবণ, কোন না কোন প্রকার চর্ম্মরোগ শরীরে প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।
৪। চর্ম্ম পরিষ্কার, মসৃণ এবং কোমল।	৪। চর্ম্ম খস্‌খসে, শুষ্ক এবং ঘর্ম্মহীন। পুঁজযুক্ত কিম্বা পুঁজহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি প্রায়ই লাগিয়া থাকে এবং ঋতুকালীন স্বভাবতঃ ইহা বৃদ্ধি হয়।
৫। উদরাময়প্রবণ।	৫। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রবণ।

গ্রন্থিবিবৃদ্ধি—লসিকাগ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে (enlargement of lymphatic glands) বিশেষতঃ শিশুদিগেতে গ্র্যাফাইটিস্‌কে অনেক চিকিৎসক ক্যালকেরিয়ায় কার্ব্ব, সালফার সাইলিসিয়া ইত্যাদি স্ক্রফুলাস জাতীয় ঔষধের সমকক্ষ বলেন, কাজেকাজেই গ্রীবাদেশ, কক্ষতল, মধ্যান্ত্রপ্রদেশ (mesentric) ইত্যাদি স্থানের গ্রন্থিসমূহ স্ফীত এবং কঠিন হইলে গ্র্যাফাইটিস্‌কে চিন্তা করা উচিত। ইহা এতদস্থানের গ্রন্থিবিবৃদ্ধিতে উত্তম কার্য্য করে কিন্তু গ্র্যাফাইটিসের গ্রন্থির স্ফীতির সহিত চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন কারণ ইকজিমা (eczema) সদৃশ চর্ম্মরোগ এই ঔষধের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ ইহা ব্যতীত চর্ম্মরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের বসার্ব্বুদের (fatty tumor) গ্র্যাফাইটিস একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গ্র্যাফাইটিসের গ্রন্থির স্ফীতিতে কোন প্রকার যন্ত্রণা কিংবা প্রদাহ প্রায়ই থাকে না। এবম্প্রকার গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ (স্ক্রফিউলাস্) শিশুদিগের নিম্নোদর বৃহৎ এবং শক্ত হয় ও জলবৎ দুর্গন্ধ অজীর্ণ উদরাময়ে প্রায়ই কষ্ট পায়।

উদরাময়—উদরাময়ের গ্র্যাফাইটিস যদিও একটি বিশেষ প্রচলিত ঔষধ নয় তথাপি স্থান বিশেষে ইহার প্রয়োগ দেখা যায় এবং উত্তম

কার্য্যও করে। সচরাচর মোটা থলথলে লোকের প্রতি যাহারা সর্ব্বদা শীত অনুভব করে এবং ইকজিমা কিংবা ইকজিমা সদৃশ চর্ম্মরোগে ভোগে তাহাদের উদরাময়ে ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে। মল তরল কটাবর্ণ অজীর্ণ খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত। কাদার ন্যায় চটচটে এবং অত্যন্ত পচা গন্ধযুক্ত।

চক্ষুপ্রদাহ এবং চক্ষুরোগ—স্ক্রফিউলাস জাতীয় চক্ষু প্রদাহে (of scrofulous character) গ্র্যাফাইটিস্‌কে এতদশ্রেণীর ঔষধ ক্যালকেরিয়া সালফার এবং আর্সেনিক ইত্যাদি অপেক্ষাও উচ্চস্থান প্রদান করা হয়। স্বচ্ছাবরকের (cornea) সমুদায় স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষতগুলি গভীর হয় না বরং স্বচ্ছাবরকের উপরে উপরে ভাসা ভাসা থাকে (superficial ulcer) এবং এতদলক্ষণসহ অনেক সময় স্বচ্ছবরাকও প্রদাহযুক্ত হয়। অক্ষিপুট বিশেষতঃ ধারগুলি ফুলিয়া পুরু হয় ও পাতলা পাতলা চর্ম্ম পাপড়িতে ভরিয়া উঠে। চক্ষু-পিচুটিতে কখন কখন জুড়িয়াও যায়। চক্ষুরোগে গ্র্যাফাইটিসের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্বই হইতেছে যে অক্ষিপুটের প্রদাহে (blepharitis) চক্ষুর কোন অর্থাৎ চক্ষুর দুইটি পাতার সংযোগস্থল অত্যন্ত অধিকরূপ আক্রান্ত হয় ইহার সহিত অক্ষিপুটের ধারগুলি চির খাইয়া রক্ত বহির্গত হইবার সম্ভাবনা হয়। গ্র্যাফাইটিস্‌কে ইহার অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

অক্ষিপুটের উপাস্থি (cartilage) অর্থাৎ অক্ষিপুট এত অধিক পুরু (thick) হয় যে পর্য্যস্তাক্ষিপুট কিংবা বিপর্যস্তাক্ষিপুট (eversion of the eyelid or inversion of the eyelid) হইবার আশঙ্কা হয়। এতদ্ব্যতীত অক্ষিপুটের ধারে ধারে শক্ত অঞ্জনিও সময় সময় প্রকাশ পায়। চক্ষুর দৃষ্টিরও ব্যতিক্রম হয়—অক্ষরগুলি ডবল এবং জড়ান জড়ান দেখায় ও অক্ষিপুটের ধারগুলি ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয় (সালফারে লাল হয়)।

স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহের সমগুণ ঔষধ সমূহ

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহে ইহার নির্ব্বাচন চক্ষুর লক্ষণের উপর অধিক নির্ভর করে না। ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব কোন রোগে প্রয়োগ করিতে হইলে, ইহার স্বভাবজাত লক্ষণ—মস্তকে ঘর্ম্ম,

পদদ্বয়ের শীতলতা এবং শীতল বায়ু স্পর্শাধিক্যতা এই কয়েকটি লক্ষণের বিষয় চিন্তা করিবে। এই কয়েকটী ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। গ্রাফাইটিস্ নির্ব্বাচন কালীন চর্ম্ম রোগ আছে কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবে।

আর্সেনিক—ইহাতেও গ্র্যাফাইটিসের জ্বালা যন্ত্রণা চক্ষুর স্রাবে হাজিয়া যাওয়া ইত্যাদি সমুদায় লক্ষণই রহিয়াছে কিন্তু ইহার অস্থিরতা, উত্তাপে উপশম গ্র্যাফাইটিসে নাই।

সালফার—ইহাতে চক্ষুর পাতার ধারগুলি স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা অধিক লাল হয়। গ্র্যাফাইটিসের চক্ষুর পাতার ধার ফ্যাকাসে।

ইউফ্রেসিয়া—ইহার চক্ষু স্রাবও ক্ষয়কারক, স্থান হাজিয়া যায় কিন্তু স্রাব ঘন এবং পুঁজ সদৃশ আর গ্র্যাফাইটিসের স্রাব তরল।

মার্কিরিউয়াস্ সল্—ইহাও স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহের একটী উপযুক্ত ঔষধ। রোগ রাত্রিতে, উত্তাপে, সূর্য্যের কিরণে বৃদ্ধি হয়। স্ক্রফিউলাসসহ উপদংশ দোষ থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হেপার সালফার—রোগী চক্ষু স্পর্শ করিতে দেয় না, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং প্রদাহসহ পুঁজের সঞ্চার হইলেই ইহা গ্র্যাফাইটিস অপেক্ষা উত্তম কার্য্য করে।

ইকজিমা (Eczema)—গ্র্যাফাইটিস ইকজিমার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইকজিমা চক্ষুর পাতার ধারে এবং গণ্ডযুগলে, কর্ণে এবং কর্ণের পশ্চাতে, মস্তক এবং মস্তকের পশ্চাতে, লিঙ্গদেশে এবং শরীরের নানান স্থানে হইতে পারে বিশেষভাবে সন্ধিস্থলের ভাজে (bend of the joints) এবং কর্ণের পশ্চাতে অধিক প্রকাশ পায়। গ্র্যাফাইটিসের ইকজিমার প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে রসযুক্ত। শিশু যদি বালিশে মাথা রাখিয়া শয়ন করে তাহা হইলে ইকজিমার রসে কর্ণ মস্তকের সহিত সাটিয়া যায়। গ্র্যাফাইটিস্ রোগীর চর্ম্ম অত্যন্ত অসুস্থ। সামান্ত ক্ষত হইলেই পুঁজের সঞ্চার হয় (মার্কিউরিয়াস্, হেপার) এবং পুরাতন শুষ্ক ক্ষতযুক্ত স্থানে পুনরায় ক্ষত প্রকাশ পায়, দেখিলে মনে হয় ক্ষত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে অথচ ভিতরে

কাঁচা থাকে। গ্র্যাফাইটীসের ইকজিমায় যে রস নির্গত হয় তাহা মধুর ন্যায় ঘন স্বচ্ছ এবং চট্‌চটে। শরীরের যে কোন স্থানে ইকজিমা হউক—রসের ন্যায় চট্‌চটে স্রাব বর্ত্তমান থাকিলে গ্র্যাফাইটিস্‌কে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

পেট্রোলিয়াম—ইহা গ্র্যাফাইটিসের সমকক্ষ ঔষধ। ইহাতেও গ্র্যাফাইটিসের ন্যায় কর্ণের পশ্চাদ্দেশ হাজিয়া রস স্রাব হয় কিন্তু গ্র্যাফাইটিসের চর্ম্মরোগ অনেকটা দদ্রু রোগের ন্যায় আর পেট্রোলিয়ামের চর্ম্মরোগ শীতকালে বৃদ্ধি হয় এবং স্থানগুলি ফাটিয়া চিরখাইয়া যায় ও সময় সময় রক্ত পর্য্যন্ত নিঃসৃত হয়।

শরীরের স্থান বিশেষে একজিমার ঔষধ সমূহ

মুখমণ্ডল—বিশেষতঃ শিশুদিগের—ওয়িলাম ক্রোটনিস ৩x চূর্ণ রোগের তরুণ অবস্থায় প্রয়োগে অত্যন্ত শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। যদি রোগ বহুদিনের পুরাতন হয় এবং বহুস্থান বিস্তৃত হইয়া থাকে লাইকোপোডিয়াম তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভাইওলা ট্রাইকোলা—যদি ও এইরূপ অবস্থার ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু ডাক্তার বেয়ার ওয়িলাম ক্রোটনিসকেই অতি উচ্চস্থান প্রধান করেন।

কর্ণের পশ্চাতে—লক্ষণানুযায়ী গ্র্যাফাইটিস্, মার্কিউরিয়াস, ব্যারাইটা কার্ব্ব, এবং আইওডিন নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। চট্‌চটে রসযুক্ত ইকজিমা হইলে গ্র্যাফাইটিস্‌কেই প্রধান্য দেওয়া হয়।

মস্তকের খুলির কেশযুক্ত চর্ম্মে—হইলে কিংবা তথা হইতে কপাল দিয়া মুখমণ্ডলকে বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা হইলে বিশেষতঃ শিশুদিগেতে—ওলিএণ্ডার, লাইকোপোডিয়াম, সালফার, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া ইত্যাদি লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগ হয়।

অণ্ডকোষে—ক্রোটনটিগলিয়ামই হইতেছে ইহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালেডিয়াম, রাসটক্স ও সময় সময় প্রয়োগ হয়।

জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানে (between the things)— মাকিকউরিয়াস অথবা লাইকোপোডিয়ামকে প্রধান্য দেওয়া হইয়া থাকে।

কুষ্ঠব্যাধি—যদি মুখে, কর্ণে, উরুতে পদে এবং পদের পাতায় তাম্রবর্ণবৎ গোলাকার ও কুষ্ঠবৎ দাগ ত্বক হইতে কিছু উচ্চভাবে দৃষ্টি হয়, নাসা বদ্ধ থাকে এবং নাসাভ্যন্তরে মামড়ী পড়ে তবে গ্র্যাফাইটিস উপযোগী।

বিসর্প (Erysipelas)—বিসর্প রোগে গ্র্যাফাটিসের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায় কিন্তু ইহার বিসর্প এপিস অথবা বেলেডোনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। রোগ যখন ধাতুগত (when the disease becomes constitutional) হয়, গ্র্যাফাইটিস তাহাতে উত্তম কার্য্য করে এবং গ্র্যাফাইটিস প্রয়োগে রোগ আর পাল্‌টাইয়া হয় না। গ্র্যাফাইটিসের বিসর্পে আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম শক্ত এবং কঠিন হয়। মুখমণ্ডলে হইলে মুখ বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার যন্ত্রণাও এপিসের ন্যায় জ্বালাযুক্ত এবং হুলবিদ্ধবৎ। সাধারণতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। আইওডিনের অপব্যবহারের পর গ্র্যাফাইটিস্ অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ক্ষত চিহ্ন (Cicatrices) এবং কর্কট রোগ (Cancer)—গ্র্যাফাইটিসে ক্ষত আরোগ্য হওয়ার পর চর্ম্মোপরি ক্ষতচিহ্ন অপসারিত করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাহারা সিসার (graphitis) কারখানায় কার্য্য করে তাহাদিগের দেহে কোন প্রকার ক্ষত হইলে শীঘ্র তাহা শুষ্ক হইয়া পরিষ্কার নির্দ্দোষ হইয়া যায়, ক্ষতের দাগ পর্য্যন্ত থাকে না। ডাক্তার গারেন্‌সি স্তনে ফোঁড়া হওয়ার দরুণ ক্ষতচিহ্ন অপসারিত করিতে গ্র্যাফাইটিস্ ব্যবহারে আশ্চর্য্যরূপ ফল পাইয়াছেন ইহার প্রয়োগে ক্ষতচিহ্ন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে এবং দুগ্ধ নিঃসরণের বাধা বিঘ্নও কাটিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক করণ্‌ডোরফার একটি শিশুর চক্ষুতে অস্ত্রপোচারজনিত দাগ এই ঔষধ ব্যবহারে অনেকটা পরিষ্কার করিয়াছিলেন এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়াছিলেন।

ক্ষতের মধ্যস্থল শক্ত অবস্থায় পরিণত হয় এবং জ্বালা করে। পুরাতন ক্ষত শুষ্ক হইবার পর সেই স্থলে অনেক সময় কর্কট রোগের আকার ধারণ

ক্যান্সার কিংবা কর্কট রোগ হইবার উপক্রম হয়। ক্ষতস্থান শুষ্ক হইবার পর সেই পুরাতন স্থলে কর্কট রোগ হইবার প্রবণতা এই ঔষধে অত্যন্ত অধিক। cancerous development in old cicatrices is a strong feature of this remedy)। এই ঔষধে আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায় যে সমুদায় স্রাব—ঘর্ম্ম, সর্দ্দি, ঋতু, ক্ষত ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় (কার্ব্ব ভেজ, সোরিনাম, কেলিফস, কেলিআস´) এবং হঠাৎ চর্ম্মরোগ কিংবা চর্ম্মরোগের স্রাব অবরুদ্ধ অথবা বন্ধ হইয়া গিয়া কোন প্রকার পুরাতন রোগ দেখা দিলে গ্রাফাইটিসের বিষয় চিন্তা করিবে—এইরূপস্থলে গ্র্যাফাটিস অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়।

পরিপাকক্রিয়া—গ্র্যাফাইটিসকে এতদ রোগে কার্ব্বভেজ এবং কার্ব্ব এনামেলিসের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহাতেও আহারের পর বায়ু সমাবেশ হইয়া উদর ফাঁপিয়া ওঠে এবং কার্ব্বভেজের ন্যায় নিঃসরিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও সময় সময় অম্লগন্ধযুক্তও হয় কিন্তু কার্ব্বভেজে যেমন কোন জিনিষ সহ্য হয় না, সামান্য কিছু আহার করিলেই পরিপাক-ক্রিয়ার গোলযোগ হয় (simplest food disagrees), গ্র্যাফাইটিসে তত অধিক হয় না। লাইকোপোডিয়ামে বায়ুতে উদর ফাঁপিয়া উঠে কিন্তু নিঃসরিত বায়ুতে কোন প্রকার গন্ধ থাকে না।

গ্রাফাইটিস রোগী, কাঁচা ডিম খাইলে মুখ যে প্রকার বিস্বাদযুক্ত হয় প্রাতঃকালে সেই প্রকার বোধ করে। গ্র্যাফাইটিস রোগীর মাংস সহ্য হয় না (ফেরাম, পালসেটিলা) ইহা ব্যতীত মিষ্ট খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণে বমির উদ্রেক হয়। আহারের পর পাকস্থলী ফুলিয়া ওঠে ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে, শূল যন্ত্রণা অর্থাৎ পাকাশয় শূলের যাহা কিছু কষ্ট যন্ত্রণা সমুদায় লক্ষণই প্রকাশ পায়। রোগী রাত্রিতে নিদ্রা হইতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টে হঠাৎ যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে এইরূপ অবস্থায় উঠিয়া পরে কিন্তু আহার করিলে সাময়িক উপশম হয় (পেট্রোলিয়াম, চেলিডনিয়াম, এনাকার্ডিয়াম.) গ্র্যাফাইটিস রোগীর এতদশ্বাস বোধ এবং পাকস্থলীর যন্ত্রণা আহারে উপশম হওয়া একটি বিশেষ লক্ষণ (Pain in the stomach relieved by eating) আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় পাকস্থলীর যন্ত্রণার সহিত ভিতরে ভিতরে রোগী জ্বরের ন্যায় অত্যন্ত উত্তাপ বোধ করে ও তদ্দহেতু

অত্যন্ত জলপান করে। পাকস্থলীর যন্ত্রণা শীতল তরল দ্রব্য পানে বৃদ্ধি হয়, উষ্ণ দুগ্ধ পানে উপশম হয়। গ্র্যাফাইটিস পুরাতন মদ্যপানকারীদিগের অর্থাৎ মাতালদিগের পাকস্থলীর রোগের কার্ব্বন বাইসালফাইডের ন্যায় একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যকৃৎ—বৃহৎ এবং শক্ত। আহারান্তে যকৃৎ এত অধিক স্পর্শাধিক্য হয় যে রোগী কাপড়ের চাপ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। নিম্নোদরে কুপিত বায়ু জমিয়া অত্যন্ত কষ্ট যন্ত্রণা উৎপাদন করে—নিম্নোদর ফাঁপিয়া উঠে, যাহা কিছু আহার করে, তদসমুদায়ই যেন বায়ুতে পরিণত হয়, আহারের সামান্য ব্যতিক্রম হইলেই বায়ুর সমাবেশ হয়। পেটে ভুটভাট নানা প্রকার শব্দ হয়।

কোষ্ঠ-কাঠীন্য—গ্র্যাফাইটিস রোগী সচরাচরই কোষ্ঠ-কাঠিন্য কিন্তু গ্রাফাইটিসের মলের বিশেষত্ব যে—মল শক্ত কঠিন গুটলে গুটলে পরস্পর শ্লেষ্মায় জড়ান (united by mucous threads) অথবা মলের গাত্র শ্লেষ্মা জড়িত (ক্যাসক্যারিলা)। (মল শক্ত কাল গুটলে গুটলে—ওপিয়ম। ছাগলের নাদির ন্যায়—প্লাম্বাম, চেলিডনিয়াম। লম্বা ন্যারযুক্ত কুকুরের ন্যায়—ফসফরাস)। মলত্যাগ কালীন মলদ্বার বিদারণ হেতু রোগী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। মলত্যাগে ইচ্ছা অথবা চেষ্টা হয় না, এমন কি অনেক সময় অনেক দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগ হয় না। মলত্যাগকালীন রোগীকে অনেকক্ষণ যাবৎ কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া মলত্যাগ করিতে হয়, যে সমুদায় লোকের পিচকারী ব্যতীত মলত্যাগ হয় না—তাহাদিগেতে ইহা অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়।

উদরাময়—সর্ব্বদা মলদ্বার হইতে প্রচুর দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়। যদিও গ্রাফাইটিসে উদরাময় অত্যন্ত প্রবল থাকে না, তথাপি একেবারে যে হয় না তাহা বলা যায় না। উদরাময় যন্ত্রণাশূন্য এবং প্রচুর বায়ুযুক্ত, মল জলবৎ কটা বর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং মলদ্বার হাজিয়া যায়। উদরাময়ের পুরাতন অবস্থায় সামান্য আহারের অত্যাচার হইলেই বৃদ্ধি হয়। সময় সময় উদরাময় অথবা কোষ্ঠকাঠিন্যের সহিত জেলি সদৃশ্য শ্লেষ্মাবৎ মল নির্গতও হয়।

অর্শ—অর্শ রোগেও গ্র্যাফাইটিসের ব্যবহার দেখা যায়। জ্বালা এবং ছুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। মলদ্বারা এত অধিক টাটায় যে রোগী উপবেশন করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলেই গ্র্যাফাইটিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

বিদারণ (Fissures)—মলদ্বার বিদারণে (Fissures in anus) গ্র্যাফাইটিসকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। গ্র্যাফাইটিসে মলদ্বার ব্যতীত অঙ্গুলির অগ্রভাগ, স্তনের বোঁটা, যোনি কপাটের সংযোগস্থল ইত্যাদি স্থলেরও বিদারণ হয় এবং গ্র্যাফাইটিস এইরূপ স্থলের বিদারণের একটী অতি প্রচলিত ঔষধ।

বিদারণের সমগুণ ঔষধ সমূহ

র‍্যাটেনিয়া—মলদ্বার বিদারণে ইহার অত্যন্ত সুনাম রহিয়াছে। ইহার বিশেষত্ব মলদ্বারের ছিদ্র অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে মল সহজে নির্গত হইতে পারে না। মলত্যাগকালীন মলদ্বার চিরিয়া ফাটিয়া যায় এবং মল ত্যাগান্তে অনেকক্ষণ অবধি ভীষণ টাটাইতে এবং জ্বালা করিতে থাকে। এই ঔষধের মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়ায় করিয়া লাগাইতে ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং তাহাতে যন্ত্রণার আশু উপকার পাওয়া যায়।

পোয়েনিয়া—মলদ্বার বিদারণের সহিত প্রচুর রসস্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং তদহেতু মলদ্বার সর্ব্বদা স্যাৎসেঁতে বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত টাটানি যন্ত্রণাও অর্শ বর্ত্তমান থাকে।

নাইট্রিক এসিড—মলদ্বার বিদারণে সকল চিকিৎসকগণই ইহাকে উচ্চস্থান প্রদান করেন যখন মলদ্বারে খোঁচাবিদ্ধবৎ অথবা কাঁচের কুচির ন্যায় খচ্ খচ্ যন্ত্রণা বোধ হয় তখনি ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এতদ্ব্যতীত

নাইট্রিক এসিডে মল শক্ত অথবা কোমল হউক মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

সাইলিসিয়া—ইহাতেও মলদ্বার বিদারণের লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু সাইলিসিয়ায় মল বাহিরে কতক বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায়। মলদ্বার বিদারণের উপরিউক্ত ঔষধ সমূহে মলত্যাগকালীন কোঁথানি কিংবা সঙ্কোচন ভাব অল্প বিস্তর প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে কিন্তু গ্র্যাফাইটিসে এই সমুদায় লক্ষণ কিছুই থাকে না।

সর্দ্দি এবং কাশি—সর্দ্দিতে গ্র্যাফাইটিস সময় সময় প্রয়োগ হয় কিন্তু ঐইরূপস্থলে নাসিকার অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া থাকে। এবম্প্রকার লক্ষণ স্ক্রফিউলাস রোগীতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গ্র্যাফাইটিসের সর্দ্দির এই প্রকার অবস্থার সহিত পর্য্যায়ক্রমে আবার চাপ চাপ শ্লেষ্মা স্রাবও হয়। এক এক সময় স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং রক্ত মিশ্রিত থাকে। এন্টিক্রুডাম, ক্যানকেরিয়া এবং অরমট্রিফিলিনাম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় গ্র্যাফাইটিসে নাসিকার ধারগুলি চির খাইয়া ফাটিয়া যায়। ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ফুলের গন্ধ সহ্য হয় না। কাশি অনেকটা হুপিং কাশির ন্যায় কাশিতে প্রচুর সাদা শ্লেষ্মা বং গয়ের উঠে কাশির সময়ের কোন ঠিক নাই। গলা খুস খুস করিয়া উদ্রেক হয় রাত্রিতে কাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, গভীর শ্বাস গ্রহণেও কাশির উত্তেজনা হয়।

কর্ণ এবং বধিরতা—কোন জিনিষ চর্ব্বন অথবা গলাধঃকরণ-কালীন কর্ণে কড় কড় (cracking) শব্দ হয় (চর্ব্বন ব্যতীত—কেলিকার্ব্ব)। কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশে শ্লেষ্মার সমাবেশ বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। যন্ত্রদ্বারা কর্ণ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কর্ণপটহে কোনপ্রকার ছিদ্র হয় নাই বরং শ্লেষ্মায় সাদা হইয়া রহিয়াছে। নাসিকার ন্যায় কর্ণকুহরও অত্যন্ত শুষ্ক হয় এবং এতদসহ কিঞ্চিৎ বধিরতার লক্ষণও প্রকাশ পায় কিন্তু কর্ণের এবম্প্রকার বধিরতা অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দোষ গাড়ীতে চড়িলে অর্থাৎ গাড়ীর শব্দে অথবা গোলমালে উপশম বোধ করে (নাইট্রিক এসিড)।

ধ্বজভঙ্গ—গ্র্যাফাইটিসে কাম প্রবৃত্তি অসংযতরূপ উত্তেজনা হয় এবং ভয়ানক লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় অথচ স্ত্রী সহবাসে বীর্য্যস্খলন হয় না এবং সহবাস সুখ বোধ করে না, এই লক্ষণটি গ্র্যাফাইটিসের বিশেষ বিশেষত্ব।

প্রমেহ (**Gonorrhoea**)—আঠার মত পূজ বা মেহ মূত্র নালীর ছিদ্রের মুখে লাগিয়া থাকে, ঝরিয়া পড়ে না। মূত্রত্যাগে কষ্ট হয়। এতদসহ যদি লিঙ্গদেশে চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে গ্র্যাফাইটিসকে প্রাধান্য দিবে।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্রাব স্বল্প, ফ্যাকাসে, এবং বিলম্বে হয় অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। ঋতু স্রাবকালীন রোগী শীত শীত বোধ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে ও গা ময় ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। ঋতুস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ অপেক্ষা স্বল্প ঋতুস্রাবে চর্ম্মরোগ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রজঃস্রাব-কালীন প্রাতঃকালে বমনেচ্ছা হয়। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে যোনিদ্বারে ভীষণ চুলকানি হয় এবং ঋতুস্রাবকালীন যোনিদেশ এবং উরুদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান হাজিয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইহাও দেখা যায় ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ক্ষয়কারক শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়।

জরায়ুর স্থানচ্যুতি (**desplacement of Uterus**)—জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে গ্র্যাফাইটিসের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা গর্ভাশয়াদির সম্মুখাবর্ত্তন এবং সম্মুখদিকে বক্রতার (anteversion and anteflexion) একটি ঔষধ ইহার এতদলক্ষণসহ নিম্নাভিমুখীন আকর্ষণ যন্ত্রণা (bearing down pain) বর্ত্তমান থাকে। জরায়ু প্রদেশস্থ ফুলকপি সদৃশ উপমাংশ বৃদ্ধিতে গ্র্যাফাইটিসের উত্তম কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গ্র্যাফাইটিস জরায়ুগ্রীবার কর্কট (cancer in the cervix utery) রোগে প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। এতদ অবস্থায় জরায়ু প্রদেশ হইতে দুর্গন্ধ, জ্বালাকর রক্তযুক্ত স্রাব হয়।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর স্রাব সাদা জলবৎ তরল এবং প্রচুর, সময় সময় জোরের সহিত নির্গত হয়। স্রাবে স্থান হাজিয়া যায় এবং

যোনিপ্রদেশে ইকজিমাও অনেক সময় বর্ত্তমান থাকে। স্রাব দিবারাত্রি সমানভাবেই হয়।

ডিম্বাশয়—বামডিম্বাশয় স্ফীত শক্ত এবং যন্ত্রনাযুক্ত হয় (ল্যাকেসিক্। দক্ষিণ ডিম্বাশয় এ পিস, বেলেডোনা) এতদসহ বিলম্বে ফেকাসে স্বল্প রজঃ স্রাব থাকিলে গ্র্যাফাইটিস অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ডিম্বাশয়ের অর্ব্বুদে (ovariam tumour) গ্র্যাফাইটীসের ব্যবহার আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই এবং উত্তম কার্য্যও করে।

নখাগ্রের বিকৃতি—হস্ত এবং পদের নখের আকার বিকৃতি এবং বক্র হয় ও অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ (এন্টীমক্রুডাম) সময় সময় যন্ত্রণাও হয়, মনে হয় যেন ঘা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নখের কোণে অত্যন্ত চুলকানিযুক্ত ক্ষত হইলে এবং উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রসানি বাহির হইলে ও ক্ষতে মাংস বৃদ্ধি হইয়া উহা উঁচু হইলে গ্র্যাফাইটিস্ উত্তম কার্য্য করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন্—একজিমা, রজঃকৃচ্ছ্র, শ্বেতপ্রদর ইত্যাদিতে সচরাচর ৩০।২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। ইহার নিম্নক্রমের প্রচলন অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্র্যাফাইটিস্—লাইকোপোডিয়াম্, পালসেটিলা এবং ক্যালকেরিয়ার (মেদাধিক্য স্থূলকায়া যুবতী স্ত্রীলোক) পর উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত চর্ম্মরোগে সালফারের পূর্ব্বে এবং বেগে নির্গত শ্বেতপ্রদর (gushing leucorrhoea) সিপিয়ার পর প্রয়োগ হয়।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, ঋতুস্রাবের সময়ে এবং পরে।

রোগীর বিবরণ

১। একটি তিন বৎসরের শিশুর মস্তকে রসযুক্ত একজিমা হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইল বটে, কিন্তু কিছু দিবস পর অন্ত্রপ্রদাহ হইয়া তরল ভেদ আরম্ভ হইল। এইরূপ অবস্থায় অনেক দিন যাবৎ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করা সত্ত্বেও কিছুই উপকার না হওয়ায়, অন্ত্রের টিউবারকিউলোসিস রোগ হইয়াছে এবং ইহা দুরারোগ্য এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া, তাহারা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য উপদেশ দেন। শিশুটি ভুগিয়া ভুগিয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আহারে রুচি নাই এবং অস্থির, সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত জলের ন্যায় পীতবর্ণ অজীর্ণ ভেদ হইতেছে। হঠাৎ এই প্রকার উদরাময় হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, শিশুর মাতা বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না। শিশুর মস্তকে চর্ম্মরোগের দাগ দেখিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, কিছুদিন হইল শিশুর মস্তকে একজিমা হইয়াছিল এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় একজিমা উপশম হওয়ার পর হইতেই এই প্রকার তরল ভেদ দেখা দিয়াছে। এই লক্ষণের উপরই নির্ভর করিয়াই অর্থাৎ একজিমা এলোপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা অবরুদ্ধ হেতু উদরাময় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা সাব্যস্ত করিয়া, আমি তাহাকে প্রথম দিবস গ্র্যাফাইটিস্ সি. এম. শক্তি একমাত্রা সেবন করিতে দিলাম এবং জানিতে পারিলাম, তাহা দ্বারাই শিশু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

সোরিনামেও উক্ত প্রকার ভেদ রহিয়াছে, কিন্তু সোরিনামের চর্ম্মরোগ গ্র্যাফাইটিস্ হইতে অন্য প্রকৃতির, কাজে কাজেই সোরিনাম নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। যদি এতদ্স্থলে চর্ম্মরোগ কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে চায়নাকেই প্রাধান্য দিতাম, কিন্তু গ্র্যাফাইটিস্ সদৃশ্য চর্ম্মরোগ থাকায়, গ্র্যাফাইটিস্ দেওয়াতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (ডাক্তার ন্যাস)।

২। কলিকাতায় ইটালী অঞ্চলে একটি রোগী দেখিতে যাই। রোগী একজন স্ত্রীলোক, বয়স প্রায় ২৭।২৮ হইবে। ৫ বৎসর পূর্ব্বে একটি সন্তান হইয়াছিল এবং তাহার পর আর হয় নাই, কিন্তু তদবধি হইতেই মাসিক ঋতু

স্রাবও স্বল্প ও অনিয়মিত ভাবে হইতেছে এবং স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত স্থুল হইয়া পড়িতেছে, চেহারা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এবং স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত ভীত স্বভাবের। কোন প্রকার চর্ম্মরোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, প্রথম সন্তান প্রসবের পর দক্ষিণ পদের সন্ধিস্থলে কাউর ঘা হইয়াছিল, কিন্তু এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে, আর তাহা দেখা দেয় নাই।

রোগীটির শারীরিক গঠন অত্যন্ত মেদযুক্ত, চেহারা ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, মাসিক ঋতু স্রাব স্বল্প ও অনিয়ম এবং সর্ব্বোপরি কাউর ঘা (৫ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং সেই অবধি রোগী অসুস্থ বোধ করিতেছে) এই কয়েকটী লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া, আমি তাহাকে গ্র্যাফাইটিস্ ২০০ শক্তির এক মাত্রা দিয়া আসিলাম এবং এক সপ্তাহ পর সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম। প্রথম সপ্তাহে রোগী কিছুই উপকার করিতে পারিল না, পুনরায় তাহাকে শুধু ঔষধশূন্য কতকগুলি বটিকা দিয়া আবার এক সপ্তাহ পর খবর দিতে বলিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। এইবার জানিতে পারিলাম, মাসিক ঋতু স্রাব অনেকটা হইয়াছে। এই প্রকারে আমি তাহাকে ৪ মাত্রা গ্র্যাফাইটিস্ ২০০ দিয়া ৩ মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য করি, এখন সেই স্ত্রীলোকটির ৩টি সন্তান হইয়াছে এবং সুস্থভাবেই বাস করিতেছে।

৩। "মলদ্বার বিদারণ এক স্ত্রীলোক, সন্তান হইবার ২ মাস পর ডাক্তার ডানহাম সাহেবের নিকট চিকিৎসার্থ আইসে। তাহার পূর্ব্বেকার ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহার মলদ্বারের ভিতর fissure হইয়াছে অর্থাৎ চিরিয়া গিয়াছে এবং উহা আরোগ্য করিতে হইলে জোর করিয়া মলদ্বার ফাঁক করিতে হইবে। এই ভয়ে ভীত হইয়া সে ডাক্তার ডানহামের নিকট আসিয়াছিল, তাহার মলত্যাগকালে প্রবল তীক্ষ্ণ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা হইত। পরে কয়েক ঘণ্টাকাল বিশেষতঃ রাত্রিতে মলদ্বারের আক্ষেপিক কুঞ্চনজনিত যন্ত্রণা পাইত। তাহার পূর্ব্বের ডাক্তার তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সে যেন প্রতিদিন অল্প পরিমাণ জলের পিচকারী মলদ্বারের ভিতর গ্রহণ করে এবং খানিক রাখিয়া যেন বিনা কোঁথে বাহির হইতে দেয়। ডাক্তার ডানহামও সেই চেষ্টা চালাইতে বলিলেন এবং ৪ ঘণ্টা অন্তর ২০০ শক্তি গ্র্যাফাইটিস্ সেবন করিতে বলিলেন। তিন দিবস

এইরূপ করিয়া তাহার বেদনা ও যন্ত্রণার শান্তি হইয়াছিল। পরে জলের পিচকারী লইবার পর যে দাস্ত হইত তাহাতে আর যন্ত্রণা হইত না। এক-পক্ষকালের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ভৈষজ্য রত্নাবলী।

৪। একজন লোকের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের বিবৃদ্ধি হইয়াছিল, উহা শৃঙ্গের মত শক্ত ছিল। উহাকে মধ্যে মধ্যে কাটিয়া ফেলা হইত। কাটিলে উহার গাত্র পাতলা হইত। ডাক্তার হির্স্ক (Dr. Hirsch) তাহাকে প্রথমে গ্র্যাফাইটিস ২০০ শক্তি সেবন করিতে দিয়াছিলেন তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় গ্র্যাফাইটীস চূর্ণ ক্রম সেবন করিতে দেন তাহাতেও ফল না পাওয়ায় গ্র্যাফাইটিস মলম করিয়া লাগাইতে ব্যবস্থা দেন এবং তাহাতে ৮ দিনের মধ্যে নখের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করিতে সক্ষম হন। তৎপর ঐ নখের মূল হইতে ভাল নখ বহির্গত হইয়াছিল। Dr. Hirsch (ডাক্তার হির্স্ক)।

৫। একজন ৭০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির ১৭ বৎসর কাল প্রতি রাত্রিতে হাঁপানির টান হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইত, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে আক্ষেপবশতঃ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া নিকটবর্ত্তী কোন পদার্থ সজোরে ধরিত এবং শীঘ্র শীঘ্র একখণ্ড রুটী খাইত। তৎপর হাঁপকষ্ট কমিয়া যাইত এবং নিদ্রা হইত। ডাক্তার লাণ্ডেসম্যান্ তাহাকে একমাত্রা ৩০ ক্রমের গ্র্যাফাইটিস সেবন করাইলে তাহার আর হাঁপানির ভাব হয় নাই। Dr. Landesmann (ডাক্তার লাণ্ডেসম্যান)।

এসিড ফস (Acid phos)

ইহার প্রুভিং সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা হ্যানিম্যানই করেন। এসিড ফসের মূল অরিষ্ট বলিতে ১× কেই বুঝিতে হইবে।

সর্বপ্রধান লক্ষণ

১। যাঁহাদিগের শরীর এক সময়ে সুস্থ বলিষ্ঠ ছিল, জীবনী-শক্তির অপচয় (loss of vital fluids), অত্যধিক স্ত্রীসহবাস, হস্তমৈথুন, প্রবল তরুণ পীড়া, মানসিক অসন্তোষ, শোক, দুঃখ ইত্যাদিহেতু এবং প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ দুর্ব্বল, অবসাদ হইয়াছে তাহাদিগের এবং বাড়ন্ত প্রকৃতির (growing too rapidly) শিশু এবং যুবাদিগের প্রতি এসিড ফস্ উত্তম কার্য্য করে।

২। রোগী সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন অন্যমনস্ক, নিজের জীবনের প্রতিও ভ্রূক্ষেপহীন এবং শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ। (Is listless apthetic, indifferent to the affairs of life, prostrated and stupefied with grief).

৩। প্রলাপ বিড়্ বিড়্ এবং অস্পষ্ট। জড় পদার্থের ন্যায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে অথচ শুদ্ধভাবে উত্তর দেয় কিন্তু পুনরায় আচ্ছন্ন অবস্থায় মগ্ন হইয়া পড়ে।

৪। শিরঃপীড়া—মস্তকের তালুতে বিদীর্ণবৎ ভার বোধ করে। শোক-তাপের কষ্টে ভুগিয়া ইহা প্রকাশ পায়। শিরঃপীড়া সামান্য সঞ্চালনে, গোলমালে এবং গান বাজনায়

বৃদ্ধি হয়, শয়নে উপশম হয়। শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া সম্মুখে বিস্তারিত হয়।

৫। উদরাময়—প্রচুর জলবৎ তরল অথবা পীতাভ। যন্ত্রণা-শূন্য অথচ দুর্ব্বলকারক নহে।

৬। মূত্র—ফসফেট এবং শ্লেষ্মামিশ্রিত দুগ্ধবৎ সাদা এতদ্‌-ব্যতীত প্রচুর প্রস্রাব হয়।

৭। রেতঃস্খলন—পুনঃ পুনঃ হয়—প্রচুর এবং দুর্ব্বলতাজনক। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় অশ্লীল স্বপ্ন দর্শনে বীর্য্য পাত হয়। প্রবল সহবসে আকাঙ্ক্ষা—অথচ লিঙ্গ দুর্ব্বল এবং সহজেই রেতঃ-স্খলন হইয়া যায়।

৮। হস্তমৈথুনহেতু লিঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ।

সাধারণ লক্ষণ

১। স্কুলবালকদিগের চক্ষুর অত্যধিক পরিশ্রম হেতু কিংবা চক্ষু টানিয়া টানিয়া কার্য্য করার দরুণ শিরঃপীড়া (কেলকেরিয়া ফস্, নেট্রাম মিউর)

২। রোগী দুর্ব্বল পদদ্বয় টলিয়া টলিয়া যায়।

৩। অস্থির মধ্যস্থলের প্রদাহ। যন্ত্রণা জলন সদৃশ এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যেন ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলা হইতেছে।

৪। রোগী নম্র, বিনয়ী, ক্রন্দনশীল, ফ্যাকাসে, চক্ষু কোটরাবিষ্ট এবং চক্ষুর চারিপার্শ্ব কালিমাযুক্ত।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য, দুর্ব্বলতা এবং মানসিক লক্ষণ (Physiological action debility and mental symptoms—এসিড ফসের সর্ব্বপ্রধান ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য হইতেছে স্নায়বিয় বিধানের উপর—ইহাতে স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইলে সর্ব্ব-প্রথম দুর্ব্বলতা (Debility) উৎপন্ন হয়। এই দুর্ব্বলতা শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতেই প্রকাশ পায়। রোগী সকল বিষয়েই উদাসীন কোন

কিছুতেই মনোযোগ নাই। শরীর মন সমুদায়ই যেন অসার নিস্পন্দ এবং ইন্দ্রিয় সকল অবসাদগ্রস্থ। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দিতে বিশেষ ইচ্ছুক নয় বরং মনে হয় কথা বলিতে যেন বিরক্ত বোধ করে, হয়ত হাঁ কিংবা না বলিয়াই চুপ হইয়া থাকে। অস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে বির বির করিয়া আপন মনে প্রলাপ বকে। প্রলাপ অবস্থায় কোন প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ পায় না কিন্তু এই ঔষধের সার্ব্বজনীন লক্ষণ যে অবসাদ তাহা সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে। রোগীর কোন বিষয়ে দৃষ্টি নাই, তাহার চতুর্দ্দিকে যে কি হইতেছে সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই। অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে কিন্তু জাগাইয়া দিলেই দেখা যায় সম্পূর্ণ সচেতন, ফস্ফরিক এসিডের দুর্ব্বলতার ইহাই হইতেছে বিশেষ লক্ষণ। কাজেকাজেই আচ্ছন্নতা অনেকটা যেন উপরে উপরে ভাসা ভাসা (superficial) বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থায় ফস্ফরিক এসিড বিশেষ নির্ব্বাচিত হয় না—Dr. Farington বলিতেছেন, So you would not expect to give this drug in advanced stages when the stupor is complete.

উপরে যে সমুদায় লক্ষণ উল্লেখ করিলাম তাহা আমরা সকল সময় সহজ অবস্থায় আশা করিতে পারি না। রোগ অবস্থায় রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু ফস্ফরিক এসিডের অবসাদ দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা ইত্যাদি সমূহ সহজ অবস্থায়ও সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। ইহাই হইতেছে ফসফরিক এসিডের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

ফস্ফরিক এসিডের রোগী স্বভাবতঃই যে দুর্ব্বল প্রকৃতির হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।

যাহাদিগের শরীর ও মন জীবনীশক্তির অপচয় (loss of vital fluids), অত্যধিক সঙ্গম ক্রিয়ায়, কাহারো প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কিংবা শোকদুঃখে ভগ্ন হইয়াছে তাহাদিগেতে এই ঔষধটী উত্তম কার্য্য করে অর্থাৎ এক সময়ে যাহাদিগের শরীর সবল ছিল এবং উক্ত কারণবশতঃ দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহাদের জন্যই এসিড ফসের সৃষ্টি।

শরীর ও মন ভগ্ন হইলেই স্বভাবতঃই লোকের মুখের লাবণ্য, জ্যোতিঃ সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ ফস্ফরিক এসিড রোগীর বদনমণ্ডল

শুষ্ক, ফ্যাকাসে, চক্ষু কোটরাবিষ্ট হয় এবং দেখিলে রোগগ্রস্থ বলিয়া মনে হয়। অথচ ফস্‌ফরিক এসিড্‌ রোগীর মেজাজ ঠাণ্ডা এবং শান্ত প্রকৃতির।

ফস্ফরিক এসিডে মন প্রথম আক্রান্ত হয় তৎপর শরীর অর্থাৎ প্রথমতঃ মস্তিষ্ক তৎপর পেশীসমূহ আর মিউরেটিক এসিডে প্রথমতঃ পেশীমণ্ডল তৎপর মন (In Phosphsric Acid mental symptoms are the first to develop. This remedy runs for the mental to the physical, from the brain to the muscles. In the Muratic Acid muscular prostration comes first, and the mind later). ফস্ফরিক এসিড রোগী বলে—"আমার শরীরে যথেষ্ট বল রহিয়াছে, শরীরে কিছুই হয় নাই, কাজকর্ম্ম খুব করিতে পারি কিন্তু মন আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, মন উদাসীন হইয়া রহিয়াছে, কোন কাজে মন লাগে না, উৎসাহ আইসে না, কোন কথা মনে থাকে না, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারি না। মনের এইরূপ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ পেশীমণ্ডল অবসন্ন হইয়া আসিতে থাকে, তখন আর শরীরও কিছু করিতে চাহে না। রোগী একেবারে নিস্তেজ নিস্পন্দ জড়বৎ অসার হইয়া পড়ে। এইরূপে অবশেষে ধ্বজভঙ্গ, স্ত্রী সহবাসে অক্ষমতা, অনিচ্ছা, লিঙ্গের উত্তেজনা শক্তি রহিত এবং শিথিল হইয়া আইসে।

টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড জ্বরের ফস্ফরিক এসিড একটী অতি উপযুক্ত ঔষধ। কি কি লক্ষণে ফস্ফরিক এসিড টাইফয়েড জ্বরে নির্ব্বাচিত হয় তাহা নিম্নে দিলাম—নাসিকা সমুন্নত, চক্ষুর ধার কালিমাযুক্ত, নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের সম্ভাবনা। রক্তস্রাবে রোগের কিছুই উপশম হয় না। রাস টক্সে টাইফয়েড জ্বরের প্রথম অবস্থায় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় এবং রক্তস্রাবে রোগের উপশম হয়। ফস্ফরিক এসিড রোগী পুনঃ পুনঃ নাসিকা-রন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করে, ইহা কৃমি জনিত বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু ফস্ফরিক এসিডে এই প্রকার লক্ষণ payer's patchesএর উত্তেজনার দরুণ হয়। কাজে কাজেই উদরের রোগের নানা প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। নিম্নোদর কিঞ্চিৎ ফাঁপিয়া উঠে এবং গড় গড় শব্দ করে ও সঙ্গে সঙ্গে সাদা জলবৎ তরল অজীর্ণ-যন্ত্রণাশূন্য উদরাময় প্রকাশ পায় এবং মলত্যাগকালীন বায়ু নিঃসরণ হয়। জিহ্বা

শুষ্ক এবং চটচটে এবং ফ্যাকাসে বর্ণ। রোগী মধ্যে মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় অনিচ্ছায় আপনার জিহ্বা কামড়াইতে থাকে, চোয়াল ধরিয়া আইসে ও জিহ্বা বহির্গত হইয়া পড়ে। প্রস্রাব অত্যন্ত অণ্ডলালময় (albumen) যুক্ত দেখিতে দুগ্ধবৎ সাদা এবং অল্প সময়েই দুর্গন্ধ হইয়া যায় প্রস্রাবে ফসফেটও মিশ্রিত থাকে। এতদ্ব্যতীত ফস্ফরিক এসিডের বিশেষতঃ অবসাদ তাহা রোগের সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার বেয়ার সাহেব জ্বরে ফস্ফরিক এসিডের প্রয়োগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বেশ পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—Phosphoric acid is a truly specific remedy in lentescent types and is never indicated if the fever is high and the nerves greatly excited, the patient is lying in a state of excessive prostration and apathy, the face is rether pallied not turgescent, the pulse very frequent, feeble and small, the tongue is not very dry. The thirst is inconsiderable, diarrhoea modarate, the discharges occurring only now and then, the meteorism is not very marked. The disease does not show any tendency to speedy change, perceptable remission do not take place. The whole process has the appearance of a gradual extinction of vital powers. Besides the cases where Acid Phos is indicated from begining, some times after Briyonia but never, properly speaking after Rhustox and Arsenic. Phos acid can likewise come into play, if at the end of fourth week, convalescence seems to remain stationery more particularly if a moderate diarrhoea is present, অর্থাৎ ফস্ফরিক এসিড lentescent টাইফয়েড জ্বরের (অর্থাৎ যে টাইফয়েড জ্বর, শীঘ্র আরোগ্যও হয় না এবং বাড়াবাড়িও হয় না) অব্যর্থ ঔষধ এবং জ্বর প্রবল ও স্নায়ুগুলি অধিক উত্তেজিত থাকিলে ফস্ফরিক এসিড তাহাতে কখনই প্রয়োগ হয় না। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল যেন শরীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোন বিষয়েই খেয়াল নাই, নাড়ী দ্রুত অথচ ক্ষুদ্র, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, জিহ্বা চটচটে

মধ্যে মধ্যে ভেদ হইতেছে, অল্প পিপাসাও রহিয়াছে ইত্যাদি। দেখিলে মনে হয় না যে রোগের কোন পরিবর্ত্তন কিংবা শীঘ্র উপশম হইবে। রোগী ক্রমাগতই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। জীবনীশক্তি মগ্ন হইয়া আসিতেছে।

ফস্ফরিক এসিড টাইফয়েড জ্বরের প্রারম্ভে, ব্রাইওনিয়ার পর ব্যবহার হইলেও হইতে পারে কিন্তু রাসটক্স এবং আর্সেনিকের পর প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয় না।

টাইফয়েড রোগে ফস্ফরিক এসিড নির্ব্বাচনকালীন রোগীর মানসিক অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগী অসাড় নিস্পন্দ, যেন চেতনাহীন। চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে কোন কথা বলে না, জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তরল জলবৎ সাদা ভেদ এবং পেট ফাঁপা বর্ত্তমান থাকে। এসিড ফস যুবক যুবতীদের অর্থাৎ যাহাদিগের হস্তমৈথুন কিম্বা স্ত্রী সঙ্গম অত্যাধিক হইবার আশঙ্কা করা যায় সেইরূপ স্থলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

আর্নিকা—ইহাতেও ফস্ফরিক এসিডের ন্যায় উদাসীনতা আছে, কিন্তু আর্নিকার অবস্থা ফস্ফরিক এসিড হইতেও অধিক বাড়াবাড়ি এবং অবসাদ ও আচ্ছন্নতাও অত্যন্ত গভীর। এত অধিক আচ্ছন্নভাব থাকে যে কোন কথার উত্তর দিতে দিতেই রোগী পুনরায় তন্দ্রায় মগ্ন হইয়া পড়ে, ইহা ব্যতীত আর্নিকায় বিশেষতঃ (Sugillation) কালশিরা বর্ত্তমান থাকে এবং অসাড়ে মল মূত্র নির্গত হয়। (ব্যাপটিসিয়া রোগীও উত্তর দিতে দিতে আচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়ার মল মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত)।

নাক্সমস্কেটা—ফস্ফরিক এসিডের সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু মুখগহ্বরের শুষ্কতা ইহার অত্যন্ত পরিচায়ক লক্ষণ, ইহাতে ইহা এই লক্ষণে অন্য ঔষধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে।

ওপিয়ম—আচ্ছন্নতা (Stupor) বিষয়ে ওপিয়াম সমুদয় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। আচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কেবল প্রারম্ভে রোগীকে তন্দ্রা হইতে জাগাইলেও জাগাইতে পারা যায় কিন্তু তৎপরে একবার আচ্ছন্ন অবস্থায় মগ্ন হইলে নাড়াচাড়ায়ও জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারা যায় না।

গভীর নিদ্রায় নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় টানিয়া টানিয়া শ্বাস গ্রহণ করে। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়, (ফস্ফরিক এসিডের মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং চোপসান) এবং যতই গভীর লালবর্ণ হইবে ওপিয়ম ততই অধিকতর উপযুক্ত হইবে।

রাসটক্স—আমি যদিও পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাসটক্সের পর ফস্ফরিক এসিডের প্রচলন নাই কিন্তু গাত্রবেদনা রাসটক্সে উপশম হওয়ার পর ফস্ফরিক এসিডের ব্যবহার দেখা যায়। (বিস্তারিত লক্ষণ রাসটক্সে দেখ।)

ফস্‌ফরাস—জিহ্বার শুষ্কতা এবং ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য অত্যন্ত অধিক থাকে। রোগী কোন প্রকার গোলমাল কিম্বা কোন জিনিষের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। রোগের প্রারম্ভে উদরাময় হয়। মল দুর্গন্ধ, জলবৎ এবং রক্তের রেখাযুক্ত (stricks of blood) Phosphorus is indicated in Pneumotyphus with violent bronchitis. It is a foremost remedy for this condition, unsurpassed by any other medicine—Beahr, অর্থাৎ টাইফয়েডের সহিত নিউমোনিয়ার লক্ষণ থাকিলে ফস্‌ফরাস তাহার অদ্বিতীয় ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া—শোক, দুঃখ অথবা কাহারো প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ অথবা কোন কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হেতু মানসিক অবসাদ অথবা পীড়া উপস্থিত হইলে ইগ্নেসিয়ার বিষয়ও চিন্তা করিবে কারণ ইগ্নেসিয়াও এইরূপ অবস্থার একটী উত্তম ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া রোগী ফস্ফরিক এসিডের রোগীর ন্যায় এত দুর্ব্বল হয় না এবং ফস্ফরিক এসিডের কার্য্য ইগ্নেসিয়া অপেক্ষা গভীর। ইহা ব্যতীত ফস্ফরিক এসিডে ইগ্নেসিয়ার ন্যায় খেঁচুনি (nervous twitching) বর্ত্তমান থাকে না। ফস্ফরিক এসিড ইগ্নেসিয়ার পর এবং রোগ পুরাতন হইলে ব্যবহার হয়। ইগ্নেসিয়ার তরুণ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে।

গৃহরোগ (**Nostolagia or Homesickness**) ফস্ফরিক এসিডে আর একটি মানসিক অবস্থা আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে গৃহকাতর (homesickness a vehement desire to return to ones country)

অর্থাৎ রোগী বাড়ী ফিরিয়া যাইব বাড়ী যাইব বলিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে এবং রোগী সকল সময় বিমর্ষ। এই সঙ্গে সঙ্গে বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে কিম্বা রাত্রিতে প্রায়ই hectic fever এবং ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় ও রোগী মস্তকের তালুতে ভীষণ ভার ভার (crushing weight) যন্ত্রণা বোধ করে। ইহা ফস্ফরিক এসিডের একটী বিশেষ লক্ষণ। মস্তকের এই প্রকার যন্ত্রণা বহুদিন যাবৎ শোক দুঃখ কিংবা স্নায়ুদৌর্ব্বলতা কিংবা অত্যধিক সঙ্গমক্রিয়া কিংবা হস্তমৈথুনজনিত উত্থিত হয়।

মস্তকের তালুতে যন্ত্রণাসহ শোক দুঃখজনিত পুরাতন ব্যাধিতে নেট্রাম মিউরকে ফস্ফরিক এসিডের পাশাপাশি স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

জরায়ু ভ্রংশ (Prolupsus of uterus)—আমরা পূর্ব্বে জেলসিমিয়াম, ক্যামোমিলা ইত্যাদিতে দেখিয়াছি, শোক, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদির অনুভূতি শরীরের উপর কিরূপ কার্য্য করে। এমন কি হঠাৎ কুসংবাদ শ্রবণে স্তন দুগ্ধ পর্য্যন্ত বিষাক্ত হইয়া যায়। তাহাতে কিরূপ পরিপাক শক্তির গোলযোগ উৎপন্ন করে তাহাও আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু এসিড ফসে ইহা ব্যতীত আর একটী লক্ষণ দেখিতে পাই যাহা অন্য কোন ঔষধে বিশেষ দেখা যায় না, তাহা হইতেছে অবসাদসূচক অনুভূতিতে জরায়ুর নির্গমন (prolupsus of uterus)।

উদরাময়—আমরা ফস্ফরিক এসিডে পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বলতার কথা উল্লেখ করিয়া আসিতেছি এবং ফস্ফরিক এসিড রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্থ বটে ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি কিন্তু উদরাময়ে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় যেহেতু রোগী উদরাময়ে কিছুমাত্র দুর্ব্বল হয় না। ইহাই ফস্ফরিক এসিডের উদরাময়ের একটী অদ্ভুত লক্ষণ। তাই এই স্থলে পরিষ্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি যে, ফস্ফরিক এসিডের গভীর দুর্ব্বলতা এবং অবসাদ সমুদায়ই স্নায়ুমণ্ডলীর এবং sensorium এর উপর। তরল উদরাময়ের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, টাইফয়েড জ্বরেও ইহা আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি। চায়নায় দুর্ব্বলতা-ভেদ এবং জীবনীশক্তির অপচয় হইতে উৎপন্ন হয়। ফস্ফরিক এসিড সর্ব্বপ্রথমেই স্নায়ুমণ্ডলীকে আক্রমণ করে। চায়না স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিশেষ কোন কার্য্য করে না

এতদ্ হেতুই ভেদ হইলে একটীতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় আর একটীতে কিছুমাত্র দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় না। ফস্ফরিক এসিডের উদরাময় প্রচুর সাদা পীতবর্ণ, জলবৎ যন্ত্রণাশূন্য এবং অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য মিশ্রিত। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে গড়গড় শব্দ হয়। এসিড ফস বিশেষতঃ বাড়ন্তি যুবকদিগের উদরাময়ে (young man, who grow too fast) উত্তম কার্য্য করে (Calcarea carb—growing too fat) নূতন এবং পুরাতন সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ হয়। (Phos acid is one of the most prominent remedies for white and yellow watery diarrhoea either chronic or acute. It is characterized by painless and absence of any marked debility or exhaustion, the patient even getting flesh inspite of diarrhoaa.—Dr. Bell) ফস্ফরিক এসিডের উদরাময়ে ইহাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পুনঃ পুনঃ ভেদেও রোগী বিশেষ দুর্ব্বল হয় না এবং মল সাদা অথবা ঈষৎ পীত আভাযুক্ত হয়। ফস্ফরিক এসিড রোগী যদিও অত্যন্ত দুর্ব্বল কিন্তু অল্প সময় নিদ্রাতেই সুস্থ বোধ করে। ইহা বোধ হয় ফস্ফরাসের stimulating effect এর দরুণই হইয়া থাকে।

রেতঃস্খলন এবং স্বপ্নদোষ (Seminal Emission)— ফস্ফরিক এসিড ধাতুদৌর্ব্বল্যের একটী সর্ব্বপ্রধান ঔষধ এবং তদ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নানা ব্যাধি আরোগ্য করিতেও ইহার ক্ষমতা যথেষ্ট। সকল গ্রন্থকারগণই এই বিষয়ে ফস্ফরিক এসিডকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন।

অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গম এবং হস্তমৈথুন হেতু বীর্য্য এত অধিক দুর্ব্বল এবং তরল অবস্থায় পরিণত হয় যে, নিদ্রিত কিংবা অনিদ্রিত অবস্থায় কিংবা মল মূত্র ত্যাগকালীন অতি সহজেই রেতঃস্খলন হয়। বীর্য্য তারল্যের সঙ্গে সঙ্গে শরীর মন সমুদায়ই দুর্ব্বল হইয়া আইসে, মস্তক ঘুড়াইতে থাকে এবং টলিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। মস্তকে ঘূর্ণনের সহিত এসিড ফসের অনেক সময় একটী অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতেছে রোগী শয়ন করিলে মনে করে, পদদ্বয় মস্তক অপেক্ষা উঁচুতে উঠিয়া যাইতেছে, ইহা ব্যতীত অণ্ডকোষদ্বয় শিথিল হইয়া ঝুঁলিয়া পড়ে। লিঙ্গ দুর্ব্বল হয়; লিঙ্গের

উত্থানশক্তি রহিত হইয়া আইসে। স্ত্রী-সহবাসে শীঘ্রই বীর্য্যপাত হইয়া যায়। অণ্ডকোষদ্বয়ে পীপিলিকাবৎ সুড় সুড় অনুভূতি হয়, পদদ্বয় দুর্ব্বল হয় এবং হাঁটিতে কষ্টবোধ করে। বহুদিন যাবৎ মল মুত্রে এবং স্বপ্নদোষে এই প্রকার শুক্র ক্ষরণ হেতু রোগীর ক্রমশঃ উক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আইসে এবং শুক্রতারল্য হেতুই অতি অল্প চেষ্টাতেই এমন কি স্ত্রীলোকের অঙ্গে হস্ত প্রদানেই অথবা স্ত্রীলোকের বিষয় চিন্তাতেই শুক্র নিঃসরণ আপনা হইতেই হইয়া যায়। রোগী এই ভাবে ভুগিয়া ভুগিয়া ক্রমশঃ অবসন্ন নিরুৎসাহ এবং হতাশ হইয়া পড়ে। মনে করে আর আরোগ্য হইতে পারিব না। যাহাদিগের অত্যন্ত অধিক স্বপ্নদোষ হয় এবং তদহেতু লিঙ্গ শিথিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এসিড ফস্ নিম্ন ২× কিংবা ৩× বিশেষ উপকারী, অন্য অবস্থায় ৩০ ক্রম প্রযুজ্য।

চায়নাকে এসিডফসের একটী সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু চায়না সর্ব্বদা নূতন অবস্থায় এবং ফস্ফরিক এসিড পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগ হয়। একটী লোক পর পর ৩।৪ রাত্রি স্বপ্নদোষ হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, এইরূপ স্থলে চায়না দেওয়া কর্ত্তব্য। আর অনেক দিন হইতে স্বপ্নদোষহেতু ভুগিয়া ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে সেইরূপ স্থলে ফস্ফরিক এসিড দেওয়া কর্ত্তব্য। ডাক্তার জার স্বপ্নদোষে ফস্ফরিক এসিড ১৮ক্রম ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতেন।

স্বপ্নদোষ রোগ অল্প বয়স্ক যুবকদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় কারণ তাহাদিগের ইহা অধিকাংশ স্থলে হস্তমৈথুনজনিতই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফস্ফরিক এসিড অত্যন্ত বাড়ন্ত প্রকৃতির (Growing too fast) (growing too fat—cal, carb.) যুবকদিগেতে যাহারা হস্ত মৈথুনজনিত সর্ব্বদা বিমর্ষ, স্ফূর্ত্তিহীন, উদাসীন, স্মরণশক্তি শূন্য এবং দুর্ব্বল তাহাদিগের পক্ষে উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার যুবকদিগকে অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃস্খলনের অপকারিতা বুঝাইয়া সাবধান করিয়া না দিলে অবশেষে ক্ষয় কাশে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হয়। এতদহেতুই চিকিৎসকগণের এবম্প্রকার রোগীকে চিকিৎসাকালীন এই বিষয়ে সদুপোদেশ দেওয়া এবং অধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম, উপন্যাস ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করা উচিৎ।

স্বপ্নদোষ এবং শুক্রতারল্য রোগ চিকিৎসার সময় ঔষধ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন না করিয়া একটী ঔষধ ভালমত নির্ব্বাচন করিয়া তাহা কিছুদিন ভালমত সেবন করাইয়া তৎপর অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কারণ এইরূপ স্থলে কোন ঔষধ অধিক দিন ব্যবহার না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

Dr. Baehr বলেন—for spermatorrhoea—among all these remedies (Phosphoric acid, Calcarb, Etc.) Digitalis and more particularly Digitalin has the best effect. A few doses of the 3rd trituration of this medicine are genarlly sufficient to effect complete cure or at least a makred improvement. The medicine should be given in the morning.

অর্থাৎ বেয়ার সাহেব বলেন—ডিজিটেলিনের ৩x চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিছুদিন সেবন করিলে অল্প সময়েই স্বপ্নদোষ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (এই ঔষধ সন্ধ্যার সময় সেবন করা উচিৎ নয় তাহাতে অযথা রাত্রির নিদ্রার ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে) আর একস্থানে তিনি বলিতেছেন—Stillingia is like wise an excellent remedy for both nocturnal emissiou and spermatorrhoea. অর্থাৎ ষ্টিলিঞ্জিয়া ইহাও স্বপ্নদোষ এবং শুক্র মেহরোগের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বপ্নদোষের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

জেলসিমিয়াম—(৩০, ২০০) ইহাতেও অনেকটা ধ্বজভঙ্গের অবস্থা উপস্থিত হয়। লিঙ্গ শিথিল সহ রাত্রিতে পুনঃ পুঃন স্বপ্নদোষ হয় অথচ রোগী কোন প্রকার কুৎসিত দৃশ্যের স্বপ্ন দেখে না। হস্তমৈথুনজনিত এবং স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যতা হেতু স্বপ্নদোষে জেলসিমিয়াম বিশেষ ভাবে নির্ব্বাচিত হয়। জেলসিমিয়াম রোগী অত্যন্ত স্নায়বীক (nervous)।

ডাইস্কোরিয়া—(৬x) পেশীর দুর্ব্বলতা হেতু স্বপ্নদোষে এবং যাঁহাদিগের উদরে বায়ুর প্রকোপ হয় তাহাদিগেতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া স্ত্রীলোকের একাধিক স্বপ্ন দেখে এবং

নিদ্রিতাবস্থায় লিঙ্গ শিথিল সহ রেতঃস্খলন হয়। রেতঃপাতের পরবর্ত্তী দিনে রোগী বিশেষরূপ জানুদ্বয়ে অত্যন্ত অধিক দুর্ব্বলতা বোধ করে।

কেলেডিয়াম—(৩০) অত্যধিক সঙ্গমক্রিয়া হেতু ধাতুদৌর্ব্বল্যের উত্তম ঔষধ। ইহাতে রোগী কোন প্রকার কুৎসিৎ স্বপ্ন দেখে না এবং স্ত্রীলোকের আলিঙ্গণেও লিঙ্গের উদ্রেক হয় না কিন্তু রাত্রিতে আপনা হইতেই রেতঃস্খলন হইয়া যায়।

ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া—(৩০) চক্ষুর চারি পার্শ্ব কালিমা দাগযুক্ত। মুখমণ্ডল এবং শরীর শুষ্ক এবং কৃশ। রোগী অত্যন্ত খিটখিটে এবং লোকের সম্মুখে আসিতে লজ্জা করে।

কেলিব্রোমেটাম—(৬x) ইহাও একটী স্বপ্নদোষের উত্তম ঔষধ। ডাক্তার ক্লার্ক ইহাকে অত্যন্ত উচ্চস্থান দেন। যখন কোন ঔষধে উপকার হয় না তখন কেলি ব্রোমেটাম্ প্রয়োগ করিবে।

হস্ত মৈথুন নিবারণের ঔষধ সমূহ।

ওরিগেনাম—৬x। সর্ব্বদা কাম আকাঙ্ক্ষা এবং হস্ত মৈথুনের ভীষণ ইচ্ছা।

গ্রেটিওলা—স্ত্রীলোকদিগের উপরিউক্তরূপ অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয়।

বিউফো—৩। হস্ত মৈথুনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং সর্ব্বদা একা থাকিতে ইচ্ছা।

পিকরিক এসিড—৩০। ভীষণ লিঙ্গোদ্রেক এবং কামোত্তেজনা।

শিরঃপীড়া—বহুদিন যাবৎ শোক দুঃখ অথবা স্নায়ু দৌর্ব্বল্যতা হেতু মস্তকের তালুতে ভীষণ ভার বোধ যন্ত্রণা হয়, মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে। ইহা ব্যতীত কখন কখন আবার মস্তকের পশ্চাতে কিংবা ঘাড়েও এইরূপ যন্ত্রণা হইতে দেখা যায়, কিন্তু সচরাচর যন্ত্রণা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে বিস্তারিত হয়। সামান্য নড়া চড়ায়, গোলমালে ও বিশেষতঃ গান বাজনায় শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয় এবং শয়নে উপশম হয় (ব্রাইওনিয়া, জেলসিমিয়াম এবং সাইলিসিয়া)। পাঠ্যাবস্থায় (বাড়ন্তি প্রকৃতির) স্কুলের ছাত্রীদিগের

(Cal Phos, Natrum, Ruta) পড়িবার কালীন চক্ষুর সামান্য Strain হইলে অথবা কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলে মস্তকের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। অত্যধিক অধ্যয়ন হেতু শারীরিক দুর্ব্বলতায়ও অনেকে ফস্ফরিক এসিডকে একটি উপযুক্ত ঔষধ বলেন। ফস্ফরিক এসিডের অধিকাংশ উপসর্গই স্থিরভাবে একলা থাকিলে এবং উত্তাপে উপশম হয়। কথাবার্ত্তায়, শারীরিক কিংবা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। শিরঃপীড়া অবস্থায় রোগী চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কাহারও সহিত কথা বলিতে কিংবা কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হয়।

শিরঃঘূর্ণন—শারীরিক দুর্ব্বলতার সহিত শিরঃঘূর্ণনও উপস্থিত হয়। শয়ন করিলে মনে হয় যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ শূন্যে আকাশে উঠিতেছে অথচ মস্তক এক অবস্থায় স্থির ভাবে থাকে। ইহা অধিক দুর্ব্বলতার পরিচয়। মস্তিষ্কের এই প্রকার দুর্ব্বলতা অত্যধিক স্ত্রীসহবাস, হস্ত মৈথুন ইত্যাদি কারণ বশতঃ হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

কাশি—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (Mucous Membrane) ফস্ফরিক এসিডের কার্য্য দেখা যায়। বক্ষঃস্থল সুড় সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং সন্ধ্যার সময় শয়নকালীন বৃদ্ধি হয়। কাশির সহিত প্রচুর পূঁজ সদৃশ পীতাভ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। শ্লেষ্মা দুর্গন্ধ এবং লবণ আস্বাদযুক্ত। রোগী কাসিতে কিংবা কথা বলিতে বুকে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে। এইপ্রকার লক্ষণ থাইসিস রোগে প্রায়ই প্রকাশ থাকে কিন্তু ফস্ফরিক এসিড থাইসিস রোগের অধিক প্রচলিত ঔষধ নয় বরং ফসফরাসই তাহার উপযুক্ত ঔষধ। কিন্তু যখন দেখা যায় রোগীর বক্ষঃস্থল অত্যন্ত ঠাণ্ডা স্পর্শাধিক্য এবং রোগীকে তদহেতু বক্ষঃস্থল উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হয় সেইরূপ স্থলে ফস্ফরিক এসিডকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ফস্ফরিক এসিডের যেমন অধিকাংশ রোগই হস্ত মৈথুন কিংবা অত্যধিক স্ত্রীসহবাস কিংবা শরীরের দ্রুত (Too rapid growth) বৃদ্ধি হেতু হয় তেমনি বক্ষঃস্থলের দুর্ব্বলতা এতদ সমুদায় কারণ বশতঃই হইয়া থাকে। Dr. Nash, বলিতেছেন—All this condition of things may when Phosphoric acid is the remedy find its cause one or both of two things :—Onanism or sexual excess

and two rapid growth অর্থাৎ ফস্ফরিক এসিডের যাবতীয় রোগের সহিত হস্ত মৈথুন, অত্যধিক স্ত্রীসহবাস অথবা শরীরের দ্রুত বৃদ্ধি এই সমুদায়ই অথবা ইহার কোন একটী কারণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

আমরা ষ্ট্যানামেও এই প্রকার বক্ষঃস্থলের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই কিন্তু ষ্ট্যানামের শ্লেষ্মা অপেক্ষাকৃত গাঢ় এবং মিষ্টি স্বাদযুক্ত।

অস্থিরোগ—অস্থিরোগে ফস্ফরিক এসিড সময় সময় ব্যবহার হয় কিন্তু অস্থিক্ষতে কিংবা অস্থিনাশে (caries, necrosis) ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। স্ক্রফুলাস রোগ হেতু শিশুদিগের Hip Disease কিংবা Vertebraর অস্থি ক্ষত প্রযুক্ত মেরুদণ্ডের বক্রতায় ইহার ব্যবহার রহিয়াছে। অস্থিতে ভীষণ প্রদাহ এবং যন্ত্রণা হয়; বোধ হয় ছুরি দিয়া যেন চাঁচিয়া ফেলা হইতেছে।

বহুমূত্র Polyuria and Diabetis—প্রস্রাব সাদা দুগ্ধবৎ এবং সময় সময় প্রস্রাবের নিম্নে শ্লেষ্মার মণ্ডের ন্যায় (Jelly like) তলানি পড়ে কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। রাত্রিতে পরিষ্কার জলবৎ প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয় এবং তদহেতু রোগীকে নিদ্রা হইতে পুনঃ পুনঃ উঠিতে হয়। এতদ কারণ বশতঃই ফস্ফরিক এসিডকে বহুমূত্রের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হইয়াছে। প্রস্রাব জলবৎ পরিষ্কার হইলেও ফস্ফেট (phosphate) নিঃসরণ হেতু মূত্র ত্যাগের অব্যবহিত পরেই অত্যধিক তলানি পড়িয়া ঘোলা হইয়া যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত বদগন্ধযুক্ত হয়।

ল্যাকটিক এসিড—৩০। ইহাকেও বহুমূত্র রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। ইহার সহিত অত্যন্ত রক্তশূন্যতা, আহারের পর বমনেচ্ছা, মুখগহ্বরের ক্ষত, লালাস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম—৩x চূর্ণ। অগ্নিমান্দ্য রোগ হইতে বহুমূত্র রোগের উৎপত্তি হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। অত্যন্ত পিপাসা দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

এসিড ফসের মূত্রপিণ্ডের উপর বিশেষ কোন কার্য্য না থাকিলেও কিন্তু মূত্র উপাদানের (composition of urine) উপরে যথেষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে, কাজেকাজেই ফস্ফেটযুক্ত অর্থাৎ ফস্ফেট তলানি (phosphate

deposit) নিবারণের ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশুদিগের দুগ্ধবৎ মূত্রের ইহার উপযোগিতা সন্তোষজনকরূপ পাওয়া গিয়াছে। যে স্থলেই মূত্রে ফসফেটের তলানি দেখা গিয়াছে, ফস্ফরিক এসিড প্রয়োগে অতি সত্বর তাহা দূরীভূত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ফস্ফরিক এসিডকে বহুমূত্র রোগের একটী মহৎ ঔষধ বলা হয়। মূত্রমেহ (Diabetis insipidus) মধুমেহ (Diabetis mellitus) ইত্যাদি যাহাই হউক ইহা সর্ব্বদা প্রযোগ হইয়া থাকে। যে স্থলেই প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ মূত্র স্রাব হয়, দুগ্ধবৎ সাদাই হউক কিংবা সাদা জলবৎই হউক পুরাতন এবং তরুণ সকল অবস্থাতেই এসিড ফস নির্ব্বাচিত হইতে পারে, Nervous origin হইতে বহুমূত্র রোগ হইলে তাহাতে এসিড ফস উত্তম কার্য্য করে। ফস্ফরিক এসিডের প্রস্রাবে দুইটী বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, প্রথমতঃ পরিমাণে প্রস্রাব প্রচুর হয় এবং দ্বিতীয়তঃ জলবৎ পরিষ্কার অথবা দুগ্ধবৎ সাদা হয়। (It is in diabetis that Phosphoric acid won its greatest laurels, not only in the insipid form—chronic diuresis or Polyuria as we should naw call it—but in time Glycosuria cure has repeatedly resulted from the administration of this acid.—(Hughes) প্রচুর প্রস্রাব আমরা জেলসিমিয়াম এবং ইগ্নেসিয়াতেও দেখিতে পাই। জেলসিমিয়ামে এবং এসিড ফসে স্নায়বিক অবসাদ হেতু উক্ত প্রকার প্রস্রাব হয় এবং সর্দ্দি, শিরঃপীড়া থাকে, প্রস্রাবের সহিত শিরঃপীড়া উপশম হয়। ইগ্নেসিয়া হিষ্টিরিকেল স্ত্রীলোকের প্রচুর প্রস্রাবে ব্যবহৃত হয়।

সিজিজিয়াম জাম্বোলিন :—কাল জামের বিচি হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। বহুমূত্র রোগের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদিও ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, কিন্তু প্রস্রাবের পরিমাণ এবং বার হ্রাস করিতে ইহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। অনেকে ইহার অত্যন্ত উপকারিতা হেতু বহুমূত্র রোগের পেটেণ্ট ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সচরাচর মূল অরিষ্টই ব্যবহার হইয়া থাকে। যখন কোন ঔষধে উপকার হয় না তখন সিজিয়াম জাম্বোলিন প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিৎ।

দুগ্ধ মূত্র (Chyluria)—দুগ্ধবৎ মূত্রের এসিড ফস্ একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ—মূত্র দেখিতে দুগ্ধের ন্যায়, মূত্রে যেন দুগ্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা মিশ্রিত থাকে। সময় সময় মূত্রমার্গ দুগ্ধের দানায় বুজিয়া থাকে। মূত্র ধরিয়া রাখিলে খড়িমাটির অথবা ময়দার ন্যায় তলানি পড়ে।

দুগ্ধবৎ মূত্রে এসিড ফসের সহিত চিমাফিলা এম্বালেটাকেও চিন্তা করিবে, ইহা সচরাচর নিম্নক্রম অথবা মূল অরিষ্ট ব্যবহার হয়।

শ্বেতপ্রদর—বহুদিন সন্তানকে স্তন পান অথবা অধিক দুগ্ধ ক্ষরণ হেতু দুর্ব্বল অবস্থার সহিত শ্বেতপ্রদরে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এসিডফসে শ্বেতপ্রদর সচরাচর ঋতুস্রাবের পরই অধিক হয়। শ্বেতপ্রদর পীত আভাযুক্ত প্রচুর এবং ঈষৎ ক্ষয়কারক।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসনঃ—স্নায়বীয় রোগে, দুগ্ধবৎ প্রস্রাবে, জ্বরে, এসিড ফস্ কিঞ্চিত উর্দ্ধ ক্রম অর্থাৎ ৩০ অধিক উপযোগী। পুং জননেন্দ্রিয় দুর্ব্বলতায়, বহুমূত্রে ইত্যাদিতে নিম্নক্রম ২×, ৩× অধিক ফলপ্রদ। ক্লাক, হিউজ প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ স্বপ্নদোষ, রেতঃস্খলন, লিঙ্গের আংশিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদিতে এসিড ফসের নিম্নক্রমকে টনিক বলেন এমন কি তাঁহারা আহার কিংবা জল পান কালীন এসিড ফস মূল অরিষ্ট গ্লাসে দিয়া general টনিকরূপে সেই জল পান করিতে ব্যবস্থা দেন। অবস্থাবিশেষে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগও হয়। ডাঃ জার সাহেব ১৮ ক্রমকে অতি উচ্চ স্থান দেন।

ফসফরিক এসিডঃ—চায়নার পূর্ব্বে এবং পরেও ক্ষয়কর রোগ—যেমন উদরাময়, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্ম ইত্যাদিতেও উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধিঃ—মানসিক রোগে, জীবনীশক্তির অপচয়ে, বিশেষভাবে রেতঃস্খলনে, হস্তমৈথুনে, অত্যধিক স্ত্রীসহবাসে।

রোগীর বিবরণ

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মেটিয়াবুরুজে একটী রোগী দেখিতে যাই। রোগী একজন স্ত্রীলোক বয়স প্রায় ২৪।২৫ হইবে, গৌরবর্ণা দোহারা শরীর চোখ কিঞ্চিৎ কোটরাবিষ্ট, মুখমণ্ডল শুষ্ক। বহুদিন যাবত শ্বেতপ্রদর স্রাবে ভুগিতেছে, অনেক প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না। এক্ষণে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে প্রথম ডাকাইয়া লইয়া যান। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে এই রোগ আজ প্রায় ৬ বৎসর হইতে চলিতেছে। ১৬ বৎসর বয়সে একটী সন্তান হইয়া শরীর কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হয় এবং তদবধি হইতেই এই রোগ অল্প অল্প দেখা দেয়, এক্ষণে ইহা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। স্রাবে কোন প্রকার জ্বালাযন্ত্রণা নাই, স্রাব ঈষৎ গাঢ় এবং হলদে আভাযুক্ত, সর্ব্বদা অল্পবিস্তর নিঃসরণ হইতেছে। স্বামীসহবাসের ইচ্ছা কিংবা উপন্যাস গ্রন্থাদি পাঠ করিলে স্রাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কোন কাজকর্ম্মে উৎসাহ নাই। সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, শরীর দিন দিন ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং কৃশ হইয়া আসিতেছে, মেজাজ পূর্ব্বে খিট্‌খিটে ছিল না, এক্ষণে অল্পতেই বিরক্ত বোধ করে এবং ঠাণ্ডাও অধিক সহ্য হয় না।

আমি তাহাকে ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৩০ ক্রম সপ্তাহে একবার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং ১৫ দিন পর সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম। ১৫ দিন পর জানিতে পারিলাম কিছুই উপকার হয় নাই। আর ক্যালকেরিয়া কার্ব্বের উপর বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া, সিপিয়া ৩০ ক্রম বৈকালে সপ্তাহে একবার করিয়া খাইতে দিলাম। তাহাতেও কিছুই ফল না হওয়ায় তাহাকে অন্য কোন বিজ্ঞ এবং প্রাচীন চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিতে বলিলাম। সেই সময় শ্রদ্ধাষ্পদ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে আমি রোগীর সমুদায় বিবরণ বলিলাম। তিনি স্ত্রীলোকটির স্বামীকে স্ত্রীসহবাস অত্যন্ত অধিকরূপ হইয়াছিল কি না ইহা এবং আর কয়েকটি কথা প্রশ্ন করিয়া এসিড ফস ৩০ ক্রম ২।৩ দিন পর পর একবার করিয়া সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া ১৫ দিন পর পুনরায় সাক্ষাৎ

করিতে বলিয়া দিলেন। এসিড ফস দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—Minton's uterine therapeutic অর্থাৎ মিণ্টনের স্ত্রীচিকিৎসা গ্রন্থপাঠ করিয়া দেখুন। বুঝিতে পারিলাম অত্যধিক স্ত্রীসহবাস হেতু এবম্প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়াছে এতদ কারণ এসিড ফসই ইহার উপযুক্ত ঔষধ এবং সেই স্ত্রীলোকটি এসিড ফস সেবন করার পর হইতে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল। আমি এইরূপ কয়েক বার রোগের উৎপত্তিতে এসিড ফস ব্যবহার করিয়া অনেক স্থলে আশ্চর্য্যরূপ ফল পাইয়াছি।

২। আমার ডাক্তারখানার পার্শ্বের দোকানের একটি বালকের উদরাময় হয়। বালকটির বয়স প্রায় ১৭।১৮ হইবে, দেখিতে কিঞ্চিৎ কৃশ এবং লম্বা। রোগীকে আমি প্রথমতঃ দেখি নাই, রোগীর ভ্রাতা রোগের লক্ষণ বলিয়া বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছিল। আমি অনেক প্রকার ঔষধ দিলাম কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইতেছে না। তৎপর তাহারা আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। রোগীর যে এত অধিক ভেদ হইতেছে এবং কয়েকদিন যাবৎ উদরাময়ে ভুগিতেছে তাহা রোগীকে দেখিলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। রোগী বলিল, "যদিও ৭।৮ বার করিয়া প্রত্যহ এই তিন দিন যাবৎ ভেদ হইতেছে কিন্তু আমি তত দুর্ব্বল বোধ করিতেছি না।" মল ঈষৎ পীতবর্ণ ঘোলা তরল জলবৎ যন্ত্রণা কিম্বা পেটফাঁপা কিছুই নাই। এত অধিক ভেদ হওয়া সত্ত্বেও রোগীর চেহারার পরিবর্ত্তন এবং দুর্ব্বলতা কিছুই হয় নাই, দেখিয়া আমি তাহাকে এসিড ফস ৩০ দুই মাত্রা দিয়া চলিয়া আসিলাম। তৎপরদিন জানিতে পারিলাম একমাত্রা সেবনের পর হইতেই উদরাময় হ্রাস হইয়া গিয়াছে এবং এসিড ফসেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। "উদরাময়ে রোগী দুর্ব্বল হয় না এবং চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটে না" এই লক্ষণ আমরা এসিড ফস ব্যতীত আর কোন ঔষধে দেখিতে পাই না। এসিড ফসের উদরাময়ের ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

—

ইগ্নেসিয়া অ্যামেরা (Ignatia Amara)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ইগ্নেসিয়া অ্যামেরা। ইহা একপ্রকার লতা বিশেষ গুল্ম। ফিলিপাইন এবং কোচিন চায়নায় প্রচুর জন্মে। ইহার ফলগুলি অনেকটা ডিম্বাকার। শাঁস অত্যন্ত মসৃণ এবং ভঙ্গ প্রবণ। প্রত্যেক শাঁসের ভিতর প্রায় ২০।৩০ টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি থাকে। যদিও ইগ্নেসিয়া এবং নক্সভমিকা উপাদানগত এবং জাতীগত সাদৃশ্যে এক কিন্তু ইহারা ভৈষজ্যগুণে এবং লক্ষণে অত্যন্ত পৃথক। ইগ্নেসিয়ায় নাক্সভমিকা অপেক্ষা অধিক ষ্ট্রিকনাইন উপক্ষার রহিয়াছে বলিয়াই ইহার আর একটি নাম ষ্ট্রিকনোস ইগ্নেসিয়া (Strychnos Ignatia) দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে দুইভাবে অর্থাৎ টিংচার এবং চূর্ণরূপে ঔষধে পরিণত করা হইয়াছে। গুল্ম হইতে টিংচার এবং বিচি হইতে চূর্ণ প্রস্তুত করা হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। স্নায়ু প্রধান ধাতু বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ লোকদিগেতে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগেতে যাহারা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য অল্পতেই উত্তেজিত হয়, অথচ বিনয় এবং নম্র এই প্রকার স্বভাবের লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। লক্ষণসমূহ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ প্রকৃতির (contra-dictoay) কর্ণের গুণগুণানি শব্দ গান বাজনায় উপশম হয়। অর্শ চলা ফেরায় উপশম হয়, গলার ব্যথা গলাধঃকরণে উপশম হয়। কাশি যতই কাশে ততই অধিক হয়, জ্বরে শীত অবস্থায় জলতৃষ্ণা হয়, দাহ অবস্থায় তৃষ্ণা হয় না, শোক দুঃখে আনন্দ হয় খিল খিল করিয়া হাসে।

৩। মানসিক অবস্থা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল এবং চঞ্চল, অতি অল্প সময়ে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এই হাসিতেছে আবার এই কাঁদিতেছে, এই প্রফুল্ল চিত্ত আবার এই দুঃখে অভিভূত্ত এবং সদা সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত (always moody)।

৪। শরীর ও মন উভয়ই শোক দুঃখের চিন্তায় ভগ্ন ও ক্লান্ত (persons mentally and physically exhausted by long involuntaay concentrated grief)।

৫। অনিচ্ছায় থাকিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ত্যাগ এবং পাকাশয় খালি খালি বোধ আহারেও উপশম হয় না, (হাই ড্রাস, সিপিয়া)।

৬। তামাকের গন্ধ অথবা ধূমপান অত্যন্ত অসহ্য।

৭। শিরঃপীড়া, মস্তকের এক পার্শ্বে যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে এইপ্রকার যন্ত্রণা হয় এবং সেই পার্শ্ব ব্যাপিয়া শয়নে উপশম বোধ হয় (কফিয়া, নাক্স, থুজা)।

৮। অর্শ—প্রত্যেকবার. মলত্যাগকালীন বহির্গত হয়, হাত দিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিতে হয় এবং সরলান্ত্রের ঊর্দ্ধদিকে তীর বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয় (shooting up the rectum) ও মলত্যাগের পর যন্ত্রণা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। (র‍্যাটেনিয়া, সালফার)।

৯। জ্বরের শীত অবস্থায় জলতৃষ্ণা হয় এবং মুখমণ্ডল লাল বর্ণ হয়। দাহ অবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না এবং মুখমণ্ডল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।

১০। নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের স্থান বিশেষের অথবা সর্ব্ব-শরীরময় খেচুনি এবং আকুঞ্চন হয়। twitching jerking even spasm of single limbs or whole body, when falling asleep.

১১। ক্রোধ, শোক অথবা প্রেম হইতে বঞ্চিত হেতু রোগের উৎপত্তি। বিপদের কল্পনা করিয়া রোগী নির্জ্জনে চিন্তা করিতে থাকে।

সাধারণ লক্ষণ

১। মলত্যাগকালীন কোঁথদিলে কিংবা কোন ভারি জিনিষ উত্তোলন করিলে কিংবা শরীর নোয়াইলে (stooping) হারিশ বহির্গত হইয়া পড়ে এবং মল তরল হইলে অধিক হয়।

২। লোক সঙ্গ ভালবাসেনা। একলা থাকিতে ইচ্ছা করে।

রোগী যখন ভাল থাকে তখন খুবই ভাল লোক কিন্তু সামান্য মানসিক আবেগেই (emotion) অর্থাৎ অল্পতেই বিরক্ত হয়।

৩। শিশু তিরস্কৃত এবং ভীত হইবার পর নিদ্রাকালীন তরকায় আক্রান্ত হয়।

৫। রোগীর সামান্য দোষ ধরিলে কিংবা রোগীর সহিত বাদ প্রতিবাদ করিলে বিরক্ত বোধ করে এবং নিজে নিজে ক্রোধে গোমরাইতে থাকে অথচ প্রকাশ করে না।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য

ইগ্নেসিয়ার ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য আবোচলা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাতে স্নায়ু সমুহেব স্পর্শাধিক্যতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফিজিওলজিক্যাল কার্য্যকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

১। ইহা কশেরুকা মজ্জার (spinal cord) উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া চেতনাধিক্য আক্ষেপ ও পক্ষাঘাত আনয়ন করে।

২। ইহা চক্ষুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া হিষ্টিরিক্যাল দুর্ব্বলতা আনয়ন করে।

৩। ইহা গলার ভিতরে গুল্মবায়ুর ন্যায় অবস্থা আনয়ন করে।

৩। ইহা পাকাশয় শূন্যতা অর্থাৎ খালি খালি বোধ আনয়ন করে।

৪। ইহা অন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া সরলান্ত্র অর্থাৎ হারিশ বহির্গত করাইয়া থাকে।

ইগ্নেসিয়ার মানসিক এবং সমগুণ ঔষধসমূহের পার্থক্য নিরূপণ ঃ—ইগ্নেসিয়া স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উপর অধিক কার্য্য করে এবং সচরাচর স্ত্রীলোকদিগেতে ইহা

অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। নক্সভমিকার ন্যায় ইহাও একটি অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য (sensative) ঔষধ। কিন্তু নক্সভমিকার স্পর্শাধিক্যতার (sensativeness) প্রকাশ—ক্রোধ, বিরক্তিভাব এবং খিট্‌খিটে স্বভাব আর ইগ্নেসিয়ার স্পর্শাধিক্যতার sensativeness প্রকাশ—বিষন্নচিত্ততা, ক্রন্দনভাব এবং মনকষ্ট। এই দুইটী ঔষধের ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য—(It is not where anger, urgency, violence predominate but where these prevail rapid alternation between helarity and desire to weep—Hahnemann.) নক্সভমিকার রোগী অল্পতেই বিরক্ত হয় এবং ভয়ানক রাগী আর ইগ্নেসিয়া রোগী সর্ব্বদা বিষন্ন এবং শোকে অভিভূত। শোক চাপিয়া রাখে কাহাকেও ব্যক্ত করেনা। তিরস্কৃত হইলেও তাহার প্রতিশোধের চিন্তা করে না কিংবা বিরক্তিভাব প্রকাশ করে না শুধু অন্তরে অন্তরে গোমরাইতে থাকে। পালসেটিলায় অনেকটা ইগ্নেসিয়ার ন্যায় বিষন্ন এবং ক্রন্দনভাব থাকিলেও কিন্তু পালসেটিলা রোগী ইগ্নেসিয়ার ন্যায় মনের কষ্ট চাপিয়া রাখে না এবং সর্ব্বদা আপনার দুঃখ-কষ্টের চিন্তা করে না বরং সকলকে আপনার দুঃখ-কষ্ট জানায় ও সহানুভূতি পাইবার ইচ্ছা করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ইগ্নেসিয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অধিক ব্যবহার হয়—স্নায়ু প্রধান, শোকদুঃখে কাতর এবং বিশেষতঃ যাহারা আপনাদের শোক-দুঃখের বিষয় চাপিয়া রাখে, গোপনে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করে, সকল সময়ই চিন্তান্বিত— হয় ত' কাহারো ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, কিংবা কোন প্রকার গভীর শোক অথবা মানসিক আঘাত পাইয়াছে এই প্রকারের এবং যাহাদের মানসিক অবস্থার কোনই স্থিরতা নাই, এই হাসিতেছে, এই কাঁদিতেছে, এই গান গাহিতেছে, আবার কিছুক্ষণ পর গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। যাহাদের মন এবং শরীর উভয়ই শোক-দুঃখের চিন্তায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং তদহেতু নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ অবস্থা বিশেষতঃ অল্প দিনের হইলে ইগ্নেসিয়া তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ—পুরাতন এবং বহু দিনের শোক-দুঃখজনিত হইলে ফস্ফরিক এসিড এবং নেট্রাম মিউরের বিষয় চিন্তা করা উচিত।

ফস্ফরিক এসিড রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ প্রকৃতির। জীবনী-শক্তির অপচয় হেতু নৈশঘর্ম্ম (night sweats from exhaustion),

ক্ষুধামান্দ্য এবং মস্তকের তালুতে ভার বোধ উপস্থিত হয়। কৃশতা (emaciation), দুর্ব্বলতা এবং নৈশঘর্ম্ম এই তিনটিই হইতেছে এই ঔষধের পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

নেট্রাম মিউর—মানসিক লক্ষণে ইহা ইগ্নেসিয়ার অতি নিকট সদৃশ ঔষধ। কিন্তু বিষন্নতাসহ কোপনস্বভাব এবং সান্ত্বনা প্রদানে বিরক্তি-ভাবের বৃদ্ধি—ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক অস্বাভিবিক গোলমালে রোগীর হৃদস্পন্দন হয় এবং মস্তকের তালুতে শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় ইগ্নেসিয়ায় এই প্রকার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে নেট্রাম মিউর ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

(The chagrin (i.e. sense of cffence) is a cause mali to which he think Ignatia especially adapted, when it affects persons who are not in the habit of breaking out into vehemence or of seekings revenge, but who keep it concealed and dwell upon it in their recollections.)

হিষ্টিরিয়া—ইগ্নেসিয়া শোকদুঃখ হইতে সম্ভূত রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মানসিক চঞ্চলতা এত অধিক যে নাক্সভমিকাকেও পরাস্ত করিয়াছে। নাক্সভমিকায় মানসিক চঞ্চলতায় কোপনস্বভাব অত্যন্ত প্রবল কিন্তু ইগ্নেসিয়ায় কোপন স্বভাবের সহিত ক্রন্দন, বিমর্ষ, হাসি ইত্যাদি সমুদায় অত্যন্ত প্রবল কাজে কাজে রোগী পর্য্যায়ক্রমে একবার হাসে একবার কাঁদে আবার চীৎকার করে, আবার বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে অর্থাৎ মানসিক লক্ষণের কোন প্রকার স্থিরতা থাকে না. অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। ডাক্তার ন্যাস কয়েকটি কথায় পরিষ্কার করিয়া ইগ্নেসিয়া রোগীর মানসিক অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—Any one suffering from suppressd deep grief with long drawn sighs, much sobbing etc and especially if inclined to smother or hide that grief from others is just the subiect for this remedy. She desires to be alone with her grief, sighs, much and seems so sad and weak.) পরিবর্ত্তনশীল কথাটি শুনিলেই অনেকেরই পালসেটিলার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে কিন্তু পালসেটিলায় সমুদয় লক্ষণই

(জ্বর, উদরাময়, যন্ত্রণা, ইত্যাদি সমুদায়ই) অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল আর ইগ্নেসিয়ায় মানসিক লক্ষণই অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। ইগ্নেসিয়ার ন্যায় মানসিক পরিবর্ত্তনশীলতা আর কোন ঔষধে এত অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না।

গুল্মবায়ু গোলকেরও (Globus hystericus) ইগ্নেসিয়া একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। রোগীর মনে হয় গলার মধ্যে গোলাকার একটি পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে, ইহা উদগারে উপশম হয় এবং জলপানে বৃদ্ধি হয়। কুপ্রামের ন্যায় কখন কখন রোগী অর্দ্ধ চৈতন্য অবস্থায় হস্ত মুঠা করিয়া এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকে। এমতাবস্থা হইতে জ্ঞান সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে দীর্ঘনিশ্বাস (long drawn sigh) ত্যাগ করে অর্থাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

হিষ্টিরিয়ায় ইগ্নেসিয়ার সমগুণ ঔষধসমূহ—

প্ল্যাটিনা—অত্যন্ত কামাশক্ত আত্মম্ভরী স্ত্রীলোক। সকলকে ঘৃণা তুচ্ছ করে, আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানী ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, যেন সকলেই তাহার অপেক্ষা নীচ।

হাইওসিয়ামস—অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ এবং সন্ধিগ্ধ চিত্ত। ভয়ে ঔষধ কিংবা খাদ্যদ্রব্য কিছুই খাইতে চায় না, সর্ব্বদা ভয়ে শশঙ্কিত যেন কেহ তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়া মারিয়া ফেলিবে, জননেন্দ্রিয়ের স্থানে কাপড় রাখিতে চায় না। বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে। গলদেশের সঙ্কোচন ভাব এবং তদহেতু গলাধঃকরণ করিতে কষ্ট বোধ।

এসাফিটিডা:—ইহাতে অনেকটা ইগ্নেসিয়ার ন্যায় গুল্মবায়ু গোলকের লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিম্নোদরে বায়ু সঞ্চয় হইয়া বক্ষঃস্থলে ঠেলিয়া ওঠে এবং তদহেতু ফুসফুসে চাপ বোধ ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ায় কষ্ট হয়। সমুদায় বায়ুই যেন ঊর্দ্ধ দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে এইরূপ বোধ হয়। শ্বেতপ্রদর অথবা ঋতুস্রাব রোধ হেতু হিষ্টিরিয়া প্রকাশ পাইলে এসাফিটিডা উত্তম কার্য্য করে।

মস্কাস—যাহারা মূর্চ্ছাপ্রবণ অর্থাৎ অল্পতেই মূর্চ্ছা হয় এই প্রকার হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় এইরূপ দেখা যায়—আহারে বসিয়া খাদ্যদ্রব্য মুখে দেওয়া মাত্রই মৃতবৎ মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। ইহা ব্যতীত বক্ষঃস্থলের এত ভীষণ আক্ষেপ হয় যে রোগী মনে করে এক্ষণেই মারা যাইবে। সমুদায় মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে এবং ফেনা ওঠে।

ভেলেরিয়ানা—সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। রোগীর এইরূপ বোধ হয় যেন গলার মধ্যে একটি দড়ি লম্বাভাবে ঝুলিতেছে। ইহাতেও গুল্মবায়ু গোলকের ন্যায় উষ্ণ আভা পাকস্থলী হইতে গলায় ঠেলিয়া উঠে। রোগী কোন প্রকার অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না। সামান্য যন্ত্রণাতেব মূর্চ্ছার উপক্রম হয়, ইহা ব্যতীত অনেক সময় বাতের ন্যায় হস্ত পদের যন্ত্রণাতেও ভেলেরিয়ানা ব্যবহার হয়। রোগী একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না এবং সমুদায় বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য।

ককুলাস—ইহাতে ইগ্নেসিয়ার ন্যায় অনেকটা মনের অবস্থা রহিয়াছে—স্পর্শাধিক্যতা, উদ্বিগ্নতা, রোগীর ভীতিব্যঞ্জক চেহারা, স্মরণশক্তির হ্রাস, মানসিক গোলযোগ, শিরঃঘূর্ণন, জরায়ুর আক্ষেপ, দুর্ব্বলতা এবং বিবমিষাসহ মূর্চ্ছা ইত্যাদি সমুদায় অল্পবিস্তর বর্ত্তমান থাকে। শরীরময় একটা আংশিক পক্ষাঘাতের ন্যায় প্রকাশ পায় এবং গলদেশের উর্দ্ধভাগে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টসহ সঙ্কোচন ভাব বর্ত্তমান থাকে। ককুলাসের লক্ষণ সমুদায় অধিক রাত্রি জাগরণ অথবা অনিদ্রা হেতু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

নাক্স মস্কেটা—হিষ্টিরিয়াসহ ঘন ঘন পরিবর্ত্তনশীল মনের অবস্থা এবং সামান্য আহারে পেটে প্রচুর বায়ু সঞ্চার ও অত্যন্ত পেট ফাঁপা। রোগী সকল সময় অত্যন্ত তন্দ্রাযুক্ত। ঘুমের ঘোরে ঝিমাইতে থাকে মুখবিবর ভীষণ শুষ্ক, টাকরায় জিহ্বা আটকাইয়া যায় অথচ পিপাসা শূন্য।

জিঙ্ক ভেলেরিয়ানেটা—হিষ্টিরিয়া এবং স্নায়বিক ধাতুগ্রস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। রোগী একস্থানে স্থির হইয়

থাকিতে পারে না, অথচ পদদ্বয় সর্ব্বদাই নাড়িতে থাকে। ডাক্তার ফেরিংটন হিষ্টিরিয়া রোগে এই ঔষধটিকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন, তিনি সাধারণতঃ ৩য় শক্তি ব্যবহার করিতেন এবং কোনস্থানেই ইহা ব্যবহারে অকৃতকার্য্য হয় নাই।

শিরঃপীড়া—ইগ্নেসিয়ায় শিরঃপীড়া যন্ত্রণা মস্তকের সর্ব্বত্র একসঙ্গে না হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানেই হয় এবং সেই স্থানে যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে এইরূপ বোধ হয় কিন্তু যন্ত্রণা মস্তকের স্থানে সরিয়াও বেড়ায়। ইগ্নেসিয়ায় এবম্প্রকার শিরঃপীড়া সামান্য মানসিক পরিশ্রমে, কোন বস্তুর তীব্র সুগন্ধে কিংবা বদগন্ধে কিবা মানসিক আবেগে (emotion) সাধারণতঃ উপস্থিত হয় এবং প্রায়ই বমনান্তে উপশম হয়। ইগ্নেসিয়ায় স্নায়ুসমূহ এত অধিক স্পর্শাধিক্য এবং চঞ্চল প্রকৃতির যে মনের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই এবম্প্রকার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়। আবার ইহাও দেখা যায় মস্তকের পার্শ্বেও উক্ত প্রকার পেরেক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। হিষ্টিরিয়া এবং স্নায়ু প্রধান রোগীদিগের মস্তকের এক পার্শ্বে যন্ত্রণা হওয়া একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ নয় ইহা তাহাদিগেতে প্রায়ই হয়। স্নায়ু প্রধান স্ত্রীলোকদিগেতে এবং যাহারা নানা প্রকার শোক দুঃখ পইয়াছে তাহাদিগেতেই এবম্প্রকার শিরঃপীড়া অধিক প্রকাশ পায়। যে পার্শ্বে যন্ত্রণা সেই পার্শ্ব চাপে দিয়া শয়নে, মৃদু চাপে, গরম এবং গরমে উত্তাপে এবং জলবৎ প্রচুর প্রস্রাবে উপশম হয়। কফি পানে, তামাক সেবনে, মদ্যপানে, তামাকের গন্ধে, নস্যিতে, গভীর মনোনিবেশ ইত্যাদিতে এবং শীতল বায়ুতে হঠাৎ মস্তক সঞ্চালনে, মস্তক নোওয়াইলে, অধিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইলে, চক্ষু নাড়াইলে, গোলমালে এবং আলোতে বৃদ্ধি হয়। ইগ্নেসিয়ায় শিরঃপীড়া কখন কখন পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া আইসে প্রত্যেক ২ দিন অন্তর অন্তর হয় আবার কখন পেরেক বিদ্ধবৎ ব্যতীত দপদপানি যন্ত্রণাও হয়। যন্ত্রণা চক্ষুর ভ্রুতে এবং নাসিকার মূলদেশ অধিক হয়, যন্ত্রণা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং হঠাৎ হ্রাস হয় (সালফিউরিক এসিড)। আবার কখন কখন হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায় (বেলেডনা) —এই ঔষধটির লক্ষণ সমূহের কিছুই স্থিরতা নাই অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, এবং পরস্পর বিরুদ্ধবাচক (contradictory)

কনভালসন—তরকা অথবা spasm এর ইগ্নেসিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মনের আবেগের দরুণ অর্থাৎ শোক দুঃখ ভয় হেতু প্রকাশ পাইলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে ইহাতে মুখমণ্ডলের পেশী সমূহের অধিক খেঁচুনি হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—

ওপিয়ম—যদিও ইহাতে ইগ্নেসিয়ার কতক লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু তরকা কোনরূপ গভীর কারণ বশতঃ হইলে ওপিয়ম তাহাতে বিশেষ কার্য্য করে না। এই উভয় ঔষধেই কোন প্রকার শাস্তির পর কিবাং ভয় পাইয়া কিংবা ভয় হেতু তরকা উপস্থিত হয়। ওপিয়মে শিশু শরীর শক্ত করিয়া ফেলে মুখমণ্ডলের পেশীর থাকিয়া থাকিয়া খেঁচুনি হয় ও রোগীর মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ হইয়া উঠে এবং ফোলা ফোলা দেখায় ইহা ব্যতীত তড়কার খেচুনির (spasm) সঙ্গে রোগী প্রায়ই চীৎকার করে। ইগ্নেসিয়াতে কিন্তু এই প্রকার চীৎকার দেখা যায় না এবং তড়কার খেচুনি কালীন মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে রক্ত শূন্য হয়। শিশুদিগকে তিরস্কার করিলে, মারিলে কিংবা শাস্তির ভয় দেখাইলে রাত্রিতে নিদ্রা কালীন তরকা হইলে এইরূপ অবস্থায়ও ইগ্নেসিয়া নির্ব্বাচিত হয়।

গ্লোনয়ন—ওপিয়মের ন্যায় হঠাৎ মনের আবেগের দরুণ রোগে ইহার ব্যবহারও সময় সময় দেখা যায়। কিন্তু ইহার তড়কায় সিকেলিকরের ন্যায় হস্তের অঙ্গুলি সমূহ প্রসারিত অর্থাৎ ফাঁক করে (spread asunder)।

ভিরেট্রাম—ইহাতেও উপরোক্ত ঔষধের ন্যায় তরকা হয় কিন্তু মুখমণ্ডল শীতল এবং নীলবর্ণ হয় ও কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

হাইওসিয়ামাস—পেশীর হঠাৎ কম্পন এবং আকুঞ্চন অর্থাৎ খেচুনি আরম্ভ হয়। একটি বাহুতে খেচুনি আরম্ভ হইয়া তৎপর দ্বিতীয় বাহুতে বিস্তারিত হয় এই প্রকারে সমুদায় শরীরেই হয়। সঞ্চালন সমুদায় শরীরেই হয়, মুখে প্রচুর ফেনা ওঠে। হাইওসিয়ামাসের খেচুনি বরং clonic type এর tonic type এর নয় অর্থাৎ ক্ষণিক সঙ্কোচন, অধিকক্ষণ

শক্ত হইয়া থাকে না—পর্য্যায়ক্রমে শক্ত এবং শিথিল হয় (not permanently rigid, but with alternatives of relaxation) কিন্তু অত্যন্ত ভীষণ হয় না।

বেলেডোনা—কনভালসনের ইহা বৃহৎ ঔষধ। অত্যন্ত মনবিক্ষোভ (violent emotion) অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদির পর তড়কা হইলে বেলেডোনাকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু ইহা নির্ব্বাচন কালীন রোগীর চক্ষু, মুখমণ্ডল এবং মস্তিষ্কের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এতদ স্থানসমূহ অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়।

কুপ্রাম মেটালিকাম—তড়কা কালীন রোগী হস্তের অঙ্গুলী সমূহ মুঠা করে। মুখমণ্ডল অত্যন্ত নীলবর্ণ হয়, তরল দ্রব্য পান করা কালীন গলদেশে ঢগ ঢগ শব্দ হয়।

ক্যামোমিলা—শিশুদিগের তরকায় ইহা প্রায়ই প্রয়োগ হয়। শিশু খিটখিটে, রাগী, সর্ব্বদা ঘ্যান ঘ্যান করিতে থাকে। একটি গণ্ডদেশ লাল এবং অপর গণ্ডদেশ ফ্যাকাসে, ইহা ব্যতীত তরকা কালীন মুখমণ্ডলে এবং মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—ইগ্নেসিয়ায় যথেষ্ট আকুঞ্চন এবং খেঁচুনি (twitching and jerking) থাকা হেতু তাণ্ডব রোগে ইহা অনেক সময় প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু মানসিক উদ্বেগ (emotion) ভয়, শোক, ক্রিমি, কিংবা দন্তোদ্গম হেতু হইলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে। নিদ্রিত অবস্থায় অধিক হয় জাগ্রত অবস্থায় উপশম থাকে।

এগারিকাস—খেঁচুনি এবং আকুঞ্চনের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্ব্বপ্রকার খেঁচুনিতেই ইহা প্রয়োগ হয়, সামান্য চক্ষুর পাতা কিংবা মুখমণ্ডলের পেশী হইতে সমুদায় শরীরময় খেঁচুনি হয়। জাগ্রত অবস্থায় অধিক হয়, নিদ্রিতাবস্থায় হয় না। শীতকালে যাহাদের শরীর অধিক ফাটে, তাহাদিগেতে ইহা উত্তম কার্য্য করে।

জিঙ্কাম মেটালিকাম—রোগী নিম্নাঙ্গ অথবা পদদ্বয় সর্ব্বদা নাড়িতে থাকে, পদদ্বয় অত্যন্ত অস্থির। শরীরের পেশীর আকুঞ্চন এবং খেঁচুনি হয়, জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত (defective vitality) পীড়কা (eruptions) ভালমত প্রকাশ না হওয়ার দরুণ হইলেই উত্তম কার্য্য করে এবং ইহার পদদ্বয়ের অনবরত সঞ্চালন একটি বিশেষ লক্ষণ।

মাইগেল ল্যাসিডোরিয়া—ইহার খেঁচুনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রকম হয়। মুখমণ্ডলের পেশীই অধিক আক্রান্ত হয় (twitching in the facial muscle is predominent).

গলক্ষত (**Sorethroat**)—ইগ্নেসিয়ায় গলদেশে একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায়— যখন রোগী ঢোঁক গিলে না তখন যন্ত্রণা এবং গলায় যেন কিছু একটা আটকাইয়া আছে এইরূপ বোধ করে অথচ ঢোঁক গিলিবার সময় অর্থাৎ গলাধঃকরণকালীন কিছুই বোধ করে না কিন্তু সাধারণতঃ গলাধঃকরণকালীন গলদেশে কষ্ট হয় ইহাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইগ্নেসিয়া ইহার বিপরীত। ইহা ব্যতীত ইগ্নেসিয়ায় আরো দেখিতে পাওয়া যায় তরল দ্রব্য গলাধঃকরণকালীন গলদেশে আঘাত লাগে অথচ কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণকালীন কিছুই বোধ করে না (ব্যাপ্টিসিয়ায় কেবল তরল দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে পারে, কঠিন দ্রব্য পারে না কষ্ট বোধ করে)।

কাশি—গলায় যেন পাখীর পালক লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে হয় এবং রোগী যতই কাশে গলার সুড় সুড় ভাব ততই বৃদ্ধি হয়।

বাধক বেদনা এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয়—ইগ্নেসিয়া বাধক বেদনা (dysmenorrhoea) এবং রজঃশূলেও প্রয়োগ হয়। ঋতুস্রাব কৃষ্ণবর্ণ প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়। প্রসব যন্ত্রনার ন্যায় নিম্নোদরে ভীষণ বেদনা হয়। যন্ত্রণা চাপে এবং শয়নে উপশম হয়। ইগ্নেসিয়ায় যন্ত্রণা কালীন অনেক সময় হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেও দেখা যায়।

ককুলাসেও এবম্প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ঋতুস্রাবযুক্ত রজঃশূল দেখা যায় কিন্তু ককুলাসে কটিদেশে একটা পক্ষাঘাত সদৃশ যন্ত্রণা লাগিয়া থাকে এবং তদ্দহেতু

রোগী চলাফেরা করিতেও কষ্ট অনুভব করে, পদদ্বয় কাঁপিতে থাকে, মনে হয় পা টলিয়া পড়িয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত ককুলাস রোগী শরীরের অনেক স্থান বিশেষতঃ বক্ষঃস্থল এবং নিম্নোদরে খালি খালি বোধ করে।

পালসেটিলা—রজঃশূলের ইহা একটি মহৎ এবং অধিক প্রচলিত ঔষধ বিশেষতঃ যখন ঋতুস্রাব কৃষ্ণবর্ণের এবং বিলম্বে হয় তখন ইহা প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়। স্রাব একেবারে পরিষ্কার না হইয়া পুনঃ পুনঃ এবং অল্প অল্প ছিট্ ছিট্ করিয়া হইতে থাকে, ইহা ব্যতীত রোগী শীত শীত বোধ করে এবং যন্ত্রণা যতই প্রবল হয় রোগীরও শীত বোধ ততই অধিক বৃদ্ধি হয়।

ক্যামোমিলা—জরায়ুর আক্ষেপের (spasm) ইহা একটি উত্তম ঔষধ কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক—রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে রাগী বদমেজাজী এবং সামান্য যন্ত্রণাতেই চীৎকার করিতে থাকে।

ম্যাগনেসিয়া মিউর—কৃষ্ণবর্ণ স্রাবযুক্ত রজঃশূলের ইহাকে অনেক চিকিৎসক অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন কিন্তু ইহার কোষ্ঠকাঠিন্য একটি বিশেষ লক্ষণ মল এত অধিক শক্ত যে নির্গত হইতে না হইতেই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

সিমি সিফিউগা—জরায়ুর যন্ত্রণায় ইহারও যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে কিন্তু ইহার যন্ত্রণা—একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতে থাকে অর্থাৎ যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় এবং ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল হয়, যন্ত্রণা স্নায়ু শূলের ন্যায়।

পরিপাক ক্রিয়া—মুখে তিক্ত কিংবা অম্ল স্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা ওঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লালা স্রাব বর্ত্তমান থাকে। ইগ্নেসিয়া রোগীর কতকগুলি খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অত্যন্ত অরুচি হয়, খাদ্যদ্রব্য খাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বটে কিন্তু মুখে দিয়াই ছাড়িয়া দেয়, খাইতে চাহে না, ইহা ব্যতীত আহার এবং ধূমপানের পর হিক্কা উপস্থিত হয়। ইগ্নেসিয়া রোগী ধূমপান, তামাকের ধুঁয়ার গন্ধ একেবারেই সহ্য করিতে পারে না ইহাতে নানা প্রকার উপসর্গের সৃষ্টি হয় এবং রোগ বৃদ্ধি হয়। রোগী পাকস্থলীর

উর্দ্ধ প্রদেশ খালি খালি বোধ করে (weak empty gone feeling at the pit of the stomach) যেন কিছুই নাই—ইহা ইগ্নেসিয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ। যদিও সিপিয়া এবং হাইড্রাসটিসে এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু ইগ্নেসিয়ার এই লক্ষণটির সহিত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ অথবা গ্রহণ বর্ত্তমান থাকে, ইহা ব্যতীত অনেক সময় হিষ্টিরিয়ায় ধাতুগ্রস্থ স্ত্রীলোকদিগেতে অত্যন্ত কষ্টজনক পাকাশয় শূলবেদনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এতদ পাকাশয় শূল যন্ত্রণার সহিত পাকাশয়ে খালি খালি বোধ ভাব বর্ত্তমান থাকা উচিত, কারণ ইগ্নেসিয়ায় ইহা একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

ইগ্নেসিয়ায় পরিপাক ক্রিয়াও অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী হয়ত ক্রমাগত বমি করিতেছে কিছুতেই উপশম হইতেছে না—আহারের সাবধানতা যথেষ্ট অবলম্বন করা হইয়াছে এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হইতেছে তথাপি বমন এবং পরিপাক ক্রিয়ায় গোলযোগ হ্রাস হইতেছে না অথচ রোগী বলিতেছে "আমাকে যদি পিঁয়াজ অথবা এই প্রকার কিছু দ্রব্য খাইতে দাও তাহা হইলে আমি পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হইতে রক্ষা পাই।" বাস্তবিকই এই প্রকার খাদ্রদ্রব্য যাহা সহজে পরিপাক হয় না তাহা আহারে পরিপাক ক্রিয়ায় গোলযোগ এবং বমনের উপশম হয় (Those things are ordinarily hard to digest ameliorate the nausea rather than increase it,—Kent)

হিক্কার সমগুণ ঔষধসমূহ।

ইগ্নেসিয়া—ধূমপান কিংবা ধুঁয়ার গন্ধে হিক্কা হয়। **ষ্ট্রেমোনিয়াম** এবং **ভিরেট্রাম এলবাম**—উষ্ণ তরল দ্রব্য পান করার পর হিক্কা হয়।

আর্সেনিক এবং পালসেটিলা—শীতল তরল দ্রব্য পান করার পর হিক্কা হয়।

নাক্সভমিকা—পেট গরম এবং পরিপাক ক্রিয়ায় গোলযোগ হইতে হিক্কা হয়।

সাইক্লেমেন—নাক্সে শীঘ্র উপকার না হইলে সাইক্লেমেন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সাইকুটা ভিরোসা—হিক্কা আক্ষেপযুক্ত এবং বায়ুর উদ্গার থাকিলে উত্তম কার্য্য করে।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ৩×—কোন ঔষধে উপকার না হইলে ইহার বিষয় চিন্তা করিবে।

ম্যাগনেসিয়া ফস্ ৬×—সকল প্রকার হিক্কার ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গরম জলের সহিত সেবন করাইলে আশু ফল পাওয়া যায়।

গুহ্য নির্গমন (Prolupus ani)—নাক্সভমিকার ন্যায় মলদ্বারে এবং সরলান্ত্রে ইগ্নেসিয়ার গভীর কার্য্য রহিয়াছে। হারিস অর্থাৎ গুহ্য নির্গমন হওয়া ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ (রুটা, পডফাইলাম), এতদসহ অর্শ থাকিতে পারে কিংবা না থাকিতেও পারে। নাক্সের ন্যায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা হয়, মলত্যাগ কালীন অথবা সময় সময় মলের পরিবর্ত্তে কেবল হারিসই বহির্গত হয় মলত্যাগ হয় না। বলি বহির্গত হইবার ভয়ে রোগী কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন করিতে কিংবা নিচু ঝুঁকিতে ভয় পায় এবং মলত্যাগকালীন জোরে কোঁথ দিতে পারে না।

অর্শ—ইগ্নেসিয়া অর্শ রোগের একটি অতি উত্তম ঔষধ। ইহা সচরাচর স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহার যন্ত্রণাই হইতেছে বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ—যন্ত্রণা সরলান্ত্রের অর্থাৎ মলদ্বারের ঊর্দ্ধদিকে তীরবিদ্ধবৎ ঠেলিয়া উঠে, (**sharp pains shooting upwards into the rectum**), যন্ত্রণা মলত্যাগান্তে অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় কিন্তু উপবেশনে উপশম হয় (নাইট্রিক এসিডে কেবল তরল মলত্যাগান্তে এই প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা হয় কিন্তু যন্ত্রণা ঊর্দ্ধদিকে ঠেলা দেয় না। যন্ত্রণা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়) ইগ্নেসিয়ায় মলত্যাগকালীন ব্যতীত এবং তরল মলত্যাগের পরও হারিস বাহির হয়। ইগ্নেসিয়ায় ঊর্দ্ধদিকে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

ক্রিমি—সূত্র ক্রিমির ন্যায় মলদ্বার কুণ্ডয়নে ইগ্নেসিয়ার ব্যবহার দেখা যায় এবং ইগ্নেসিয়া প্রয়োগে অনেক সময় উত্তম ফল পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় আমরা অধিকাংশ স্থলেই টিউক্রিয়াম ম্যারাম ভেরামের নিম্নক্রম ১ × ব্যবহার করিতে দিয়া থাকি।

permanently in the smallest dose, intermittent fever which presents thirst during the chill but not during heat—Hahnemann).

ঘর্ম্ম অবস্থা—জল তৃষ্ণা থাকে না ঘর্ম্ম যদিও সর্ব্বশরীরময় হয় কিন্তু অতি অল্পই হয়।

জিহ্বা — পরিষ্কার। মুখের লালা অম্লস্বাদযুক্ত এবং খাদ্য দ্রব্য স্বাদহীন।

জেলসিমিয়াম	ইগ্নেসিয়া
সময় — ২টা, ৪টা, ৫টা এবং ৯টা রাত্রি। সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা থাকে না অথচ জ্বর অনিয়ম প্রকৃতির নয় প্রত্যহ এক সময়েই প্রায় হয়।	সময়ের একেবারেই নির্দ্দিষ্টতা থাকে না এবং অত্যন্ত অনিয়ম প্রকৃতির।
জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ থাকে না।	হাই ওঠে এবং গা হাত ভাঙ্গিতে থাকে।
শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীত মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে কণ্ঠ দেশে মেরুদণ্ডের উপর দিয়া ঢেউএর ন্যায় ক্রমাগত উপর নীচ করিতে থাকে।	অত্যন্ত পিপাসা থাকে। বাহুর উর্দ্ধদেশে শীত আরম্ভ হইয়া শরীরের পশ্চাতে বিস্তারিত হয়। শীতে কাঁপিতে থাকে অথচ মুখমণ্ডল লাল-বর্ণ হইয়া উঠে। শীত উষ্ণ ঘরে এবং বাহ্যিক উত্তাপে তৎক্ষণাৎ উপশম হয়।
দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমাভ হয় এবং দাহ অবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।	পিপাসা থাকে না। আভ্যন্তরিক উত্তাপ অধিক থাকে না বাহ্যিক উত্তাপই অত্যন্ত প্রবল।
ঘর্ম্ম অবস্থা—প্রচুর হয়, ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এবং ঘর্ম্মে যন্ত্রণার উপশম হয়।	ঘর্ম্ম সামান্য হয় কিংবা হয় না হইলে হস্ত পদের শেষাংশে অথবা কেবলমাত্র মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়।

ইগ্নেসিয়ার জ্বরে শীত অবস্থায় রোগীর তৃষ্ণা থাকে এবং দাহ অবস্থায় জল তৃষ্ণা থাকে না। শীত অবস্থায় বাহ্যিক উত্তাপ অত্যন্ত আরামপ্রদ এবং রোগী উঠিয়া বসিলে শীতের প্রকোপের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়।

ইহা নূতন এবং পুরাতন উভয় জ্বরেই ব্যবহার হয় বিশেষতঃ স্নায়ুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোক এবং অল্প বয়স্ক লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ভৈষজ্য বিজ্ঞানে বোধ হয় ইগ্নেসিয়া ব্যতীত দ্বিতীয় এমন কোন ঔষধ আর নাই যাহাতে জ্বরের কেবল শীত অবস্থায় জলতৃষ্ণা হয় অন্য অবস্থায় হয় না। শীত অবস্থায় বাহ্যিক উত্তাপে উপশম হওয়া এবং দাহ অবস্থা বাহ্যিক আচ্ছাদনে বৃদ্ধি হওয়া একমাত্র ইগ্নেসিয়ার লক্ষণ। মোট কথা আমরা ইগ্নেসিয়ার জ্বরে ৪টি লক্ষণ পরিষ্কার দেখিতে পাই তাহা হইতেছে (১) কেবল শীত অবস্থায় জল তৃষ্ণা (Thirst during chill only) (২) শীত বাহ্যিক উত্তাপে উপশম (chill relieved by external heat) (৩) দাহ বাহ্যিক আচ্ছাদনে বৃদ্ধি (heat aggravated by external covering) (৪) এবং শীত অবস্থায় মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা (Red face during the chill).

নাক্সভমিকায় গাত্রাচ্ছাদনে কিংবা অগ্নির উত্তাপেও শীতভাব কাটে না সকল অবস্থাতেই এমন কি উত্তাপেও গাত্রত্বক দগ্ধিয়া যাইতেছে অথচ রোগী গাত্রাচ্ছাদনে আবৃত হইয়া থাকে এবং সামান্য নড়াচড়ায় শীত উপস্থিত হয় (গরম জলের বোতলের উত্তাপে শীত উপশম হয়—ক্যাপ্সিকাম)। ল্যাকেসিস রোগী আগুণের উত্তাপ যদিও চায় কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় না। আর্সেনিক রোগী শীত এবং উত্তাপ উভয় অবস্থাতেই গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ২০০ ক্রম অধিক ফলপ্রদ এবং প্রাতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্নায়ুপ্রধান রোগীতে সকল সময় উচ্চ শক্তি অধিক উপকারী।

রোগের বৃদ্ধি—শোকে, দুঃখে, তামাকের অথবা তীব্র সুগন্ধে অথবা বদগন্ধে, মানসিক আবেগে।

রোগের উপশম—উষ্ণ, জোরে চাপে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন স্ত্রীলোক দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট, শৈশব অবস্থা হইতেই অর্শ রোগে ভুগিতেছে। স্ত্রীলোকটীর মাতা সরলান্ত্রের ক্যান্‌সারে অর্থাৎ কর্কট রোগে মারা গিয়াছিল। ১৯এ ডিসেম্বর, সে আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে—মল তরল কিংবা কঠিন হউক মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে ভীষণ যন্ত্রণা হইত, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়িত, যন্ত্রণা দপদপানি এবং খোঁচাবিদ্ধবৎ। কোন অবস্থাতেই যন্ত্রণায় বিশেষ উপশম হইত না, উত্তাপ এবং শীতল প্রলেপ সময় সময় যদিও ভাল বোধ করিত বটে কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না; সঙ্গে সঙ্গে মস্তকের তালুতে যন্ত্রণা এবং তৎসহ বিবমিষা ইত্যাদিও বর্ত্তমান ছিল। মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর এবং চাপ-চাপযুক্ত, নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে হইত। হস্ত পদ জ্বালা, আহারান্তে পেটফাঁপা এবং সময় সময় প্রাতঃকালীন উদরাময় ইত্যাদি অল্প বিস্তর ছিল।

সালফার দেওয়ায় যদিও রোগের কিছু উপশম হইয়াছিল বটে কিন্তু কার্ব্বভেজে রোগী অনেকটা সুস্থ হওয়ায় ঔষধ সেবন করা আর প্রয়োজন বোধ করিল না।

তৎপরবর্ত্তী বৎসরের অক্টোবর মাসে রোগী নিজে হঠাৎ একদিন আমার ডাক্তারখানায় আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ আমি তাহাকে চিনিতেই পারিলাম না, শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং চেহারা দেখিয়া কোন রোগ আছে বলিয়া মনে হইল না। আবার সেই যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে। বলিল, এবার যেন দ্বিগুণ ভাবে হইতেছে এবং সে আরো বলিল, বোধ হয় আমার মাতার ন্যায় ক্যান্‌সার রোগ হইয়াছে। আমি কোন একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখাইয়া ছিলাম, তিনি বলিলেন—"ইহা অর্শ অস্ত্র করিতে হইবে, নতুবা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে না।" স্ত্রীলোকটি এতদ্ সমূহ ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে হইতে অনেক লক্ষণের যদিও উপশম হইয়াছে বটে, কিন্তু শিরঃপীড়া; সময়ের পূর্ব্বে ঋতুস্রাব হওয়া ইত্যাদি বর্ত্তমান ছিল। নূতন লক্ষণের মধ্যে দেখিতে পাইলাম 'সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা (**Rectal inactivity**) স্বাভাবিক এবং তরল মলত্যাগ করিতেও অত্যন্ত বেগ দিতে হইত। মলত্যাগের সেই মুহূর্ত্তে মলদ্বারে যন্ত্রণা

অধিক না হইলেও কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ভীষণ দপদপানি যন্ত্রণা হইতে এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত। ইহা ব্যতীত সমস্ত দিনই অল্পাধিক যন্ত্রণা লাগিয়া থাকিত ও যন্ত্রণা মলদ্বারের উর্দ্ধদিকে ঠেলা মারিত (which shoots upwords into the rectum), সময় সময় মলত্যাগের সময় অর্শ বহির্গত হইয়াও পড়িত এবং রক্তস্রাবও হইত,—ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ইগ্নেসিয়াই ইহার একমাত্র ঔষধ। আমি তাঁহাকে ইগ্নেসিয়া ১০০০ ক্রম একমাত্রা সেবন করিতে দিয়া অপরাহ্নে সংবাদ দিতে বলিয়া দিলাম এবং জানিতে পারিলাম ঐ ঔষধ সেবন করিবার পর হইতেই রোগীর যাতনা অনেকটা উপশম হইয়া গিয়াছে।

ডিসেম্বর মাসে আর একবার যন্ত্রনা দেখা দিয়াছিল, ইগ্নেসিয়া সি এম এক মাত্রা দেওরায়—আর কোন যন্ত্রণা কিংবা মলদ্বারের টাটানি কিছুই অদ্যাবধি হয় নাই (Dr. Harvey Farrington)।

২। একটি অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক প্রায় ১০ মাস হইতে জ্বরে ভুগিতেছে। অনেক এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা সত্ত্বেও কিছুই উপকার হয় নাই, কুইনাইন সেবনে জ্বর বন্ধ হইত বটে কিন্তু সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই পুনরায় জ্বর আসিত এই ভাবে লোকটি ভুগিয়া ভুগিয়া বিরক্ত হইয়া অবশেষে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট আইসেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে জ্বরের অবস্থায় এবং সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই—অত্যন্ত এলেমেলো, কখন দিবসে, কখন রাত্রিতে, কখন অপরাহ্নে এই প্রকারে আসিত। ভীষণ শীতাভাব হইত এবং অনেকক্ষণ থাকিত। শীত অবস্থা আরম্ভ হওয়া মাত্রই রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া আগুনের নিকট যাইয়া বসিত এবং প্রচুর জল পান করিত, শীতভাব অগ্নির উত্তাপে উপশম হইত। শীতের পরই সমুদায় গাত্র অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত কিন্তু পিপাসা কিছুই হইত না। ঘর্ম্মও বিশেষ কিছুই হইত না, এবং হইলেও জ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায় সামান্য দেখা দিত।

চিন্তা করিয়া দেখিলাম "শীত অবস্থা বাহ্যিক উত্তাপে" উপশম একমাত্র আর্সেনিক এবং ইগ্নেসিয়ায় আর শীত অবস্থায় কেবল পিপাসা—ক্যাপ্সিকাম, ইগ্নেসিয়া এবং কার্ব্বভেজে রহিয়াছে, কিন্তু বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়—ইগ্নেসিয়াই ইহার প্রকৃত ঔষধ এবং আমি তদনুযায়ী ইগ্নেসিয়া

২০০ ক্রম প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সেবন করিতে দিয়া চলিয়া আসিলাম এবং জানিতে পারিলাম তদ্বারাই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। (এইচ, কে, বলেন)

৩। একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মজাযক একটি বারাঙ্গনা স্ত্রীলোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য কয়েক সপ্তাহ হইতে অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। আমাকে যখন ডাকিয়া লইয়া গেলেন— দেখিতে পাইলাম স্ত্রীলোকটি থাকিয়া থাকিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে— আবার কিছুক্ষণ পর কাঁদিতেছে, ক্রন্দনকালীন মুখ কাপড়ে আবৃত্ত করিয়া লুকাইয়া রাখিতেছিল। অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করিতেছিল, যেন কিছু একটা জিনিষ ঊর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া উঠিতেছিল। শরীরের বাম পার্শ্ব এবং উভয় হস্তের অঙ্গুলি সমূহ অসার ও পক্ষাঘাত সদৃশ হইয়াছিল। নাড়ীর গতিরও সমতা ছিল না, কখন দ্রুত, কখন দুর্ব্বল এই ভাবে স্পন্দন হইতেছিল। নিদ্রাও ভাল হইতেছিল না—কিন্তু একটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হইল যে, শয্যায় রোগীর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন-কালীন বোধ হইতেছিল যেন একটি তরল পদার্থ বঃক্ষস্থলের একটি নলের ভিতর দিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে যাইতেছিল (On turning over in bed a sensation as though some fluid in her chest ran from one side to the other, passing through a narrow opening)। এতাদৃশ অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক অন্যান্য মানসিক লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ইগ্নেসিয়া ২০০ একমাত্রা দিয়া চলিয়া আসিলাম। তিন দিবস পর জানিতে পারিলাম—লক্ষণগুলি আর প্রকাশ হয় নাই এবং রোগী সুস্থ বোধ করিতেছে। (Journal of Homoeopathic)।

——:(*):——

হাইওসিয়ামাস (Hyoscyamus Niger)

ইহার সম্পূর্ণ নাম হাইওসিয়ামাস নাইগার। ইহা একপ্রকার গুল্ম বিশেষ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। রক্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট খিটখিটে এবং স্নায়বীক হিষ্টিরিয়া রোগ প্রবণ ব্যক্তিদিগেতে হাইওসিয়ামাস উত্তম কার্য্য করে।

২। প্রদাহ শূন্য মস্তিষ্কের চঞ্চলতা অধিক বর্ত্তমান থাকে (diseases with increased cerebral activity but non-inflammatory in type).

৩। প্রলাপ অবস্থায় রোগী শয্যা হইতে ঝম্পপ্রদান করিতে উদ্যত হয়, পলাইয়া যাইতে চাহে, অস্থির বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট ভাবে বক্‌বক্ করিতে থাকে, অথচ কোন প্রকার অভাব অভিযোগের কথা বলে না। রোগী মনে করে সে ভুল করিয়া অন্যস্থানে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

৪। কনভালসন—শিশুদিগের ভয় পাইয়া অথবা ক্রিমির জন্য কনভালসন হয় অথবা স্ত্রীলোকদিগের প্রসব যন্ত্রণা কিংবা সূতিকা অবস্থা কালীন রোগের উত্তেজনায় কনভালসন হয়।

৫। মৃগীরোগ সদৃশ আক্ষেপ অর্থাৎ খেঁচুনী হয়। খেঁচুনীকালীন জ্ঞান থাকে না। চক্ষু হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত প্রত্যেক পেশীর খেঁচুনি হয় (খেঁচুনিকালীন জ্ঞান থাকে—নাক্স)।

৬। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ-চিত্ত—কাহাকেও বিশ্বাস করে না, একলা থাকিতে ভয় পায়। কোন খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় খাইতে অথবা

পান করিতে চায় না—সন্দেহ করে কেহ তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে।

৭। কাম উত্তেজনা সূচক মানসিক বিকৃতি ঘটে, জননেন্দ্রিয়ে কাপড় রাখে না ফেলিয়া দেয়। উলঙ্গ হইয়া শয্যায় শুইয়া বিড়বিড় করিতে থাকে, অশ্লীল গান গায়।

কাশি—শুধু রাত্রিতেই অধিক হয়। শয়ন করিলেই কাশির উদ্রেক হয় উঠিয়া বসিলেই উপশম হয়।

৯। টাইফয়েড অবস্থায় মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, রোগী আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। শয্যা খুঁটে, শূন্যে হাতড়াইতে থাকে, কোন জিনিষ যেন উড়িতেছে তাহা ধরিতে চাহে। দন্তে প্রচুর দন্তশর্করা (sordes) জন্মে, জিহ্বা শুষ্ক, মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হয়, কথা জড়াইয়া যায়।

সাধারণ লক্ষণ।

প্রসব যন্ত্রণার পর প্রস্রাব অবরোধ অথবা অসাড়ে প্রস্রাব হয় অর্থাৎ মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হয়। প্রসূতী অবস্থায় প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হয় না (আর্ণিকা, ওপিয়ম)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—হাইওসিয়ামাসে বেলেডোনার অধিকাংশ কার্য্যই রহিয়াছে এবং ইহা ব্যতীত Botanically and Therapeutically ইহারা অনেকটা এক প্রকারের কিন্তু হাইওসিয়ামাসের কার্য্য বেলেডোনা অপেক্ষা অনেকটা মৃদু (mild)। হাইওসিয়ামাস স্নায়বীয় বিধানে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং চর্ম্মতে আপনার কার্য্য প্রকাশ করিলেও কিন্তু functional irritation অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক উত্তেজনা বেলেডোনার ন্যায় অধিক হয় না এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলেও কোন প্রকার প্রদাহ উৎপন্ন হয় না। কাজে কাজেই হাইওসিয়ামাসের লক্ষণগুলি বেলেডোনা অপেক্ষা অনেকটা mild এবং যাহা কিছু হয় তদসমুদাই সম্পূর্ণ প্রদাহ শূন্য। রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন হইলেও কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যের তত প্রকাশ থাকে না

বরং অবসাদ-ভাব বর্ত্তমান থাকে (Congestion with supression of function)।

হাইওসিয়ামাস দ্বারা বিষাক্ত হইলে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইতেছে উন্মিলিত নেত্রে অচৈতন্য অথবা উদাসীন অবস্থায় পড়িয়া বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা। এই অবস্থাকে ইংরাজীতে coma vigil বলা হয়, এই লক্ষণটি হাইওসিয়ামাসের একটি বিশেষ পরিচায়ক।

মানসিক বিকৃতি—(Mania)—হাইওসিয়ামাস mania অর্থাৎ মানসিক বিকৃতির একটি বৃহৎ ঔষধ। হাইওসিয়ামাসের মানসিক বিকৃতির সহিত কোনপ্রকার মস্তিষ্কের প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না কেবল মস্তিষ্কের অত্যন্ত অধিকরূপ চঞ্চলতা বর্ত্তমান থাকে—এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত রোগীতে নানা প্রকার খামখেয়ালী অথবা অস্বাভাবিক রকম কতকগুলি মানসিক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী মনে করে তাহাকে কেহ বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে কিংবা তাহাকে কেহ মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে—অত্যন্ত সন্দেহ চিত্ত। কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না। ঔষধ খাইতে চায় না, মনে করে বিষ প্রয়োগ করিতেছে। আপন স্ত্রী-পুত্রদিগকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না, কিংবা মনে করে ভূত প্রেত অনুসরণ করিতেছে। একাকী থাকিতে ভয় পায়, কোন খাদ্যবস্তু কেহ দিলে আহার করে না, সমুদায় দ্রব্য এবং লোকের প্রতি অত্যন্ত সন্দেহ করে অর্থাৎ হাইওসিয়ামাস রোগী অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া থাকে। নানান অদ্ভুত কল্পনায় রোগী সর্ব্বদা চিন্তায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া থাকে—সময় সময় পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয় সকলও বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সমুদায় দ্রব্য অত্যন্ত বৃহৎ কিংবা লাল রক্তবর্ণ দেখে, কখন কখন আবার দ্রব্য সমূহ অত্যন্ত অধিক পরিষ্কার দেখায়। চক্ষুর তারা সাধারণতঃ বিস্তারিত (dilated), সুনিদ্রা হয় না, রোগী সজাগ অবস্থায় শুইয়া থাকে। Mania অর্থাৎ মানসিক বিকৃতির বৃদ্ধির সহিত রোগী ক্রমশঃ তন্দ্রাযুক্ত হইয়া আইসে, কিন্তু প্রকৃত তন্দ্রা হয় না। অতি সামান্য গোলমালেই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায় আবার পূর্ব্বোক্তরূপ mania আরম্ভ হয়।

হাইওসিয়ামাস রোগীর সামান্য গোলমালেই মস্তিষ্কে (sensorium)

উত্তেজনার (irritation) উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয় ; নড়াচড়া করিতে রোগী ইহা বিশেষ ভাবে অনুভব করে এবং এতদসহ একাধিক পেশীর পক্ষাঘাত হইতেও দেখা যায়। মস্তিষ্ক (sensorium) যতই ক্রমশঃ অবসন্ন হয়, বাক্‌শক্তির জড়তা ততই ক্রমশঃ অধিক হয়। কথার উত্তর ধীরে ধীরে দেয় কিংবা অর্থ-শূন্য যাহা তাহা (irrivalent) বলে। আবার কখন কখন অতি অল্পতেই আচ্ছন্নাবস্থা হইতে জাগিয়া ওঠে, এবং কথার সঠিক উত্তর দেয়, কিন্তু পুনরায় তৎক্ষণাৎ তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (ব্যাপ্টিসিয়া, আর্ণিকা, ফস্ফরিক এসিড)।

হাইওসিয়ামাস প্রদাহ শূন্য তরুণ Mania রোগের একটি খুব প্রচলিত ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এতদ হেতু পাগলা গারদে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং নাড়ীর গতিও মৃদু হয়। ক্ষুধা হয়ত থাকেই না কিংবা অত্যধিক ক্ষুধা হয় এবং ইহাও দেখা যায়, আহারের পর maniaর লক্ষণ সমূহ বৃদ্ধি পায়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হাইওসিয়ামাসের উপক্ষার (alkaloid) হাইওসিয়ামিন অধিক ব্যবহার করেন। কেলি-ব্রোমেটামের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং কেলিব্রোমেটাম শিশুদিগের তরুণ mania রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু নিদ্রা হইতে জাগিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মনে করে তাহাকে কেহ যেন মারিতে আসিয়াছে। হাইওসিয়ামাসকে এক কথায় mania রোগের একটি বৃহৎ ঔষধ বলিতে পারা যায়। ইহাতে নানান প্রকার মানসিক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ থাকে। উক্ত প্রকার mania সূতিকা রোগ হইতে উদ্ভুত হইলেও হাইওসিয়ামাস উত্তম কার্য্য করে এবং ইহা ব্যতীত টাইফয়েড জ্বরেও এবম্প্রকার মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়।

হাইওসিয়ামাসের মানসিক বিকৃতিতে নিম্ন লক্ষণ সমুদায়কে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য ঃ—

মানসিক বিকৃতিসহ বিড় বিড় করিয়া বকা (mental derangements with muttering), বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিবে ভয়ে ভীত (fear of being poisoned), অত্যন্ত বাচাল অর্থাৎ বহুবাক্য কহন (very talkative), প্রলাপ অবস্থায় জ্ঞানশূন্যতা

(delirium without consciousness), শয্যা খোঁটা (picking of bed cloths), শূন্যে যেন কিছু উড়িতেছে হাত দিয়া ধরিতে যাওয়া (grasping at flocks), কামোন্মত্ততা (lasciviousness), আলো এবং লোকসঙ্গ ভাল না বাসা (aversion to light and company) এবং অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা (suspicious)।

টাইফয়েড—হাইওসিয়ামাস টাইফয়েড রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে কিন্তু ইহা Cerbral Typhoid এ অর্থাৎ মস্তিষ্কের টাইফয়েডে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। Cerebral Typhoid এর বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস ষ্ট্রেমোনিয়াম, এপিস, হেলিবোরাস এবং জিঙ্কাম মেটালিকাম এই কয়েকটিই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ। ইহাদের মধ্যে আচ্ছন্নতা বিষয়ে যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে আমরা বলিব—হাইওসিয়ামাসেই সর্ব্বপ্রধান (Hyoscyamus is the most insensibly stupid—Nash)। রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, কিছুই জ্ঞান থাকে না (entire loss of consciousness and of the function of the organ of sense)। মলমূত্র সমুদায় অসারে নির্গত হইকে থাকে, মলদ্বার এবং মূত্র যন্ত্রের সঙ্কোচক পেশী (sphincter ani and vescie) পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নাড়ীর গতি অনিয়ম এবং অস্বাভাবিক হয়। দন্ত শর্করা প্রকাশ পায় এবং তাহা হইতে বদ গন্ধ নিঃসৃত হয় (sordes in the teeth and cadaverous smell from the mouth)। জিহ্বা লাল এবং কটাবর্ণ, শুষ্ক এবং বিদারণযুক্ত (cracked) কিংবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ধীরে ধীরে জিহ্বা বহির্গত করে কিন্তু পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারে না। সজাগ অবস্থায় অস্পষ্টভাবে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে। অপরিচিত এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগের দৃশ্য দেখে, শয্যা খুঁটিতে থাকে, চতুর্দ্দিকের দ্রব্যসমূহের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে এবং শূন্য আকাশে হাত দিয়া কিছু যেন উড়িতেছে তাহা ধরিতে যায় (Delirium continues while awake, sees persons who are not known and have nct been present, muttering with picking of the bed clothes, stairing at surrounding objects, reaching into the empty air for them)। কোন বিষয় সহজে

বুঝিতে পারে না, চিকিৎসকের প্রতি একভাবে চাহিয়া থাকে, ফুসফুসে hypostatic congestion হয়, রোগীর এইরূপ অবস্থার সহিত শ্বাসপ্রশ্বাস কালীন ঘড় ঘড় শব্দ এবং নাসিকাধ্বনিও হইতে দেখা যায়। রোগী স্থির ভাবে মুখ হাঁ করিয়া পড়িয়া থাকে, নিম্ন চোয়াল পড়িয়া যায় (the lower jaw dropped)। স্থানের স্থানের পেশী সমূহের আকুঞ্চন (twitching) হয়। এতদ্ লক্ষণ সমূহ রোগের শেষ অবস্থায় প্রকাশ পায় শীঘ্র যদি ঔষধে উপশম না হয়. তাহা হইলে সত্বর রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এবম্প্রকার অবস্থা টাইফয়েড নিউমোনিয়াতে (typhoid pneumonia) প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং তাহার হাইওসিয়ামাস একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। অনেক স্থলে দেখা যায় টাইফয়েডে হাইওসিয়ামাস নির্ব্বাচিত হইয়াও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। হাইওসিয়ামাস গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ নয় বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে ল্যাকেসিস, আর্সেনিক, মিউরেটিক এসিড, লাইকো পোডিয়ামের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ।

উপরোক্ত লক্ষণ সমূহ অনেকটা আমরা ওপিয়মেও দেখিতে পাই। ওপিয়মে আচ্ছন্নতা অত্যন্ত অধিক থাকে, রোগী সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় (stupor is complete)। এমন কি রোগীকে এই অবস্থা হইতে সজাগ করান এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। হাইওসিয়ামাসে :আচ্ছন্নতা যদিও অত্যন্ত অধিক থাকে কিন্তু ওপিয়মের ন্যায় এত অধিক নয় এবং অল্প চেষ্টাতেই রোগী সজাগ হইয়া ওঠে। ওপিয়ম রোগীও সম্পূর্ণ কিংবা অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে চাহিয়া থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে গভীর নাসারব সদৃশ (stertorous) শব্দ হয়। মল অসারে নির্গত হইতে থাকে, মূত্র রোধ হইয়া যায়। হাইওসিয়ামাস রোগী যেমন বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে, সময় সময় ভীষণ প্রলাপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার অবস্থা সময় সময় ওপিয়মেতেও প্রকাশ পায় কিন্তু ওপিয়মের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচায়ক লক্ষণ হইতেছে stupid state অর্থাৎ আচ্ছন্নতা, এই বিষয়ে ইহা সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে। আর একটি অবস্থা আমরা

ওপিয়মে দেখিতে পাই, তাহা হাইওসিয়ামসে বিশেষ থাকে না, তাহা হইতেছে মুখমণ্ডল এবং চক্ষুর গম্ভীর আরক্তিমতা এবং তদ্‌সহিত থমথমে ভাব (The darker the red face the more opium is indicated—Farrington)। ওপিয়মে মুখমণ্ডলের গভীর আরক্তিমতা, শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসারব সদৃশ শব্দ এবং অসম্পূর্ণ আচ্ছন্নতা (color of the face, stertorous breathing and complete stupor) এই তিনটিই হইতেছে ইহার পরিচয়ের যথেষ্ট লক্ষণ।

প্রলাপ (Delirium)—সমুদায় মেটেরিয়া মেডিকায় প্রলাপের বেলেডোনা, ষ্ট্রেমোনিয়াম এবং হাইওসিয়ামাস এই তিনটিই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঔষধ। প্রলাপের তারতম্যানুসারে এই তিনটি ঔষধই সর্ব্বত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে।

বেলেডোনা—মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ হয়। ইহার প্রলাপ অত্যন্ত ভীষণ, রোগী পালাইয়া যাইতে চেষ্টা করে, কামড়াইতে, মারিতে যায়। চক্ষু এবং মুখমণ্ডল ভীষণ রক্তবর্ণ হয়। কপালের দুই পার্শ্বের ধমনীদ্বয় দপ্‌ দপ্‌ করিতে থাকে। রোগীর চেহারা দেখিলেই আতঙ্কের সঞ্চার হয়। চক্ষু বুজিয়া কিংবা এক দৃষ্টিতে চক্ষু বিস্তারিত করিয়া তাকাইয়া থাকে। চক্ষু বুজিলেই নানা প্রকার অসম্ভব বস্তুর ভ্রম দর্শন করে। নিদ্রার ভাব থাকে অথচ নিদ্রা যাইতে পারে না। বেলেডোনায় আচ্ছন্নতা অধিক থাকে না, যদিও সামান্য থাকে, জানিতে হইবে তাহা মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং রক্তাধিক্য কারণবশতঃই উৎপন্ন হইয়াছে। বেলেডোনা রোগী সজাগ থাকিলেও যেমন ভীষণ, নিদ্রা ভঙ্গের পরও তেমনই ভীষণ। নিদ্রা হয় না অথচ রোগী সর্ব্বদা তন্দ্রাবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহার মস্তক রক্তাধিক্যতাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

হাইওসিয়ামাস—প্রলাপের অবস্থায় বেলেডোনার ন্যায় পালাইতে, যাহাকে তাহাকে কামড়াইতে, মারিতে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ থাকিলেও কিন্তু ইহার প্রবলতা কিছুই থাকে না। বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্টভাবে বকা, শয্যা খোঁটা, লিঙ্গদেশের বস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া—হাইওসিয়ামাসে অত্যন্ত

প্রবল থাকে। ইহাতে বেলেডোনার রক্তাধিক্যতা এবং ধমনীর দপ্ দপানি থাকে না বরং মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে মলিন থাকে।" হাইওসিয়ামাসকে প্রলাপ সম্বন্ধে বেলেডোনা এবং ষ্ট্রেমোনিয়ামের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা হয়। ইহাতে বেলে-ডোনার সর্ব্বদা ভীষণ রক্তাধিক্যতা এবং ষ্ট্রেমোনিয়ামের ভীষণ ক্রোধ এবং উন্মাদবৎ প্রলাপ থাকে না (In delirium, Hyosciamus occupies a place midway between Belladona and Stramonium, lacks the constant careful congestion of the former and the fierce rage and maniacal delirium of the latter).

হাইওসিয়ামাস রোগী আলো একেবারেই পছন্দ করে না এবং অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত হয়, কাহাকেও বিশ্বাস করে না। মনে করে তাহাকে কেহ বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে। শয্যায় স্থিরভাবে শয়নাবস্থা হইতে হঠাৎ উঠিয়া বসে যেন কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাকে দেখিতে পাইবে এইরূপ মনে করিয়া চারিদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতে থাকে—পুনরায় আবার নিস্তব্ধভাবে শুইয়া পড়ে। প্রলাপ অবস্থায় লিঙ্গ দেশের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দেয়, অশ্লীল অসভ্য গান গায় এবং নানাপ্রকার অসভ্য ভাবভঙ্গী করে। এতদভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু অতি অল্পতেই জাগিয়া ওঠে।

ষ্ট্রেমোনিয়াম—ইহার প্রলাপ বেলেডোনার ন্যায় প্রবল হয় না। ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী প্রলাপে অত্যন্ত কথা বলে (loquacious)। গান গায় হাসে, শিশ দেয়, চেঁচায়, প্রার্থনা করে, পদ্য মুখস্থ বলে অর্থাৎ কথার বিরাম নাই, সকল সময়ই বক্ বক্ করিতে থাকে এবং কথার স্থিরতা থাকে না, অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, এক নিশ্বাসেই অনেক কথা বলিয়া ফেলে। ইহা ব্যতীত ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগীর ভ্রম দর্শন হয়, যেন তাহার ঘরের চারিদিক হইতে অদ্ভুত জীব জন্তু গজাইয়া উঠিতেছে এবং তাহার দিকে আসিতেছে।

ষ্ট্রেমোনিয়ামেও উলঙ্গ হইতে চেষ্টা থাকে কিন্তু ইহাতে সমস্ত দেহ অনাবৃত করা অধিক থাকে আর হাইওসিয়ামাসে কেবল লিঙ্গ প্রদেশে কাপড় না রাখা অধিক থাকে। এই প্রকার অবস্থা টাইফয়েডে কিংবা অত্যধিক জ্বরে অধিক প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডল যদিও অত্যন্ত লাল হয় কিন্তু বেলেডোনার ন্যায়

তত অধিক হয় না। ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী আলো এবং লোক সঙ্গ ভালবাসে (বেলেডোনার বিপরীত)।

ষ্ট্রেমোনিয়াম, হাইওসিয়ামাস, এবং বেলেডোনার পার্থক্য নিরূপণ

ষ্ট্রেমোনিয়াম অত্যন্ত বহুভাষী (Loquacious)। হাইওসিয়ামাস আচ্ছন্ন (stupid) এবং বেলেডোনা প্রচণ্ড (wild)। ষ্ট্রেমোনিয়ামে রক্তাধিক্য অবস্থা থাকিলেও কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক উত্তেজনাই (sensorial excitement) অধিক থাকে। হাইওসিয়ামাসে রক্তাধিক্য কিংবা কোন প্রদাহই থাকে না। স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রবল হয়। বেলেডোনার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ থাকে। ষ্ট্রেমোনিয়ামে রক্তাধিক্য হয় বটে কিন্তু তাহা বেলেডোনা অপেক্ষা কম এবং হাইওসিয়ামাস অপেক্ষা অধিক।

ডাক্তার ফিলিপ এই তিনটি ঔষধের পার্থক্য কয়েকটি কথায় পরিষ্কার রূপে দেখাইয়াছেন তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম—

In case of cerebral hyperaemia, the severe forms are removed by Belladona, while Hyosciamus proves its value when there is little or no congestion but much sensorial excitement. So in the case of delirium, the forms of the disorders for which Hyosciamus is adapted are the milder and less inflamtory ones, where as tho severer cases are better dealt with by Belladona and Stramonium. Hyosciamvs is specially usefull in those cases of delirium with hallucination, which are occupied by little or no careful congestion.

মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ—মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহেও (meningits) হাইওসিয়ামাসের প্রয়োগ দেখা যায় এবং এতদসহ পূর্ব্বোল্লিখিত মানসিক বিকৃতির লক্ষণও সময় সময় প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের যন্ত্রণা মস্তক সঞ্চালনে কিংবা মস্তক সম্মুখ দিকে নত করিয়া উপবেশনে উপশম হয় (বেলেডোনার সম্পূর্ণ বিপরীত)। রোগী মস্তকে ঢেউ এর ন্যায় সঞ্চালন অনুভব করে।

কাশি—হাইওসিয়ামাসে কাশির বিশেষত্ব যে শয়ন করিলেই অর্থাৎ বালিসে মস্তক দিলেই কাশির উদ্রেক হয় এবং রাত্রিতে অধিক হয় কিন্তু

উঠিয়া বসিলেই উপশম হয়। (উঠিয়া বসিলেই বৃদ্ধি হয়—ম্যাঙ্গানাম, জিঙ্কাম, জলপানে উপশম হয়—কষ্টিকাম)। কাশি শুষ্ক, আক্ষেপযুক্ত (spasmodic) জলপানে, আহারে এবং কথোপকথনে কাশির উত্তেজনা হয়। হাইওসিয়ামাসের কাশি আয়ত আলজিহ্বা (elongated uvula) হেতু জিহ্বার মূলদেশে স্পর্শ হেতু খুস্ খুস্ করিয়া উৎপত্তি হয় (The cough comes from elongation of the uvula, the result of relaxation or inflamation.

পালসেটিলাতেই উক্ত প্রকার শয়নে কাশি বৃদ্ধি হয়। উঠিয়া বসিলেই কাশির নিবৃত্তি হয় কিন্তু পালসেটিলায় কাশি ভয়ানক ঘন এবং পীতবর্ণ। ইহা ব্যতীত গলদেশ খুস্ খুস করিয়া কাশির উদ্রেক হয় না। ইহা স্ত্রীলোকের প্রতি অধিক কার্য্য করে।

শুষ্ক কাশির সমগুণ ঔষধ সমূহ

ব্রাইওনিয়া—কাশি শুষ্ক এবং কঠিন সহজে শ্লেষ্মা কিছুই উঠেনা কাশি কালীন বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে (soreness and pain in the chest when patient coughs) (তরল কাশি বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে—নেট্রাম সালফ)।

কোরেলাম রুবরাম—সর্ব্বদা কাশি লাগিয়া রহিয়াছে, এক মূহুর্ত্ত যেন বিরাম নাই এতদহেতু ইহাকে ইংরাজিতে minute gun cough বলা হয়। কাশি শুষ্ক খকৃখকে এবং অনেকটা আক্ষেপযুক্ত (spasmodic)।

কষ্টিকাম—কাশি শুষ্ক, কাশি কালীন প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়ে। শ্বাস ত্যাগ কালীন কাশি বৃদ্ধি হয় এবং শীতল জলপানে কাশি হয় (relieved by a swallow of cold water)।

মেফাইটিস—শুষ্ক কাশির ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩০ ক্রম অধিক ফলপ্রদ। অন্য কোন ঔষধে উপকার না হইলে মেফাইটিস প্রয়োগ করিয়া দেখিবে। ইহার কাশি অনেকটা রিউমেক্সের ন্যায়।

বেলেডোনা—শুষ্ক কাশি রাত্রিতে অধিক হয়। কাশি কালীন মুখ চোখ লাল হইয়া যায়। তালুমূল প্রদাহ হইয়া অথবা গলদেশ হইতে কাশি উত্থিত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

রিউমেক্স—খুস্ খুস্ কাশির রিউমেক্স একটি উপ যুক্ত ঔষধ কিন্তু ইহাতে আলজিহ্বা বৃদ্ধি প্রায়ই থাকে না। কাশি শুষ্ক, সর্ব্বদা খুস্ খুস্ করে এবং কাশির উদ্রেক হয়।

নেট্রাম মিউরেটিকাম্—কাশি শুষ্ক কিন্তু ইহাতে আলজিহ্বা বৃদ্ধি থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং শিরঃপীড়াও থাকিতে পারে।

ফস্ফরাস—কাশি শুষ্ক খুসখুসে। রোগী লম্বা, পাতলা এবং অত্যন্ত উষ্ণ ধাতু বিশিষ্ট। শীতল স্থান, শীতল পানীয় ইত্যাদি অধিক পছন্দ করে।

মৃগীরোগ, তরকা এবং আনর্ত্তন (convulsion and twitching)—তরকার হাইওসিয়ামাস একটি উপযুক্ত ঔষধ। মৃগী রোগের ন্যায় তরকা হয় (epileptic convulsion)। অন্য ঔষধের বিশেষ লক্ষণ-প্রকাশ না থাকিলে হাইওসিয়ামাস সেইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে এবং হাইওসিয়ামাস epileptic convulsionএর একটি বৃহৎ ঔষধও বটে। হাইওসিয়ামাসে কনভালসনের আনর্ত্তন এবং স্পন্দন অর্থাৎ ঝাঁকি (twitching and jerking) পরিষ্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ স্থানের স্থানের পেশীর আকুঞ্চন হয় এবং থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ স্পন্দন হয়। চক্ষু হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেক পেশীর স্পন্দন হয়। কনভালসনকালীন রোগীর সঞ্চালন অনেকটা ত্রিকোনাকৃতি (angular) হয় (The abnormal movement are rather angular)। ষ্ট্রেমোনিয়ামের ন্যায় কুণ্ডলী আকার হয় না (not gyratory) এবং সকল সময় জ্ঞান থাকে না। এই প্রকার সঞ্চালন আহারের পর প্রায়ই বৃদ্ধি হয় বিশেষতঃ শিশুদিগের মধ্যে ইহা অধিক দেখা যায়। শিশু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে, আক্রমণাবস্থায় মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয়। চক্ষু বাহিরে ঠেলিয়া আসে, চীৎকার করে, দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে, এমন কি প্রস্রাব করিয়াও ফেলে, মুখে ফেনা ওঠে, জিহ্বা কামড়ায় কিন্তু কনভালসনের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রা আসিয়া

উপস্থিত হয়। শিশুদিগের ভয় পাইয়া কিংবা কৃমিজনিতও এই প্রকার কনভালসন অনেক সময় হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের সুতিকা রোগ হইতে কনভালসন হইলেও তাহাতেও হাইওসিয়ামাস উত্তম কার্য্য করে। হাইওসিয়ামাসের এবম্প্রকার কনভালসন সহ প্রায়ই অচৈতন্যতা থাকে, আলো এবং লোক সঙ্গ ভাল বাসে না। (ষ্ট্রেমোনিয়ামে জ্ঞান থাকে, আলো এবং লোক সঙ্গে ভাল বাসে)।

সাইকুটা ভিরোসা—ইহার কনভালসন অত্যন্ত ভীষণ হয়। শরীর বেঁকিয়া নানান প্রকার আকার ধারণ করে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে—মস্তক; গ্রীবা এবং মেরুদণ্ড অধিক আক্রান্ত হয় এবং শরীর পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া ধষ্টমুঙ্কারের ন্যায় হয়, জ্ঞানশূন্য হয়। সামান্য স্পর্শে, গোলমালে, আক্রমণের বৃদ্ধি হয় (attacks are repeated)। পাকস্থলী ফুলিয়া ওঠে, চীৎকার করে, মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়। আক্ষেপের পূর্ব্বে এবং পরে শরীর কাঁপিতে থাকে এবং তৎপর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে।

তাণ্ডব রোগ (chorea)—তাণ্ডবরোগেও হাইওসিয়ামাসের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির হয় এবং শরীরের সঞ্চালনের সামঞ্জস্যতা থাকে না, চলিতে সমস্ত শরীর টলমল করিয়া কাঁপে (tottering gait)। শিশুদিগের মুখমণ্ডলের তাণ্ডব রোগে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। তির্য্যকদৃষ্টি (squinting), তোঁতলামি, মুখমণ্ডলের পেশীর খেঁচুনি ইত্যাদিতেও হাইওসিয়ামাস উত্তম কার্য্য করে (We have long known ts value in "local chorea" in children as squinting, stammering, twitching of the face etc—Dr Lowson)। স্পন্দন এবং আনর্ত্তন (jerking and twitching) হাইওসিয়ামাসের একটি বিশেষ লক্ষণ—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। (Dr Guernsey seems to consider jerking and twitching of the muscles including those of the face and eyes an actual "Keynote for this remedy).

ষ্ট্রেমোনিয়াম—তাণ্ডবরোগে ইহারও ব্যবহার দেখা যায় বশেষতঃ যদি মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়। শিশু নিদ্রা হইতে চীৎকার দিয়া

কাঁদিয়া জাগিয়া ওঠে এবং কোন কারণ নাই তথাপি শিশু খিল খিল করিয়া হাসে।

নিদ্রাহীনতা—খিটখিটে এবং কোপনস্বভাব ব্যবসা ইত্যাদির চিন্তায় নিদ্রা হয় না। সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় শুইয়া পড়িয়া থাকে।

মূত্ররোধ—প্রসবের পর মূত্র স্তম্ভ কিংবা অনবরত মূত্রস্রাবসহ মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত হয় এবং প্রসূতিদিগের মূত্রত্যাগের ইচ্ছা থাকে না (আর্ণিকা, ওপিয়ম)। প্রসবের পর মূত্র রোধে কষ্টিকামই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

কামোন্মাদ—কামোৎপাদক মানসিক বিকৃতির (Lascivious mania) হাইওসিয়ামাস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে কাপড় রাখে না, ফেলিয়া দেয়, অশ্লীল গান গায়, কামোন্মাদে অস্থির হইয়া পড়ে, লজ্জা সরম জ্ঞান থাকে না, উলঙ্গ হইয়া শয্যায় শুইয়া বিড় বিড় করিতে থাকে।

জ্বর

সময়—পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা এবং প্রতি একদিন পর পর।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। শীত পদদ্বয় হইতে আরম্ভ হয়, সমুদয় শরীর শীতল, মুখমণ্ডল অত্যন্ত উষ্ণ। কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তাহা পছন্দ করে না (সিনা) অথবা অতি সামান্য গোলমালও সহ্য করিতে পারে না (জেলসি)।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। সমুদয় শরীর অগ্নিবৎ উষ্ণ হয় (বেল) মৃগীবৎ তড়কা (ষ্ট্রিমোনি) এবং নিদ্রাহীনতা প্রকাশ পায়।

ঘর্ম্ম অবস্থা—ঘর্ম্ম সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর হয় কিন্তু পদদ্বয়ে অল্প হয়। ঘর্ম্ম শীতল এবং অম্লগন্ধযুক্ত।

জিহ্বা—কটাবর্ণ অথবা লাল লেপাবৃত। জিহ্বা আংশিক পক্ষাঘাত-প্রাপ্ত, কষ্টের সহিত বহির্গত করে। স্বাদ দুর্গন্ধ এবং বদগন্ধযুক্ত। জল দেখিলে ভয় পায়।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—হ্যানিমান ১২ ক্রম প্রয়োগ করিতেন কিন্তু ইদানীং ৩০ ও ২০০ ক্রম অধিক প্রয়োগ হয়।

হাইওসিয়ামাসে—সংন্যাস রোগ দরুণ কর্ণবধিরতায় বেলেডনার পর উত্তম কাজ করে।

হাইওসিয়ামাসে—কামোন্মদতা উপশম না হইলে ফস্‌ফরাস প্রয়োগ করিয়া দেখিবে।

সমকক্ষ ঔষধ—বেলেডনা, ষ্ট্রেমোনিয়াম, ভিরেট্রাম।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, ঋতুস্রাবকালীন, মানসিক বেদনায়, শয়নে, অশান্তিজনক প্রেমে।

রোগীর বিবরণ

আজ প্রায় ৮।১০ বৎসরের কথা হাওড়া অঞ্চলে একটি স্ত্রীলোক রোগী দেখিতে যাই। স্ত্রীলোকটির বয়স প্রায় ৩০ হইবে কিছুদিন যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছিল, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা করিয়া আমাকে লইয়া যান কিন্তু তাঁহারা হোমিওপ্যাথিক করাইলেন না। তাঁহারা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। অনেকদিন পর আবার তাঁহারা আসিয়া বলিলেন আপনি আসুন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করা হইবে। আমি যাইয়া দেখি রোগী হিষ্টিরিকেল রোগের ন্যায় অনেক কথা বলিতেছেন এবং গাত্রের উত্তাপ প্রায় ১০৪ হইবে, এই জ্বর প্রায় ৮।১০ দিন হইতে চলিতেছে, টাইফয়েড বলিয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন কিন্তু আমার টাইফয়েড বলিয়া মনে হইল না। আমি সমুদায় লক্ষণ বিশেষরূপে দেখিয়া সিপিয়া ২০০ শক্তি একমাত্রা দিয়া আসি, আর বলা বাহুল্য যে রোগিণীর জরায়ুর দোষ ছিল এবং সন্তান হইয়া প্রায় ৫ মাস যাবৎ ঋতু আর হয় নাই। সিপিয়াতে অনেকটা জ্বর হ্রাস হইল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ গেল না। একদিন পরামর্শার্থ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী

মহাশয়কে কলিকাতা হইতে লইয়া যাইতেছি—রোগীর বাড়ী পহুঁছিয়া শুনিতে পাইলাম রোগী দোতলা হইতে, লাফ দিয়া পার্শ্বের বাড়ীতে পালাইয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে কিছুতেই আসিতে চাহিতেছে না, জোর করিয়া কয়েকজন মিলিয়া ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া তাহার মনে অত্যন্ত ভয় হইয়াছে এবং অদ্য প্রাতঃকাল হইতে কিছুই আহার করিতেছে না কেবল আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জরও রহিয়াছে। রোগীর নিকট হইতে কিছুই জানিতে পারা গেল না। এতদ্ লক্ষণে তাহাকে হাইওসিয়ামাস ২০০ শক্তি ২টি বটিকা মাত্র দেওয়া হয় এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

এই রোগীকে বাড়ীর লোকেরা উন্মাদ হইয়াছে বলিয়া চারিদিকের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতেছিল।

২। একটি ভদ্রলোক তাঁহার সহিস দিয়া একটি বড় ঝাঁকার উপর একটি কুক্কুরিকে চিকিৎসা করাইবার জন্য ডাক্তার হেকক্ সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কুক্কুরী তখন ফিটের অবস্থায় ছিল। ফিটের অবস্থায় জ্ঞান থাকিত না, পদ চতুষ্টয়ের আক্ষেপ হইত, মস্তক বাম পার্শ্বে হেলিয়া পড়িত, মুখে ফেনা উঠিত, মধ্যে মধ্যে কাল্পনিক বস্তু ধরিতে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। ডাক্তার হেকক্ সাহেব সহিসের নিকট কুক্কুরির এইরূপ অবস্থা হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, ১২।১৪ দিন হইতে ঐ কুক্কুরী ছোট ছোট ইন্দুর শিকার করিবে বলিয়া ইন্দুরের গর্ত্ত চারিপদদ্বারা আঁচড়াইয়া বিস্তর মাটী উঠাইয়া আপন গাত্রকে বড়ই অপরিষ্কার করিয়াছিল। পরে উহার মনিব তাহাকে পরিষ্কার করিবার জন্য নদীর জলে কয়েকবার ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল—তাহার পর দিবস হইতে খেঁচুনির মত হয় কিন্তু এত বৃদ্ধি পূর্ব্বে ছিল না। এই সমুদায় লক্ষণে ডাক্তার হেকক্ তাহাকে চামচ করিয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত ৪ ফোঁটা হায়োসিয়ামাস মূল অরিষ্ট সেবন করাইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই কুক্কুরীটিকে সুস্থ করিয়াছিল।

Dr. Haycock.

ষ্ট্রেমোনিয়াম (Stramonium)

ইহাঁর বাংলা নাম ধুতুরা। ফল এবং বীজ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা একটি প্রলাপের মহৎ ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেহ কেহ ইহাকে হাইওসিয়ামাস এবং বেলেডোনার মধ্যবর্ত্তী স্থলে স্থান প্রদান করিয়াছেন কিন্তু আমরা হাইওসিয়ামাসকেই প্রলাপের পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি প্রধান ঔষধের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলিয়াছি এবং লক্ষণাবলীও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ধুতুরা সেবনে লোক উন্মাদগ্রস্থ হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন—

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। প্রলাপ—বহুভাষী, বাচাল (Loquacious all the time) সকল সময় বকিতে থাকে—কখন গান গাহিতেছে, কখন শীস দিতেছে, কখন পদ্য আবৃত্তি করিতেছে।

২। প্রলাপ অত্যন্ত ভীষণ, মানসিক বিকৃতি অত্যন্ত প্রবল (delirium is more furious, the mania more acute) রক্তাধিক্য হাইওসিয়ামাস অপেক্ষা যদিও অধিক কিন্তু বেলেডোনা অপেক্ষা স্বল্প অথচ প্রকৃত প্রাদাহিক নয়।

৩। ভয়ানক বহুভাষী সর্ব্বদা বকিতে থাকে (disposed to talk continually), কথার কোন অর্থ নাই অত্যন্ত এলোমেলো, কখন হাসিতেছে, কখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে কখন ভীষণ রাগান্বিত হইতেছে ইত্যাদি।

৪। আলো এবং লোক সঙ্গ ভালবাসে। (ভালবাসে না— হাইওসিয়ামাস) একলা এবং অন্ধকার ঘরে থাকিতে পারে না ভয় পায়।

৫। চক্ষু বিস্তারিত, চক্‌চকে স্ফটিক সদৃশ অথচ প্রতিক্রিয়া শূন্য।

৬। পেশীর আকস্মিক স্পন্দন (twitching) বিশেষতঃ শরীরের ঊর্দ্ধদিকে। বালিস হইতে মস্তক ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া উঠে (Jerking of the head from the pillow)

৭। অধিকাংশ রোগই যন্ত্রণাশূন্য।

৮। কনভালসন—আক্ষেপযুক্ত (spasmodic) এবং জ্ঞান থাকে (নাক্স। জ্ঞানশূন্য—বেলেডোনা, ওপিয়ম, হাইওসিয়ামাস, সাইকুটা), তরল দ্রব্য, জল, আর্সি, উজ্জ্বল আলো দর্শনে এবং স্পর্শে কনভালসনের নূতনারম্ভ হয় (Renewed by sight of bright light of mirror or water)

৯। তোতলামি—কথা উচ্চারণ করিতে অনেকক্ষণ চেষ্টা করিতে হয়, মুখমণ্ডল বক্র এবং বিকৃতি করিয়া কথা বাহির করে অর্থাৎ সহজে এবং অল্প আয়াসে কথা উচ্চারণ করিতে পারে না (বভিষ্টা, ইগ্নেসিয়া, স্পাইজেলিয়া)।

১০। রোগী তাহার শরীরের আকারের বিষয়ে নানারূপে কল্পনা করে—মনে করে আহার মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে পদদ্বয় অত্যন্ত লম্বা হইয়া গিয়াহে, শরীর দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে. তাহার পার্শ্বে আর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

১১। কামোন্মদ—জননেন্দ্রিয়ের কাপড় রাখে না; উলঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ভীষণ কাম প্রবৃত্তি হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। হৃষ্ট-পুষ্ট গঠনবিশিষ্ট (একোনাই, বেলেডোনা) অল্পবয়স্ক লোকদিগেতে বিশেষতঃ শিশুদিগেতে তাণ্ডব রোগে, মানসিক বিকৃতি এবং প্রলাপে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

২। ভয়ে সচকিতভাবে জাগিয়া উঠে চক্ষু খুলিবা মাত্র প্রথম দ্রব্য দর্শনে যেন ভীত হইয়াছে।

৩। অবাস্তব বস্তুর ভ্রম দর্শন করে এবং ভীত হয়।

৪। প্রলাপে পা লাইয়া যাইতে চাহে (বেলেডোনা, ব্রাই, হাইওসিয়ামাস ওপিয়ম, রাসটাক্স)।

৫। পদদ্বয় এবং হস্ত শীতল, মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লাল আভাযুক্ত।

৬। বালিশ হইতে মস্তক তুলিবামাত্র বমনের উদ্রেক হয়।

৭। জলাতঙ্ক—জল অথবা চকচকে দ্রব্য দেখিলে ভয় পায়। তরল দ্রব্যে অত্যন্ত বিরাগ (বেলে, লাইসীন) এবং জলপানে গলদেশের আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—ষ্ট্রেমোনিয়াম প্রধাণতঃ মস্তিষ্কের উপর অধিক কার্য্য করে ইহাতে যে প্রলাপ প্রকাশ পায় তাহা বেলেডোনা এবং হাইওসিয়ামাস অপেক্ষা প্রবল (furious)। মস্তকে যদিও রক্তসঞ্চয় হয় কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় তত অধিক হয় না।

ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী বহুভাষী এবং বাচাল। প্রলাপ অত্যন্ত এলোমেলো (irrivalent) বকে। কথার বিরাম নাই। উন্মাদের ন্যায় বক্ বক্ করিতে থাকে (ল্যাকেসিস রোগী এক কথা শেষ হইতে না হইতেই আর এক কথা আরম্ভ করে)। মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লাল আভাযুক্ত হয় (বেলেডোনার ন্যায় তত অধিক নয়)। অবাস্তব বস্তুর কল্পনা করে এবং রোগী তাহাতে অত্যন্ত ভীত ত্রস্ত হয়। রোগী দেখে তাহার ঘরের চতুর্কোণ হইতে অদ্ভুত জন্তু সমূহ যেন গজাইয়া উঠিতেছে এবং তাহার সম্মুখে আসিতেছে। নানানপ্রকার জীবজন্তু এবং অদ্ভুত অদ্ভুত চিত্রের ভ্রম দর্শন করিয়া রোগী অত্যন্ত ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। আবার কখন কখন ভূত প্রেতের সহিত যেন কথা বলিতেছে এইরূপ ভাব প্রদর্শন করে। শিশু কিংবা অল্প বয়স্ক বালক-বালিকা হইলে মাতা সম্মুখে থাকা সত্বেও, শিশু ভয়ে মা মা করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। মাকে চিনিতে পারে না যাহাকে সম্মুখে পায় জড়াইয়া ধরে। চক্ষু উন্মিলিত থাকে এবং চক্ষু তারা প্রসারিত হয় (eyes wide open, prominent, brilliant, pupils widely dilated, insensible) দৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটে, সর্ব্বপ্রকার চেতনা শক্তির হ্রাস হয়, পেশীমণ্ডলীর সঞ্চালন

বৃদ্ধি হয়, কাম ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়, ইচ্ছানুযায়ী সংযম করিবার ক্ষমতা রহিত হয়। আক্ষেপযুক্ত শ্বাস কষ্ট এবং গলাধঃকরণ শক্তির কষ্ট হয়। গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক হয়। বিষাক্ত লক্ষণ যদি আরো অধিক হয় তাহা হইলে রক্ত সঞ্চয়জনিত প্রগাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয় এবং পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

প্রলাপ (Delirium)—ষ্ট্রেমোনিয়ামের প্রলাপের বিশেষত্বই হইতেছে বহুভাষী (talkativeness), কথা আর শেষ হয় না কখন গান গাহিতেছে, কখন হাসিতেছে, কখন ভীষণ রাগান্বিত হইতেছে, কখন শীস দিতেছে, পদ্য আবৃত্তি করিতেছে, চেঁচাইতেছে, অনুনয় বিনয় করিতেছে। কখন প্রার্থনা করিতেছে ইত্যাদি অর্থাৎ রোগীর কথায় আর বিরাম নাই। এবম্প্রকার উন্মাদরূপ প্রলাপের সহিত মাসিক ঋতু স্রাব প্রায়ই বন্ধ থাকে। প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে রোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নানা ভাবে সঞ্চালিত করে—কখন কখন হস্ত পদ গুটায়, কখন হস্তপদ শক্ত করে, কখন লম্বা করে। এতদ্ব্যতীত বালিশ হইতে মস্তক পুনঃ পুনঃ ঝাঁকাইয়া ওঠে, (Jerks up suddenly head from his pillow) ইত্যাদি নানা প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে শেষোক্ত লক্ষণটি ষ্ট্রেমোনিয়ামের একটি বিশেষ বিশেষত্ব। ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগীর আর একটি বিশেষত্ব যে—অন্ধকারে ভয় পায়, একাকী থাকিতে পারে না। লোকসঙ্গ চায় এবং আলো পছন্দ করে, এমন কি অন্ধকার গৃহে হাঁটিতে পারে না।

ষ্ট্রেমোনিয়াম, হাইওসিয়াস, এবং বেলেডোনার পার্থক্য।

(১) ষ্ট্রেমোনিয়াম অত্যন্ত কথা বলে—বহুভাষী (stramonium is the most widely loquacious).

(২) হাইওসিয়ামাস অত্যন্ত ভীষণ আচ্ছন্ন (Hyosciamus is the most insensibly stupid).

(৩) বেলেডোনা এই দুইটি ঔষধের মাঝামাঝি (Belladona in this respect stands half way between).

(৪) ষ্ট্রেমোনিয়াম বিক্ষিপ্তভাবে এপাশ ওপাশ ছটফট করে, বালিশ হইতে মস্তক ঝাঁকাইয়া ওঠে (stamonium throws himself about jerking head from pillow).

(৫) হাইওসিয়ামাসে পেশীর আকুঞ্চন হয়। শয্যা খোঁটে, শূন্যে যেন কিছু উড়িতেছে ধরিবার চেষ্টা করে অথবা নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকে (Hyosciamus twitches picks and reaches, otherwise lying pretty still).

(৬) বেলেডোনা চম্‌কাইয়া ওঠে, লম্ফপ্রদান করে, কামড়াইতে যায়, মারিতে উদ্যত হয় (Belladona starts or jumps, when falling into or awaking from sleep).

জলাতঙ্ক (Hydrophobia)—ষ্ট্রেমোনিয়ামে জলাতঙ্কের যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ থাকিতে দেখা যায় কোন উজ্জ্বল চকচকে দ্রব্য দেখিলেই ভীষণ প্রলাপ উপস্থিত হয় গলদেশে আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন (spasm) হয় এবং কন্‌ভাল্‌সন্ হইবার উপক্রম হয়।

চীন দেশে এই ধুতুরা জাতীয় উদ্ভিদ জলাতঙ্কের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া অত্যন্ত পরিচিত। ডাক্তার ওজানম (Dr. Ozanam) এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের নিকট হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তদানীন্তন মাসিক হোমিওপ্যাথিক পত্রিকায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার হিউজ ষ্ট্রেমোনিয়ামকে জলাতঙ্কের প্রকৃত ঔষধ বলিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি বলিতে চাহেন জলাতঙ্কের যে লক্ষণসমূহ আমরা দেখিতে পাই তাহা ষ্ট্রেমোনিয়ামদ্বারা উদ্ভূত নয় বরং ভয় হইতেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু যাহা হউক ষ্ট্রেমোনিয়ামে জলাতঙ্কের যথেষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে, রোগী জল কিংবা কোন প্রকার তরল দ্রব্য কিংবা আর্শি কিংবা কোন উজ্জ্বল দ্রব্য দেখিলেই ভীত হইয়া উঠে (লাইসিন), গলদেশের সঙ্কোচন হয় (spasmodic constriction of the throat) এবং কনভালসনের উপক্রম হয়।

কনভালসন (Convulsion)—ষ্ট্রেমোনিয়ামের convulsive movement অর্থাৎ শরীরের আক্ষেপযুক্ত সঞ্চালন বরং অনেকটা পরিষ্কার

(graceful), হাইওসিয়ামাস ত্রিকোণাকৃতি (angularity) এবং হঠাৎ স্পন্দন-যুক্ত নয়। এইরূপ অবস্থা (আক্ষেপ) বিশেষভাবে শিশুদিগেতে চর্ম্মরোগে পীড়কা প্রকাশ না পাইলে অর্থাৎ লাট খাইয়া গেলে ষ্ট্রেমোনিয়াম উত্তম কার্য্য করে। যেমন হাম অবস্থায় হাম যদি উপযুক্তরূপ প্রকাশ না হয়; শিশুর মুখমণ্ডল লালবর্ণ, স্ফীত, থমথমে হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত হয়, অস্থিরতায় এপাশ ওপাশ করে,—নিদ্রার জন্য চক্ষু বুজিলেই ভয়ে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে—এই প্রকার লক্ষণের প্রকাশে ষ্ট্রেমোনিয়াম নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে কিন্তু সর্ব্বদা আক্ষেপযুক্ত সঞ্চালনের (convulsive movement) প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, কারণ এই লক্ষণটির উপর ষ্ট্রেমোনিয়ামের নির্ব্বাচন অধিক নির্ভর করে। ষ্ট্রেমোনিয়াম শিশু এবং অল্পবয়স্ক বালক এবং বালিকার কনভালসনে বেলেডোনা অপেক্ষা উত্তম কার্য্য করে। ষ্ট্রেমোনিয়ামের কনভালসন (Convulsion) যদিও আক্ষেপযুক্ত (spasmodic) কিন্তু হাইওসিয়ামাসের ন্যায় ঝাঁকুনি এবং ত্রিকোণাকৃতি (jerking and angularity) নয়। আর একটি কথা—ষ্ট্রেমোনিয়ামের কনভালসনে জ্ঞান থাকে (জ্ঞান থাকে না—হাইওসিয়ামাস, কুপ্রাম, বেলেডোনা, সাইকুটা) এবং আলো অথবা উজ্জ্বল দ্রব্য দর্শনে আক্ষেপ পুনরায় আরম্ভ হয় (ষ্ট্রিকনাইন—সামান্য স্পর্শ অথবা বায়ুর ঝট্‌কা, শব্দ অথবা গন্ধতেই আক্ষেপ পুনরায় আরম্ভ হয়)।

কুপ্রাম মেটালিকাম—আমরা ঠিক এই প্রকার লক্ষণ কুপ্রাম মেটালিকামে দেখিতে পাই কিন্তু কুপ্রামের পীড়কা বাহিরে বহির্গত হইয়া কোন প্রকার বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা কিংবা কোন কারণ বশতঃ অবরুদ্ধ হওয়ায় দরুণ মস্তিষ্কের প্রদাহ উপস্থিত হইলে, এবম্প্রকার অবস্থাতেই কুপ্রাম উত্তম কার্য্য করে (It is specially indicated when the rash has been re-percussed and these violent cerebral symptoms appear). কুপ্রামের মুখমণ্ডল নীল অভাযুক্ত হয়। শরীরে যে অস্বাভাবিক সঞ্চালন হয় তাহা বরং অনেকটা ত্রিকোণ প্রকৃতির (angular)। কুপ্রামেও ষ্ট্রেমোনিয়ামের ন্যায় নিদ্রার পরই রোগ বৃদ্ধি হয় এবং আতঙ্কও অধিক হয়।

জিঙ্কাম মেটালিকাম—ইহাতে পীড়কা অধিক শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত প্রকাশ হইতে পারে না। জিঙ্কাম মেটালিকামে শারীরিক

দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক থাকে। ইহাতেও উপরোক্তরূপ রোগী নিদ্রায় চীৎকার করে এবং ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে (কনভালসনের ঔষধসমূহ ইগ্নেসিয়ায় দেখ)।

মানসিক বিকৃতি (**mania**)—ষ্ট্রেমোনিয়ামের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণই হইতেছে মানসিক বিকৃত (mania) এবং প্রলাপ। কিন্তু তরুণ মানসিক বিকৃতিতে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, ইহার মানসিক লক্ষণ অত্যন্ত অদ্ভুত প্রকৃতির—নিজের শরীরের আকারের (shape) বিষয়ে নানা রূপ কল্পনা করে—রোগী মনে করে তাহার শরীর কিংবা বাহু অত্যন্ত বৃহৎ কিংবা লম্বা কিংবা বাঁকা টেরা ইত্যাদি (strange ideas about the formation of his body—that is ill shape, elongated, deformed)। কখন মনে করে তাহার পার্শ্বে আর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছে—অর্থাৎ তাহারা যেন দুই ব্যক্তি (পেট্রোলিয়াম) কিংবা মনে করে তাহার দুইটি পায়ের পরিবর্ত্তে তিনটি।

ষ্ট্রেমোনিয়াম—উন্মাদ প্রলাপের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উন্মাদরূপ প্রলাপের হাইওসিয়ামকেও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াছি কিন্তু ইহাদের maniaর পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে। হাইওসিয়ামাস রোগী অত্যন্ত সন্দেহ চিত্ত, কাহাকেও বিশ্বাস করে না—তাহাকে কেহ বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিবে ইত্যাদির চিন্তায় অস্থির হইয়া থাকে এবং বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্টভাবে আপন মনে বকিতে থাকে। আলো এবং লোকসঙ্গ ভালবাসে না।

ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী অত্যন্ত বহুভাষা (talkative)। সকল সময় বক্ বক্ করিতে থাকে, কখন ভগবানকে করজোড়ে ডাকে, কখন হাসে, কখন পদ্য মুখস্থ বলে, অর্থাৎ কথার বিরাম থাকে না। কখন নিজ শরীরের আকৃতি বিষয়ে অত্যন্ত ভ্রম দেখে, মনে করে মস্তক কিংবা হস্ত শরীর অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। আলো এবং লোকসঙ্গ ভালবাসে, একাকী থাকিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত ষ্ট্রেমোনিয়ামে চক্ষু রক্তাধিক্য হয়, হাইওসিয়ামাসে কিছুই হয় না।

মানসিক বিকৃতির সমগুণ কয়েকটি ঔষধ—

ল্যাকেসিস—মনে করে মরিয়া গিয়াছে এবং তাহাকে শ্মশানে লইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছে।

থুজা—মনে করে তাহার শরীর কাঁচের প্রস্তুত, সামান্য স্পর্শেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভিরেট্রাম এলবাম—মনে করে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে, শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইবে।

সাইকুটা—মনে করে সে একটি অল্পবয়স্ক শিশু।

ব্যাপ্টিসিয়া—মনে করে তাহার শরীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

তাণ্ডব রোগ—মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শিশু নিদ্রাভঙ্গের সময় চীৎকার দিয়া কাঁদিয়া ওঠে এবং বিনা কারণে হাসে ও গান করে। ষ্ট্রেমোনিয়ামের তাণ্ডব রোগে নিম্ন লক্ষণসমূহ প্রায় বর্ত্তমান থাকে—শরীরের অঙ্গভঙ্গি সতত পরিবর্ত্তনশীল একবার হাসে আবার তৎপরক্ষণই আশ্চর্য্যান্বিত হয়। জিহ্বা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বহির্গত করে। মস্তক পর্য্যাক্রমে সম্মুখে এবং পশ্চাতে অর্থাৎ পৃষ্ঠের দিকে চালে। সমুদায় শরীর এবং মেরুদণ্ডের আক্ষেপযুক্ত আকুঞ্চন হয়। হস্ত পদের প্রান্তদেশ সতত নাড়ে। যদিও সকল সময় আকস্মিক স্পন্দন হয় না কিন্তু সঞ্চালন ঘূর্ণনশীল অথবা কুণ্ডলাকার। শরীরের সমুদায় পেশী সর্ব্বদা সঞ্চালন হইতে থাকে। এতদসহ তোতলামিও থাকিতে পারে। রোগীর মানসিক বিকৃতি ঘটিলে অতি সহজেই ভীত হয়, ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে অথবা সময় সময় করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। শয়ন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ বালিস হইতে মস্তক ঝাঁকিয়া উঠে।

তাণ্ডব রোগের ঔষধ সমূহ—

সিমিসিফিউগা—বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। রোগ বাত-জনিত অথবা জরায়ুরোগ হইতে উত্থিত হইলেই অধিক কার্য্য করে।

টেরেণ্টুলা—দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ পদ অধিক আক্রান্ত হয়। রাত্রিতেও উক্ত বাহু এবং পদের সঞ্চালন হইতে থাকে।

জিজিয়া—নিদ্রিতাবস্থায়ও সঞ্চালন হইতে থাকে।

ইগ্নেসিয়া—উচ্ছাস হেতু উৎপন্ন হয়।

এগারিকাস—ইহার তাণ্ডবরোগের সঞ্চালন সমূহ ত্রিকোণাকৃতি। ইহাতে অক্ষিপুটের অথবা শরীরের বিভিন্ন স্থানের চুলকানি থাকে। চক্ষুর পাতা সর্ব্বদা নাড়িতে থাকে এবং মেরুদণ্ড স্পর্শাধিক্য হয়।

মাইগেল লেসিডোরিয়া—মুখমণ্ডলের পেশী সর্ব্বদা আকুঞ্চন হয়। মস্তক একপার্শ্বে বিশেষতঃ দক্ষিণপার্শ্বে অধিক স্পন্দন হয় (jerking) দক্ষিণ বাহু এবং পদের পেশীর আকুঞ্চন এবং ঝাঁকুনি লাগিয়া থাকে। পেশীর উপর কর্ত্তৃত্ব রহিত হইয়া যায়, কথা ছিট্‌কাইয়া নির্গত হয়। মুখমণ্ডলে হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না, হস্ত অর্দ্ধেকদূর তুলিয়া আট্‌কাইয়া যায় এবং ঝাঁকিতে থাকে, অর্থাৎ ইহাতে সমুদায় শরীর সর্ব্বদা সঞ্চালন হইতে থাকে।

হাইওসিয়ামাস—ইহাতে এক এক স্থানের পেশীর অধিকরূপ আকুঞ্চন এবং স্পন্দন হয়। রোগীর নিদ্রা হয় না, স্নায়ুপ্রধান, অথবা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং নিদ্রিতাবস্থায় কাঁদিয়া উঠে। মস্তক একবার এপাশ একবার ওপাশ চালিতে থাকে এবং নির্ব্বোধের ন্যায় সর্ব্ববিষয়েই হাসিতে থাকে। রোগী অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত ও স্নায়বীয়।

জ্বর

সময়—প্রাতে ৬টা অথবা ৭টা অন্য সময়েও হইতে পারে, সময়ের নির্দ্দিষ্টতা নাই।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। সমুদায় শরীর শীতল বোধ অথচ মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমাভ, মস্তক উষ্ণ এবং হস্ত পদের আকুঞ্চন হয়। শীত অবস্থায় গাত্রাবরণ খুলিতে চাহে না, তাহাতে অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করে।

গাত্রত্বক বরফবৎ শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত, শীতে হস্ত পদ ঈষৎ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয় (ভিরেট্রাম)। মুখমণ্ডল, হস্ত এবং পদদ্বয় নীল এবং শীতল; (ক্যাম্ফর, ভিরেট্রাম)। ঠাণ্ডায় যেন অসাড় হইয়া যায়।

উত্তাপ অবস্থা—পিপাসা থাকে। প্রথমতঃ মস্তক এবং মুখমণ্ডল উষ্ণ হয় তৎপর সমুদায় শরীর শীতল হয়, ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ হইয়া আইসে। উত্তাপ অবস্থায় নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে (এপিস, ইগ্নেসিয়া)। সর্ব্বাঙ্গ ভীষণ উত্তপ্ত হয়, মস্তক এবং মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য হয় ও শরীরের অবশিষ্ট স্থান সমূহ শীতল এবং ফ্যাকাসে হয় (বেলেডোনা, ওপিয়ম)। উত্তাপ অবস্থায় গাত্রাবরণে উত্তমরূপ আচ্ছাদিত হইয়া শীতঅবস্থায় মস্তক এবং মুখমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। দাহ অবস্থায় পদদ্বয় এবং পদদ্বয়ের নিম্ন পর্য্যন্ত শীতল হয়। ঘর্ম্ম অবস্থায় গাত্রাবরণে আচ্ছাদিত হয়। এই অবস্থায় শিরঃ ঘূর্ণন, প্রলাপ, মৃগীরোগ সদৃশ কনভালসন ইত্যাদি উপস্থিত হয়।

ঘর্ম্মঅবস্থা—পিপসা থাকে। প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং তদ সহিত চক্ষু জ্বালা করে ও ঝাপসা দেখে। সমুদয় শরীরময় শীতল ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্ম তৈলাক্ত (ফস্‌ফরাস)।

জ্বরের সময় শিশু নিদ্রাবস্থায় কাঁদিয়া ওঠে, হঠাৎ চম্‌কাইয়া ওঠে, স্থানের স্থানের পেশীর আকুঞ্চন এবং আকস্মিক স্পন্দন হয়, চক্ষু শিবনেত্র অথবা অর্দ্ধ নিমিলিত হয় এবং এবং চক্ষু কনিকা প্রসারিত হয়, ও মূত্র বন্ধ হয়।

ষ্ট্রেমোনিয়ামে অনেকটা নাক্সভমিকার লক্ষণ দেখা যায় এবং উভয় ঔষধেই জ্বরের কোন অবস্থাতেই গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে পারে না। নাক্সভমিকা রোগীর কাপড় সামান্য আলগা হইলেই অথবা শয্যায় সামান্য নড়াচড়া করিলেই শীতবোধ করে আর ষ্ট্রেমোনিয়াম রোগী গাত্রাবরণ আলগা করিলেই সমুদায় শরীর যেন শীতল হইয়া যায় এবং গাত্র বেদনা অনুভব করে।

টাইফয়েড—ষ্ট্রেমোনিয়াম টাইফয়েডে হাইওসিয়ামাস, ওপিয়ম ইত্যাদির সমকক্ষ ঔষধ। ইহার মানসিক বিকৃতি এবং প্রলাপ অনেকটা উন্মাদবৎ। টাইফয়েডের বাড়াবাড়ি অবস্থায় এতদ অদ্ভুত মানসিক লক্ষণ

সমুহ (ফিজিওলজিকেল কার্য্য এবং মানসিক বিকৃতি লক্ষণ দেখ) প্রায়ই প্রকাশ হয়। এতদ্ব্যতীত রোগীর মুখের সমুদায় অভ্যন্তর প্রদেশ হাজিয়া যাওয়া সদৃশ হয় (as if raw), জিহ্বার পক্ষাঘাৎ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়। মল তরল কৃষ্ণবর্ণ পুতীগন্ধযুক্ত অথবা মলমূত্র সমুদায় রোধ (মল হওয়া অপেক্ষা বন্ধই অধিক থাকে)। রোগীর অবস্থা যতই অধিক খারাপ হইয়া আসিতে থাকে দৃষ্টিশক্তি এবং বাকশক্তি সমুদায়ই হীন হইয়া আইসে। চক্ষুর তারা প্রসারিত এবং অচল অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও সমুদায় শরীর ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া ওঠে অথচ ঘর্ম্মে রোগের কোন প্রকার উপশম হয় না। প্রলাপের লক্ষণ অত্যন্ত ভীষণ। সকল সময় বকিতে থাকে, মুখের আর বিরাম নাই এবং এতদ্ব্যতীত রোগী প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সঞ্চালনেরও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। কখন আড়াআড়ি হয় কখন লম্বা হইয়া চিৎ হইয়া পড়ে, আবার কখন কুণ্ডলী পাকাইয়া গোলাকার আকৃতি করে কিন্তু বালিস হইতে মস্তক ঝাঁকাইয়া তোলা লক্ষণটিই অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে (patient throws himself into all shapes corresponding to his changeable delirium, crosswise, lengthwise rolledup like a ball, or stiffened out by turns or especially, repeatedly jerks up suddenly his head from the pillow). মস্তিষ্কের লক্ষণ ব্যতীত ষ্ট্রেমোনিয়াম কদাচিত নির্ব্বাচিত হয় কাজে কাজেই ইহাদিগের নির্ব্বাচনে মস্তিষ্কের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

হাইওসিয়ামাস—ইহার লক্ষণ সমুদায় ষ্ট্রেমোনিয়াম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মৃদু, ইহাতে যদিও রোগী ষ্ট্রেমোনিয়াম এবং বেলেডোনার ন্যায় পলাইয়া যাইতে চাহে কিন্তু তাহা রোগী নিজের জীবনের প্রতি ভীত হইয়া অর্থাৎ কেহ তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবে এবম্প্রকার ভয়ে এবং সকলের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া এই প্রকার চুপেচুপে পালাইতে চেষ্টা করে। হাইওসিয়ামাসের প্রলাপ অনেকটা passive অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির রোগী আপন মনে বিরবির করিয়া অস্পষ্টভাবে বকিতে থাকে। হাইওসিয়ামাসের শয্যাখোঁটা এবং আকাশে যেন কিছু উড়িতেছে তাহা হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাওয়া লক্ষণদ্বয় অত্যন্ত বিশেষত্ব। (বিস্তারিত লক্ষণ হাইওসিয়ামাসের টাইফয়েডে দেখ)

ওপিয়ম—ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে "তন্দ্রা ভাব," এই লক্ষণে ইহা সমুদায় ঔষধকে পরাস্ত করিয়াছে, এবম্বিধ নিদ্রাভাব আর কোন ঔষধেই দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগী সকল অবস্থাতেই ঘুমাইতেছে, এমনকি ডাকিয়া সজাগ করা যায় না। হাইওসিয়ামাসের আচ্ছন্নতা যদিও অত্যন্ত অধিক থাকে কিন্তু ওপিয়মের সমকক্ষ নয়। মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য এবং ফোলা ফোলা, চক্ষু উর্দ্ধনেত্র আধ বোজা, নিদ্রা নাসিকা-ধ্বনিযুক্ত, সাড়াশব্দ রহিত, মলমূত্র অসারে অথবা মলমূত্রশূন্য।

বিসর্প (Erysepelas)—বিসর্প রোগে ষ্ট্রেমোনিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায় যখন মস্তিষ্কের উত্তেজনা (with involvement of the brain) বর্ত্তমান থাকে এবং যখন অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বিশিষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থায় লক্ষণ সমূহ যদিও অনেকটা রাসটক্স সদৃশ হয় কিন্তু ষ্ট্রেমোনিয়ামের মস্তিষ্কের গোলযোগ, প্রলাপ, অস্থিরতা, ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া ওঠা, ইত্যাদি লক্ষণে ইহারা পরস্পর পৃথক হইয়া গিয়াছে। এতদ সমুদায় লক্ষণসহ জ্বর প্রায়ই থাকে না থাকিলেও অত্যন্ত অল্পই থাকে।

তোতলামি (Stammering)—ষ্ট্রেমোনিয়াম তোতলামির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—কথা মুখ হইহে শীঘ্র বাহির হইতে চায় না, অনেক বিলম্ব হয় এবং অত্যন্ত চেষ্টা করিতে হয়। মুখ বাঁকাইয়া বিকৃত করিয়া কথা বাহির করে—এক একটি কথা যেন ছিট্‌কাইয়া বাহির হয়।

কামোন্মাদ—ষ্ট্রেমোনিয়ামে কামোন্মাদের লক্ষণ বিশেষরূপ প্রকাশ থাকে—স্বাভাবিক অবস্থায় যে স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা এবং সতী সাধ্বী তাহারও এবম্বিধ অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা প্রকাশ পাইতে পারে। জননেন্দ্রিয়ের কাপড় ফেলিয়া দেয়, অশ্লীল সঙ্গীতাদি করে, এমন কি নিকটস্থ পরপুরুষকে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হয়, উলঙ্গ অবস্থায় ঘর হইতে চলিয়া যাইতে চাহে। ষ্ট্রেমোনিয়ামের এই প্রকার লক্ষণ প্রায়ই মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে দেখা দেয় এবং ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে হইলেই ষ্ট্রেমোনিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়। মাসিক ঋতুস্রাবও অত্যন্ত প্রচুর হয় (In nymphomania and in puerperal mania it stands highest among remedies owing to its special action on the sexual function—Dr. Hughes)

কামোন্মাদের সমগুণ ঔষধসমূহ—

হাইওসিয়ামাস—ভীষণ কামোত্তেজনা—রোগী জননেন্দ্রিয়ের কাপড় রাখে না।

ওরিগেনাম—কামোন্মাদ এবং আত্মহত্যার ইচ্ছা, রোগী কামপ্রবৃত্তির প্রবলতায় হস্ত মৈথুন করিতে বাধ্য হয়।

প্ল্যাটিনা—সুতিকাবস্থায় কামোন্মাদ, জননেন্দ্রিয় সুড় সুড় করে, এবং সুড় সুড় ভাব লিঙ্গপ্রদেশ হইতে নিম্নোদর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

ক্যালকেরিয়া ফস—কামোন্মাদ মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে হয়।

গ্র্যাটিওলা—কামোন্মাদ। রক্তাধিক্য বশতঃ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা।

ট্যারেন্টুলা—জননেন্দ্রিয়ের ভীষণ উত্তেজনা। ঋতুস্রাব প্রচুর এবং সময়ের পূর্ব্বে হয় এতদসহ জরায়ুর যন্ত্রণা এবং আক্ষেপ থাকে ও যোনিদেশ ভীষণ চুলকায়।

উদরাময়—উদরাময়ে ষ্ট্রেমোনিয়ামের ব্যবহার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। মানসিক বিকৃতির লক্ষণসহ প্রকাশ পাইলেই ইহার বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পচা জীব জন্তুর ন্যায় এবং মলের বর্ণ প্রায়ই পীতবর্ণ কদাচিত কৃষ্ণবর্ণ হয়। কোনপ্রকার যন্ত্রণা থাকে না—যন্ত্রণা শূন্যতাই এবং দুর্গন্ধতা হইতেছে—ইহার বিশেষত্ব।

হাঁপানি—স্নায়বীয় হাঁপানিতে ষ্ট্রেমোনিয়ামের প্রয়োগ দেখা যায়, ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও কতকটা উপশম হয় বটে। আক্ষেপ (spasm) হেতু রোগী শ্বাস গ্রহণ করিতেই পারে না, কথোপকথনে টান বৃদ্ধি হয়। হাঁপানিতে একপ্রকার ষ্ট্রেমোনিয়াম সিগারেট (cigarette) ব্যবহার করিতে দেখা যায়—ইহাতে টানের ক্ষণিক উপশম হয় বটে কিন্তু এই প্রকার অভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিজনক, ইহাতে পরে শ্বাস কৃচ্ছ্র অধিক বৃদ্ধি করে এবং হঠাৎ মৃত্যু ঘটায় (The practice requires great caution as it has proved highly injurious, aggravation of the dyspnoea is one of the evils said to have been induced."—Dr. Hughes)

কশেরুক মজ্জের ক্ষয় (**Locomotor ataxy**)—রোগী অন্ধকারে অথবা চক্ষু বন্ধ করিয়া হাঁটিতে পারে না, হাঁটিতে গেলেই টলিয়া পড়িয়া যায়। ষ্ট্রেমোনিয়ম রোগী অন্ধকারে অত্যন্ত ভয়, সর্ব্বদা লোকসঙ্গ এবং আলো পচ্ছন্দ করে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—৬ এবং ৩০ অধিক প্রয়োগ হয়। সময় সময় ২০০ শক্তিও ব্যবহার হয়।

সমকক্ষ ঔষধ সমূহ—বেলেডোনা, কুপ্রাম, হাইওসিয়ামাস, লাইসিন।

ধুতুরা বিষাক্তে—নেবুর রস বিষঘ্নরূপে ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—অন্ধকারে, একা অবস্থায়, (when alone) তরল অথবা উজ্জ্বল দ্রব্য দর্শনে, নিদ্রার পর, (এপিস, ল্যাকেসিস, ওপিয়ম, স্পঞ্জিয়া) গলাধঃকরণে।

রোগের উপশম—লোকসঙ্গে, উত্তাপে, উজ্জ্বল আলোতে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন ৩৬ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক। ভ্রমণে বাহির হইয়া সূর্য্যের উত্তাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। তিনি কোন বিশেষ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। হঠাৎ তিনি একদিন কল্পনার বশীভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, আমি আর বাঁচিব না। আমি চিরকালের মত এই সংসার হইতে বিদায় হইলাম, তোমরা আমার মৃত্যু দেখিয়া যাও।" ইহাই তাহার হইতেছে একমাত্র প্রসঙ্গ। ধর্ম্মজাজক, ডাক্তার সকলের নিকট তাঁহার এই একই কথা—"তোমরা আমার মৃত্যু দেখিয়া যাও এবং তোমরা আমার সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর।" দিবারাত্রি এই একই কথা বকিতেছে, জিহ্বার আর বিরাম নাই। এত অধিক বকিতেছে দেখিয়া আমি তাহাকে ঘরের এক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম যেহেতু সে নিজেও নিদ্রা যাইবে না এবং অন্যকেও নিদ্রা যাইতে দিবে না, সর্ব্বদাই সেই একই কথা বলিতেছে।

সে আরো বলিতে লাগিল আমার মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে এবং পদদ্বয়ও অত্যন্ত বৃহৎ বোধ হইতেছে। ডাক্তারবাবু আমার পদদ্বয় এবং মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখুন। সূর্য্যের উত্তাপে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে ইহা ভাবিয়া আমি তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ল্যাকেসি, গ্লোনয়ন, নেট্রাম কার্ব্ব এবং অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিলাম কিন্তু কিছুই উপকার পাইলাম না দেখিয়া তৎপর অত্যন্ত চিন্তা করিয়া ষ্ট্রেমোনিয়াম ৬ষ্ঠ ক্রম প্রয়োগ করি এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় লক্ষণ দূরীভূত হইয়া যায় ও রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২। একটি ১২ বৎসর বয়স্ক বালকের টাইফয়েড হয় এবং ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তৃতীয় সপ্তাহে নিম্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়—

রোগী সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন কোন জ্ঞান নাই, চক্ষুর তারা বিস্তারিত এবং (আলোতে) প্রতিক্রিয়াশূন্য, কর্ণ শ্রবণশক্তিহীন, নিম্নোদর চোপসান এবং খালি। এত অধিক চুপ্‌সিয়া গিয়াছে যে পেটে হাত দিলে মেরুদণ্ড অনুভব করা যায়। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া রোগী এক একবার চীৎকার দিয়া উঠিতেছে। দুই সপ্তাহ হইতে কিছুই মলত্যাগ হয় নাই এবং এককালীন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক ফোঁটা মূত্রত্যাগও হয় নাই। একই অবস্থায় আচ্ছন্ন হইয়া একই ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, এক এক সময় মস্তক বালিশ হইতে অনিচ্ছায় সম্মুখ দিকে ঝাঁকাইয়া উঠিয়া অর্দ্ধ গোলাকারভাবে ঘুরাইয়া পুনরায় বালিশে পড়িতেছে—(involuntarily begin to jerk his head forward up from the pillow and with a yell carry it around in a sort of semicircle and drop it back again) সকল সময় কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু জিহ্বার জড়তা এবং আড়ষ্ট ভাব হেতু কিছুই বলিতে পারিতেছে না—কেবল মুখ নাড়াইতেছিল পুনরায় আচ্ছন্নতায় মগ্ন হইয়া পড়িতেছিল এবং চীৎকার করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। দেখিয়া প্রথমতঃ এপিস প্রয়োগ করি এবং তাহাতে কতকটা লক্ষণ দূরীভূত হইল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল না। মস্তকের ঝাঁকুনি এবং সকল সময় কথা বলিবার চেষ্টা দেখিয়া ষ্ট্রেমোনিয়াম প্রয়োগ করি। এই দুই ঔষধে রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া উঠিল। (ডাক্তার ন্যাস)

লেডাম (Ledum)

ইহার সম্পূর্ণ নাম লেডাম প্যালাষ্টার (Ledum Palustre)। ইহা উদ্ভিজ্জজাত ঔষধ, পাতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। মহাত্মা হ্যানিমান ইহার সিদ্ধান্তকরণ (proving) সম্পাদন করেন এতদ্ব্যতীত ডাক্তার লেম্বকও (Lembke) ইহার কিছু কিছু প্রুভিং লিপিবদ্ধ করেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। বাত অথবা গাউট্—যন্ত্রণা নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে বিস্তারিত হয় (উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তারিত হয়—ক্যালমিয়া) সন্ধিস্থল সমূহ বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি অধিক আক্রান্ত হয়। সন্ধিস্থল সমূহে রসোৎপাদন না হইয়া অস্থি গুল্মে পরিণত হয় (joints become the seat of nodosities and gout stones.)

২। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়—সঞ্চালনে, রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে, মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। বরফে কিংবা বরফবৎ শীতল জলে উপশম হয় (সিকেলি) (gets relief only when holding the feet in ice-water).

৩। লেডাম রোগী সকল সময় শীত শীত বোধ করে শরীরে জীবনীশক্তির উত্তাপের অভাব (lack of animal or vital heat —Sepia, Silicea), সর্ব্বাঙ্গ শীতল।

৪। পদদ্বয়ের নিম্ন হইতে গুল্‌ফ সন্ধিস্থল অথবা হাঁটু পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয় মাটিতে পা ফেলিতে পারে না। পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ফুলিয়া উঠে গোড়ালি টাটাইয়া থাকে, যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে (swelling of feet, up to knees of

ankle with unbearable pain when walking, as from sprain or false step, ball of great toe swollen, painful, in heels as if bruised).

৬। ইন্দুর, বিড়াল, শিয়াল, কাঁকড়া বিছা, মৌমাছি, বোলতা, মশা ইত্যাদির দংশন এবং হুল বিদ্ধ।

৭। আঘাতজনিত অধিক দিন স্থায়ী কালশিরা। কাল এবং নীল স্থান সবুজ বর্ণ প্রাপ্ত হয় (long remaining discoloration after injuries, "black and blue" places become green).

৮। বাত এবং গাউট ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেতে যাহাদিগের শরীর প্রকৃতি (constitution) মদ্যপান হেতু নষ্ট হইয়াছে এই প্রকার ব্যক্তিদিগেতে লেডাম উত্তম কার্য্য করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। বাম স্কন্ধ এবং দক্ষিণ উরুদেশের সন্ধিস্থল আক্রান্ত হয় (affects left shoulder and right hip joint—Agar, Ant, t. stram).

২। আক্রান্ত অঙ্গ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

৩। স্থান স্পর্শে শীতল অথচ রোগীর অন্তরে (subjectively) শীতল বোধ হয় না।

৪। পদদ্বয় এবং গুল্‌ফ সন্ধিস্থল অত্যন্ত চুলকায়, শয্যার উত্তাপে এবং চুলকাইলে চুলকানি বৃদ্ধি হয়।

৫। গুল্‌ফ সন্ধিস্থল এবং পদদ্বয় অতি সহজেই মচকাইয়া যায়।

৬। কপালে এবং গণ্ডদেশে লাল লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়, স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ হয় (stinging when touched)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টোৎপাদন করে। (২) গলদেশের সর্ব্বত্র তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা বোধ হয়। (৩) ভীষণ চুলকানি প্রকাশ পায়। (৪) কাশির সহিত উজ্জ্বল রক্ত উঠে। (৫) সন্ধিস্থল

সমূহে বিশেষতঃ পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদাহ এবং স্ফীত হয়। (৬) যন্ত্রণা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয় এবং সরিয়া সরিয়া বেড়ায়।

রোগী—লেডাম রোগী স্বভাবতঃই যেন জীবনীশক্তির উত্তাপ রহিত, মনুষ্য শরীরে যে প্রকার উত্তাপ থাকা প্রয়োজন তাহার অভাব, গাত্রত্বক শীতল, সমুদায় শরীর শীতল, হস্তপদ শীতল অথচ মস্তক উষ্ণ, আবার ইহাও দেখা যায় যেখানে সমুদায় শরীর অধিক উত্তপ্ত হয় সেই স্থলে মস্তকও উত্তপ্ত হয়। সমুদায় শরীর দপ্ দপ্ করিতে থাকে, গাত্রে কাপড় রাখে না ফেলিয়া দেয়, মুখমণ্ডল ফোলা ফোলা (puffy or bloated) দেখিলে এইরূপ মনে হয় যেন নেশা করিয়াছে। (Rheumatic tendency spread upwards from the lower extremeties, from the circumference to the centre.)

গাউট এবং বাত—লেডাম গাউটের এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলের—হস্তের মণিবন্ধের, অঙ্গুলির এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির বাতের একটি অমূল্য ঔষধ। লেডামের যন্ত্রণায় বাতের বিশেষত্ব হইতেছে যে যন্ত্রণা আক্রান্ত স্থান হইতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং সন্ধিস্থলসমূহে রসোৎপাদন না হইয়া শক্ত গুল্মে (nodes) পরিণত হয়। ইহাতে আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—যন্ত্রণা শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডায় উপশম হয় (মার্কিউরিয়াসেও যন্ত্রণা শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয় কিন্তু প্রচুর ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে)। কলচিকমের অপব্যবহার হইলে এবং পদদ্বয়ে ঢিবলি সদৃশ ফুলিয়া উঠিলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে লেডামের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। লেডাম এবং কলচিকম উভয়েতেই সন্ধিস্থলে ভীষণ ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়, সঙ্গে সঙ্গে পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা থাকে এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপে মস্তিষ্কের যন্ত্রণা হয়, আক্রান্ত স্থান অসাড় এবং শীতল বোধ হয়। আর একটি লক্ষণ আমরা লেডামে দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে মদ্যপানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

লেডাম পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির বাতে (govt of the great toe) অধিক উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া মনে করা হয়। এতদস্থানে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় প্রচুর রসোৎপাদন (effusion) না হইয়া বরং ক্রমশঃ শক্ত গুল্ম অবস্থায় পরিণত হইতে থাকে। রসোৎপাদন হইলেও অত্যন্ত সামান্যই হয়। জানু এবং

স্কন্ধদেশের সন্ধিতে উক্ত স্ফীতিতে ব্রাইওনিয়া অপেক্ষা লেডামকে উচ্চস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।

ল্যাক্ কানাইনামে ও লেডামের ন্যায় উত্তাপে বৃদ্ধি হয় কিন্তু লেডামে রোগের গতি উর্দ্ধে উঠিতে থাকে (নিম্নে ধাবিত হয়—ক্যালমিয়া ল্যাট) আর ল্যাককানাইনামে যন্ত্রণা শরীরের এক অঙ্গ হইতে আর এক অঙ্গে সরিয়া বেড়ায় এবং পুনরায় ফিরিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে আইসে (shift from one limb to other and back again.) কেহ কেহ বলেন লেডাম বিশেষরূপ হাঁটুর বাতে অধিক কার্য্য করে। বহুদিন হইতে যাহারা হাঁটুর প্রদাহে ভুগিতেছে তাহাদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ রোগীতে দেখিতে পাওয়া যায়—হাঁটু ঠাণ্ডায় খুলিয়া বসিয়া রহিয়াছে, কিংবা হাঁটুতে পাখা করিতেছে। যন্ত্রণা সঞ্চালনে, রাত্রিতে, শয্যার উত্তাপে এবং মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। ঠাণ্ডা প্রলেপে এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশম হয়। যন্ত্রণা এবং স্ফীতি উর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত হইয়া অনেক সময় হৃদপিণ্ড আক্রান্ত করে।

লেডামের বাত প্রায়ই পদদ্বয়েই অধিক হয় এবং তথা হইতে যন্ত্রণা উর্দ্ধে উঠিতে থাকে (ক্যালমিয়ার বিপরীত)। লেডাম তরুণ এবং পুরাতন উভয় বাতেই নির্ব্বাচিত হয়—তরুণ প্রদাহে সন্ধিস্থল স্ফীত এবং উত্তপ্ত হয় বটে, কিন্তু লাল হয় না। পুরাতন অবস্থায়ও সন্ধিস্থল স্ফীত এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয় বিশেষতঃ শয্যার উত্তাপে অধিক হয়। আক্রান্ত সন্ধিস্থল এবং বিশেষতঃ পদদ্বয় সর্ব্বপ্রথম শক্ত অস্থিগুল্মে পরিণত হয় তৎপর হস্তের সন্ধিস্থলে প্রকাশ পায়। (hard nodes and concretions form in the joints of the feet first, then hands) অঙ্গুলির সন্ধিস্থল-সমূহে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ করে। গুল্ফ সন্ধিস্থলও ফুলিয়া উঠে এবং রোগী তদ্‌হেতু পা ফেলিয়া চলিতে পারে না (এন্টিমনিক্রুডাম, সাইলিসিয়া, লাইকোপোডিয়াম)। এই প্রকার বাতগ্রস্থ লেডাম রোগীতে সচরাচর শারীরিক উত্তাপের (animal heat) অভাব দেখা যায়। (Hahneman says that Ledum will prove suitable only in chronic maladis characterised by coldness and deficiency of animal heat. Its chief use in the Homeopathic school has been in

noninflmmatory articular affection.) এই বিষয়ে সাইলিসিয়ার সহিত ইহার কতক সাদৃশ্য রহিয়াছে—সাইলিসিয়া রোগীও লেডামের ন্যায় শীতল স্বাভাবিক উত্তাপরহিত (lacks vital heat.) সাইলিসিয়াও পদদ্বয়ের গুল্‌ফ-সন্ধির, পায়ের চেটোয়, পুরাতন বাতের উত্তম ঔষধ। সাইলিসিয়াতেও যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সাইলিসিয়ার যন্ত্রণা লেডামের ন্যায় শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয় না বরং আক্রান্তস্থান উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। লেডামে শীতল প্রলেপে অর্থাৎ ঠাণ্ডায় উপশম একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—এমন কি রোগী শীতল জলে পা ডুবাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। এক কথায় লেডাম সম্বন্ধে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, পদদ্বয়ের বাতে লেডামকে সকল সময় চিন্তা করিবে, লেডাম পদদ্বয়ের বাতের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (It is well to think of Ledum in all cases of rheumatism of the feet and study it up)। লেডামের বাতে অধিক প্রদাহ অর্থাৎ লালবর্ণ হওয়া কিংবা অত্যধিক স্ফীত হওয়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না (Its chief use in Homoepathic school has been in non-inflammatory articular affections—and is acts specially on parts of the body where the cellular tissue is wanting, as the fingers and toes and hence affects the small joints rather than the large.—Hughes)

লেডামের বাতের সহিত সময় সময় রোগীর হস্ত পদ এবং মুখমণ্ডলের স্ফীতিভাব দেখা যায়। হাঁটু হইতে পায়ের নিচ পর্য্যন্ত এত অধিক স্ফীত হয় যে, মনে হয় শোথের ন্যায় জলের সমাবেশ হইয়াছে এবং ভীষণ যন্ত্রণা হয় ঠাণ্ডা জলে পা ডুবাইয়া রাখিলেই রোগী উপশম বোধ করে। এইরূপ অবস্থাতে লেডাম উত্তম কার্য্য করে;

বাতে এই ঔষধের মালিসও ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

আঘাত (Injuries)—আঘাতের ইহা একটি অতি বৃহৎ ঔষধ, কিন্তু ইহার আঘাতের বিশেষত্ব আছে—স্থান আঘাত লাগিয়া থেঁৎলাইয়া গেলে যেমন আর্ণিকা, স্নায়ুতে আঘাত লাগিলে কিংবা কিছু ফুটিয়া গেলে যেমন হাইপারিকম, অস্থিতে আঘাত লাগিলে যেমন রুটা, অস্থি ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ক্যালকেরিয়াফস অথবা সিম্ফাইটাম, সংলগ্নস্থল পরিষ্কাররূপে ছিড়িয়া

গেলে যেমন ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, কোন স্থান কাটিয়া ফাটিয়া ছিড়িয়া গেলে যেমন কেলেণ্ডুলা, সেইরূপ কোন স্থান পেরেক কিম্বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়া ছিদ্র হইয়া গেলে লেডাম ব্যবহার হয়। (As a remedy for punctured wounds it supplies the gap left by Arnica, Calandula, and Hypricum, which correspond to oontused, incised and lacarated wounds respectively. Dr. Teste notes the intense coldness which sometimes accompanies these injuries as corroborating the choice of Ledum for them.—) আমরা কোথাও আঘাতের কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ আর্ণিকা চিন্তা করিয়া থাকি আর্ণিকার উপর এত অধিক বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে এবং আর্ণিকা এত অধিক প্রচলিত যে আর কোন উপযুক্ত ঔষধ আছে কি না সে বিষয় ভ্রুক্ষেপই করি না, অথচ আর্ণিকার আঘাত লেডামের কিংবা হাইপারিকামের আঘাত হইতে অনেক পার্থক্য—বরং আর্ণিকা প্রথমতঃ আঘাতে যে কার্য্য আরম্ভ করে লেডাম তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দেয়। লেডামেও আর্ণিকার ন্যায় অনেকটা টাটানি (sore bruised feeling) যন্ত্রণা হয় এবং তাহাই কেবল আর্ণিকা উপশম করিতে পারে। কাজেকাজেই এইরূপ অবস্থায় আর্ণিকা ব্যবহারের পর লেডাম তাহার অনুপূরকরূপে (complementary) কার্য্য করে। আর্ণিকা, রাসটক্স এবং ক্যালকেরিয়াতে অস্থি, পেশী, ধমনী (blood vessels) ইত্যাদি স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় আর লেডাম এবং হাইপারিকামে স্নায়ু আঘাত প্রাপ্ত হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। কাজে কাজেই লেডাম এবং হাইপারিকামে অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায়। লেডামের আঘাতের বিষয় আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি—হঠাৎ কোন পেরেক কিংবা কাঁটার উপর পা পড়িয়া গেলে তাহাতে পেরেক বিদ্ধ হইয়া গেলে, সূঁচীকার্য্য করিতে করিতে হাতের চেটোয় কিংবা অঙ্গুলির অগ্রভাগে কিংবা নখাগ্রে সূঁচ ফুটিয়া গেলে, ঘোড়ার পায়ে পেডেক প্রবেশ করিয়া গেলে এবং তাহা যদি কাঁচা জায়গায় চলিয়া যায় এইরূপ আঘাতে লেডামের বিষয় চিন্তা করিবে এবং এই প্রকার আঘাত হইতে রক্তস্রাব হয় না অথচ যন্ত্রণা, স্ফীতি ইত্যাদি অনেক সময় অত্যন্ত ভীষণ হয় (wounds

that bleed scantily but are followed by pain, puffiness and coldness of the part).

হাইপারিকাম—ইহাও স্নায়ুর আঘাতেই ব্যবহার হয়। হস্তের কিংবা পায়ের অঙ্গুলির অগ্রভাগ থেঁৎলাইয়া গেলে কিংবা ছেঁচাইয়া গেলে কিংবা নখ আঙ্গুল হইতে ছিঁড়িয়া গেলে কিংবা স্নায়ু হাতুড়ির আঘাতে থেঁৎলিয়া গেলে অর্থাৎ যে কোন প্রকারেই হউক স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহা প্রদাহিত হইয়া স্নায়ু ধরিয়া যন্ত্রণা শরীরময় বিস্তারিত হইতে থাকিলে এবং তাহা হইতে কোন গুরুতর উপসর্গ প্রকাশ পাইবার উপক্রম হইলে কিংবা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে কিংবা ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে হাইপারিকমকে উপযুক্ত ঔষধ মনে করিবে। এই স্থলে একটি কথা স্মরণ করিবে যে, যখন হস্তের চেটোয় অথবা পায়ের তলায় অথবা শরীরের অন্য কোন স্থানের স্নায়ুতে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা কিংবা পেড়েক দ্বারা সূক্ষ্মমুখ ছিদ্রযুক্ত আঘাত (punctured wound) লাগিলে লেডামকে সর্ব্ব প্রথম চিন্তা করিবে এবং তদ্দ্বারা আঘাতজনিত উপসর্গ আর প্রকাশ পাইবে না—রোগ অঙ্কুরেই বিনাশ হইয়া যাইবে অর্থাৎ সূক্ষ্মছিদ্র আঘাতের লেডামই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদি উক্ত আঘাত হইতে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পায় কিংবা গুরুতর রোগ প্রকাশ পায় তাহাতে হাইপারিকাম ব্যবহার করিবে (when tetanas comes on from punctured wounds in the palms or soles, or in other parts, think of Hypericum, or when you have a punctured wound to treat, give Ledum atonce and you will prevent tetanas.—Kent). উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি—একটি কুকুর হস্তের radial arteryতে কামড়াইয়া দাঁত বসাইয়া দিয়াছে, হয়ত কোন প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায় নাই ক্রমশঃ যতই দিন যাইতে লাগিল যন্ত্রণা, প্রদাহ, জ্বর, নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইতে লাগিল—এইরূপ অবস্থায় হাইপারিকাম। আর পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপসর্গ প্রকাশ পায় নাই ততক্ষণ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ক্ষত হওয়ার পর আক্রান্ত স্থান শীতল ফ্যাকাসে, অসাড় এবং ছাপ ছাপ দাগযুক্ত হইলেও লেডামকে প্রাধান্য দিবে। হাইপারিকাম অধিক স্পর্শ চেতনাযুক্ত (sentient) স্থানের অর্থাৎ স্নায়ুর প্রান্তদেশের হস্তপদের অঙ্গুলির নখাগ্রে আঘাতে অধিক কার্য্য করে।

আর একটি লক্ষণ লেডামে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে আক্রান্ত স্নায়ু অর্থাৎ স্নায়ু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম যন্ত্র বিদ্ধ হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং সেই ক্ষত যদি কিঞ্চিৎ বিষাক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সেই স্নায়ু শরীরের যে স্থানের কার্য্যকে সুস্থ রাখিতেছে, তাহা (শরীরের সেই স্থান) যদি ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসে অথবা রোগগ্রস্ত হয় (emaciation of the suffering parts) লেডাম সেইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে। পালসেটিলায় এই লক্ষণটি রহিয়াছে—the diseased limb withers.

কালশিরা—(Ecchymosis)—আঘাত লাগিয়া কালশিরা দাগ পড়িলে তাহার জন্য আর্ণিকাই হইতেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং প্রথমতঃ আর্ণিকাই ব্যবহার হইয়া থাকে। যদি আর্ণিকাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে লেডামকে চিন্তা করিবে। যেহেতু লেডাম ঘুসি অথবা চোট লাগিয়া কাল অথবা নীল বর্ণ দাগ পড়িলে তাহাতে উত্তম কার্য্য করে—(For black and blue spots from blows or bruises there is no better remedy than Ledum.) সালফিউরিক এসিডও কালশিরার একটি উত্তম ঔষধ। ইহা যে কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হউক রোগী দুর্ব্বল এবং ধাতু বিকৃতি দোষের (weak and cachectic) হইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। চক্ষুর শ্বেতাংশে কালশিরা পড়িলে নাক্সভমিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছুই নাই। কিন্তু ঘুসি লাগিয়া কাল দাগ (black eye) পড়িলে তাহার লেডামই হইতেছে অব্যর্থ ঔষধ, ২০০ শক্তি উত্তম কার্য্য করে। চক্ষুর শ্বেতাংশে কালশিরা (Ecchymosis) আঘাতজনিত প্রকাশ পাইলে নাক্স বিশেষ কোন কার্য্য করিবে না নাক্সের কালশিরা সচরাচর পানাসক্ত অথবা অধিক রাত্রি জাগিয়া অধ্যয়ন হেতু উৎপন্ন হইলেই এবং অজীর্ণ রোগগ্রস্থ লোক হইলেই অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং উত্তম কার্য্য করে (In Nux Vomica ecchymosis of the sclerotic coat of the eye often follow debauchery or sitting up late at night to study, in persons subject to dyspepsia). আঘাতের দরুণ কালশিরায় লেডামের সহিত আর্ণিকা এবং হেমামেলিসের বিষয় চিন্তা করিবে। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন—We often have ecchymosis into the conjunctiva or sclerotica,

for which Nux V. is specific, but for black eye from a blow of the fist no remedy equals Ledum in the 200 potency.

ঘামাচি (Prickly heat)—গ্রীষ্মকালের ঘামাচি। উষ্ণ প্রধান দেশে নূতন আগত ব্যক্তিগণের গাত্রে ঘামাচি ও বিজগুড়ি হইলে লেডাম উত্তম কার্য্য করে।

ব্রণ (Acne)—মুখের ব্রণেও লেডামের প্রয়োগ দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল লাল ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। সামান্য স্পর্শেই এক প্রকার চট্‌চটে রস নির্গত হয়। এই প্রকার ব্রণে নাক্সের ব্যবহারও দেখা যায়, কিন্তু মাতালদিগের ব্রণে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সালফারও এইরূপ ব্রণের একটি ঔষধ বটে কিন্তু সালফারে মুখমণ্ডল লাল লাল ব্রণেতে ভরিয়া উঠে।

রক্তকাশ (Haemoptysis)—মাতালদিগের কিংবা বাতধাতুগ্রস্থ লোকদিগের রক্তকাশে ইহার প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায় এবং স্থান বিশেষে উত্তম কার্য্য করে। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং ফেনা ফেনা।

কটিবাত—লেডামও কটিবাতের একটি উত্তম ঔষধ। অনেকক্ষণ এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে কটিদেশ যেমন আড়ষ্ট বোধ হয় সেই প্রকার লক্ষণ ইহার কটিবাতে প্রকাশ পায়। সন্ধ্যায় জানুদেশে খিলধরা যন্ত্রণা হয় এবং প্রাতে পদদ্বয় আড়ষ্ট এবং শক্ত হইয়া থাকে।

মদ্যপান নিবারণ—লেডামে মদ্যপান নিবারণ হয়। এই ঔষধ নিয়মিত সেবনে মদের উপর বিতৃষ্ণ জন্মাইয়া দেয়। ক্যালেডিয়ামে তামাকের উপর বিতৃষ্ণা জন্মায়—ধূমপানকারীদিগের তামাকের আকাঙ্খা নষ্ট করিয়া দেয়।

মদ্যপানে রোগ বৃদ্ধি—লেডাম, রডডেনড্রণ, গ্লোনয়ন, ফ্লুরিক এসিড, পালসেটিলা, এন্টিমনিক্রুডাম, বভিষ্টা, কোনায়াম, জিঙ্কাম, সাইলিসিয়া কার্ব্ব ভেজ।

মূত্র—লেডামে প্রস্রাব পুনঃ পুনঃ স্বল্প অথবা প্রচুর হয় এবং প্রস্রাব নির্গত হইতে হইতে এক এক বার থামিয়া থামিয়া যায়। প্রস্রাবের পরিমাণও অনেক সময় হ্রাস হইয়া যায় প্রস্রাবের পর মূত্র পথে জ্বালা করে। কখন কখন চুলকায় এবং পুঁজ নির্গত হয়।

লেডামের প্রস্রাবে লাইকোপোডিয়ামের ন্যায় লাল ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি পড়ে এবং প্রস্রাবের সহিত এই প্রকার তলানি যতই অধিক নিঃসরণ হয়, রোগীর বাতের যন্ত্রণাও ততই অধিক উপশম বোধ করে। তলানি কম পড়িলে যন্ত্রণাও অধিক হয়। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে প্রস্রাব অধিক হইলেই যন্ত্রণার উপশম হয় না বরং তলানি থাকা চাই (copious clear, colourless urine, light in specific gravity and from its being light or defficient of salts in the urine we have an aggravation of gouty menifestations.)—Kent.

দংশন—মৌমাছি, বোলতা, মশা প্রভৃতির হুল বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে লেডাম বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উত্তমরূপে ব্যবহারে অতি অল্প সময়েই জ্বালাযন্ত্রণার উপশম হয়—It gives almost immediate releif to the itching caused by mosquito bites and thus even when given internally in the 15 dilutions. In the stings of bees and wasps, the result is less prompt, but stlll very satisfactory—Dr. Teste) ইন্দুর, বেড়াল শেয়াল কামড়াইলেও ইহা ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়। কাঁকড়া, বিছা কামড়াইলে ইহা ব্যবহারে আশু উপকার পাওয়া যায়। কাঁকড়া বিছা দংশনে এক ভাগ অমিশ্র আরক ২০ ভাগ উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া দংশিত স্থান ডুবাইয়া রাখিবে।

শিরঃপীড়া—রোগী শীতল জলে এবং ঠাণ্ডায় উপশম পায়। মস্তক জানালা দিয়া বাহির করিয়া রাখে অথবা মস্তক শীতল জল দিয়া পুনঃ পুনঃ ধুইয়া ফেলে। মস্তকে কোন আবরণ রাখে না।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ডাক্তার ন্যাস আঘাতে, আঘাতজনিত কালশিরায় ২০০ শক্তি অধিক উপযুক্ত মনে করেন। ডাক্তার টেষ্টি ৬, ১২ এর অধিক পক্ষপাতী। ডাক্তার হিউজও তাহাই সমর্থন করেন। আমি সচরাচর বাতে, গাউটে ৩০ শক্তি অধিক প্রয়োগ করি, ইহা সাধারণতঃ ৬, ১২, ৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয়। বাতে বাহ্যিক প্রয়োগে এক আউন্স অলিভ তৈলে ১৫।২০ ফোঁটা অমিশ্র আরক মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিতে হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—আর্নিকা, হাইপারিকাম, রুটা, বেলিস পেরিনিস, হ্যামামেলিস।

রোগের বৃদ্ধি—শয্যার উত্তাপে, রাত্রিতে, সঞ্চালনে, মদ্যপানে।

রোগের উপশম—শীতল এবং বরফবৎ শীতল জলে (বাতযন্ত্রণা) এবং প্রচুর প্রস্রাবে।

রোগীর বিবরণ

শ্রীযুক্ত মজুমদার বয়স প্রায় ৬০ হইবে। আড়াই মাস হইতে দক্ষিণ পদের উরুদেশে ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগিতেছেন, কয়েকজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে বিশেষ কোন উপকার না হওয়ায় আমাকে ডাকাইয়া পাঠান। আক্রান্ত স্থান দেখিয়া কোন প্রকার রোগ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না—অথচ রোগী যন্ত্রণায় ভীষণ অস্থির। হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে দিতে চায় না, বসিতে হাঁটিতে পারে না, সকল সময় যন্ত্রণায় হাহুতাশ করিতেছে। উত্তাপে, সঞ্চালনে যন্ত্রণা ভীষণ বৃদ্ধি হয়। তিনি আরো বলিলেন সূর্য্যের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। যে দিন অত্যন্ত গরম হয় সেদিন যন্ত্রণাও অত্যন্ত অধিক হয়। ঠাণ্ডার সময় এবং শীতল প্রলেপে যন্ত্রণার হ্রাস হয়। দেখিলাম ভিজা গামছা নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে তিনি বলিলেন "এই গামছা সকল সময় জড়াইয়া রাখি এবং তাহাতে কিছু ভাল থাকি। বরফ জলের স্পর্শে আরো ভাল থাকে।" আমি উত্তাপে বৃদ্ধি এবং শীতল প্রলেপে উপশম শুনিয়া তাহাকে লেডাম ২০০ ক্রম এক মাত্রা দিয়া চলিয়া আসি এবং জানিতে পারি লেডামে অনেক উপকার হইয়াছে। তৎপর আর এক মাত্রা দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, অদ্যাবধি ভাল আছেন।

২। এক ব্যক্তি ৪।৫ বৎসর যাবৎ গেঁটেবাতে ভুগিতেছিল। পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ও পায়ের পাতায় বেদনা হইত। রাত্রিতে শয্যায় এবং সঞ্চালনে বেদনা অত্যন্ত অধিক হইত। লেপ কিংবা কোন গাত্রবস্ত্র সহ্য হইত না। ডাক্তার হোয়েন তাহাকে ৬ষ্ঠ ক্রম লেডাম সেবন করাইয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

৩। ৮ বৎসরের বালক একখানি কাঁচির উপর পড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে তাহার দক্ষিণ প্যারাইটাল অস্থিতে কাঁচির অগ্রভাগ বিদ্ধ হইয়াছিল।

আর্ণিকা বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে সে আরোগ্য লাভ করে বটে, কিন্তু ৩ মাস পরে সে শীর্ণ হইতে থাকে। তাহার মন বিষন্ন হয় এবং কিছুই আহার করিতে পারিত না, রাত্রিতে অস্থিরতা বৃদ্ধি হইত এবং মৃগীবৎ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ডাক্তার গডফ্রয়িড তাহাকে ৩০ ক্রম লেডাম ৫ দিবস সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন।

৪। এক স্ত্রীলোকের মুখ এবং চক্ষুতে মাকড়সা কামড়াইয়াছিল কিংবা চাটিয়াছিল, আক্রান্ত স্থান বিসর্পবৎ লাল হইয়াছিল এবং বিসর্পভ্রমে চিকিৎসাও হইতেছিল। ডাক্তার বোইণ্টন তাহাকে লিডাম দ্বারা ২ দিবসে আরোগ্য করেন।

৫। একজন পুরাতন উপদংশ রোগী, নাসিকার অস্থি উপদংশে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া খাইয়া গিয়াছে, নাসিকার অস্থি নাই বলিলেই হয় কেবল একটি মাংসপিণ্ড থল থল করিতেছে। লোকটি মদ খাইত এবং মাতাল অবস্থায় অত্যন্ত গালাগালি করিত। কোন কাজ কর্ম্ম করিত না, সকল সময় নিস্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিত এবং স্ত্রীকে কোথাও যাইতে দিত না। পা দুইটি শোথ রোগের ন্যায় ভীষণ ফুলিয়াছে, একটি বৃহৎ বরফজলের বাল্‌টিতে পা ডুবাইয়া বসিয়া রহিয়াছে বরফ গলিয়া গেলেই আবার বরফ দিতেছে। রোগীর স্ত্রী বলিলেন বরফজলে পা ডুবাইয়া রাখিলে বরং ভাল থাকে নতুবা পায়ের যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার করিতে থাকে। ডাক্তার কেণ্ট তাহাকে এইরূপ লক্ষণে একমাত্র লেডাম দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন। লিডামে পদদ্বয়ের স্ফীতি, যন্ত্রণা এবং উপদংশ রোগ সমুদায় ক্রমশঃ আরোগ্য হয়। পালসেটিলা এবং লিডাম এই দুইটি ঔষধে রোগী সকল সময় পদদ্বয় শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিতে চাহে। (কেণ্ট)

ফাইটোলেক্কা (Phytolacca)

ফাইটোলেক্কা দুই প্রকারের হইয়া থাকে—একটি হইতেছে ফাইটোলেক্কা ডিকেণ্ড্রা আর একটী হইতেছে ফাইটোলেক্কা অক্টেণ্ড্রা কিন্তু ইহাদের উভয়েরই কার্য্য একই প্রকার বলিয়া বিভিন্নরূপে আর কিছু উল্লেখ দেখা যায় না। তাজা মূল হইতেই মূলঅরিষ্ট প্রস্তুত করা হয় কিন্তু কেহ কেহ বলেন ইহার ফল হইতে প্রস্তুত মূলঅরিষ্টই বিশেষতঃ বাতে অধিক উপকারী ডাক্তার হিউজ সাহেব বলেন—সমুদায় গুল্ম হইতেই ঔষধ প্রস্তুত হওয়া উচিৎ।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। বাত ধাতুগ্রস্ত লোকদিগেতে—বাত, পারদ অথবা উপদংশ দোষ হেতু উৎপন্ন হউক ফাইটোলেক্কা উত্তম কার্য্য করে।

২। গলক্ষত—ঘোর লালবর্ণ, উপজিহ্বা বৃহদাকার, জলপূর্ণবৎ স্ফীত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে (কেলিবাই, রাসটক্স)।

৩। ডিফ্থিরিয়া—গলাধঃকরণকালীন রোগী কর্ণদ্বয়ে এবং জিহ্বার মূলদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে। গলদেশে অত্যন্ত জ্বালা হয় মনে হয় যেন উত্তপ্ত কোন দ্রব্য লাগিয়া রহিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া রোগী পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিতে ইচ্ছা করে। তালুমূল, উপজিহ্বা এবং গলদেশের পশ্চাদ্দেশ কৃষ্ণবর্ণ ঝিল্লির দ্বারা আবৃত থাকে। উষ্ণদ্রব্য পান করিতে পারে না (ল্যাকেসিস)।

৪। দন্তোদগমকালীন শিশু পুনঃ পুনঃ দাঁতে দাঁতে কিংবা মাড়িতে মাড়িতে কামড়াইতে থাকে।

৫। স্তন প্রদাহ হইয়া প্রস্তরবৎ কঠিন এবং শক্ত হয় ও পূঁজোৎপাদনের সম্ভাবনা হয়। শিশু স্তনপানকালীন যন্ত্রনা স্তনের বোঁটা হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরময় বিস্তারিত হয় (যন্ত্রণা পশ্চাদ্দেশে পৃষ্ঠে বিস্তারিত হয়—ক্রোটন। জরায়ুতে বিস্তারিত হয়—পালসেটিলা, সাইলিসিয়া)।

৬। স্তন প্রদাহ হইয়া পূঁজোৎপাদন হয়—নালীক্ষত হইয়া বৃহৎ ক্ষতে পরিণত হয়। পূঁজ কলতানি সদৃশ জলবৎ তরল এবং দুর্গন্ধ ক্ষয়কারক (fistula, gaping, angry ulcers, pus sanious, ichorous, fetid, unhealthy).

৭। স্তন শক্ত হইয়া প্রথম হইতেই পূঁজোৎপাদনের সম্ভাবনা হয় এবং যখন পূঁজোৎপাদন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

৮। স্তনগ্রন্থি সমূহ চাপ চাপ অথবা গিট গিট অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৯। স্তনের বোঁটা অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং চির খাইয়া যায় (গ্র্যাফাইটিস্) (nipples sensitive, sore, fissured—graph) স্তনপান কালীন যন্ত্রনা সমুদায় শরীরময় ছড়াইয়া পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ

১। নিজের জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন নিশ্চয়ই মারা যাইবে।

২। ডিফ্‌থিরিয়া, প্রমেহ, উপদংশ, অথবা পারদের অপব্যবহারের পর বাত এবং স্নায়ুশূল যন্ত্রণা।

৩। অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং কটিদেশে যন্ত্রনা, সমুদায় গাত্র টাটানি যেন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ যন্ত্রণা। সর্ব্বদা নড়া চড়া করিবার ইচ্ছা কিন্তু নড়া চড়ায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি।

৪। ডিফথিরিয়ার পর submaxillary (নিম্নহন্বস্থ) গ্রন্থি প্রস্তরবৎ শক্ত হইয়া থাকে।

৫। শীঘ্র পূঁজ সঞ্চার করে (হেপার, মার্কিউরিয়াস, সাইলিসিয়া)।

ফাইটোলেক্কার কার্য্য তিনটি স্থানে বিশেষরূপে প্রকাশ পায় প্রথমতঃ গলদেশে, দ্বিতীয়তঃ উপদংশে ও বাতে তৃতীয়তঃ—স্তন গ্রন্থীতে (action on the throat (2) its power over certain manifestation of syphilis and rheumatism (3) and its influence upon the mammary glands.

তালুমূল প্রদাহ, গলক্ষত এবং ডিফ্থিরিয়া—ইহা সর্ব্ববাদী সত্য যে গলদেশের রোগে বিশেষতঃ তালুমূল প্রদাহে, গলক্ষতে, এবং ডিফ্থিরিয়ায় ফাইটোলেক্কা একটি অব্যর্থ মহৌষধ। সকল গ্রন্থকারগণ এবং যাহাদিগের উপর সিদ্ধান্তকরণ সম্পাদন করা হইয়াছে তাহারা সকলই ইহা দর্শন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন। গলদেশে প্রথমতঃ প্রদাহ হইয়া তালুমূল স্ফীত এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তাধিক্য হয়। গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থি সমূহ বিশেষতঃ নিম্নহনুস্থ লসিকা-গ্রন্থি এবং কর্ণমূল (submaxillary and parotid) এতদসহ স্ফীত হয়। তালুমূল ফুলিয়া বিসর্প সদৃশ (like erysipelas) অবস্থা ধারণ করে। গলদেশে পুরু চটচটে শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়। এইরূপ অবস্থায় রোগের যদি গতি রোধ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে তাহা শীঘ্রই প্রকৃত ডিফ্থিরিয়ায় পরিণত হয়। ভীষণ যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণা এক কিংবা উভয় কর্ণে বিস্তারিত হয়। (Phytolacca is one of our most valuable remedies for sore throat. The throat becomes generally inflamed, the tonsils swell and become very red at the first and then white spots appear which (unless checked) soon spread and coalese and form patches of a diphtheritic appearance—Nash) রোগী উষ্ণজল পান করিতে পারে না। তাহাতে গলদেশের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। এমন কি এই প্রকার অবস্থা হয় যে গলাধঃকরণ করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত মস্তক, কটিদেশ এবং সমুদায় শরীরময় বেদনা হয়, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গোঁগাইতে থাকে। রাসটক্সের স্তায় অস্থির হইয়া এপাশ ওপাশ করিতে ইচ্ছা করে অথচ সঞ্চালনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় আবার শয়ন অবস্থা হইতে সোজা হইয়া উপবেশন করিতে হইলে মাথা ঘুরাইয়া মূর্চ্ছার উপক্রম হয় (ব্রাইওনিয়া)। জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয় নাড়ী দ্রুত চলিতে

থাকে। উত্তাপ আর্ণিকার ন্যায় মস্তক এবং মুখমণ্ডলেই অধিক হয়। অবশিষ্ট শরীর এবং হস্তপদ শীতল থাকে। গলদেশের গ্রন্থি সমূহ ফুলিয়া উঠে, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, জিহ্বা ভীষণ লেবাবৃত হয়। গলদেশে কৃষ্ণবর্ণ কৃত্রিম ঝিল্লি প্রকাশ পায়। ফাইটোলেক্কার সহিত মার্কিউরিয়াস সলের কিংবা সায়েনাইডের কতক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ঔষধেই মুখে দুর্গন্ধ গাত্র বেদনা, রাত্রিতে যন্ত্রণায় বৃদ্ধি, গ্রন্থির স্ফীতি, গ্রীবার আড়ষ্টভাব রহিয়াছে কিন্তু মার্কিউরিয়াসে লালাস্রাব অত্যন্ত অধিক থাকে। ফাইটোলেক্কায় তত থাকে না।

গলক্ষত এবং ডিফ্‌থিরিয়ায় অনেক চিকিৎসককে দেখিয়াছি ফাইটোলেক্কা মূলঅরিষ্ট এক গ্লাস জলে ৮।১০ ফোটা দিয়া তাহা কুলি করিতে ব্যবস্থা দেন, এবং তাহাতে রোগের আশু উপকার হয় ও রোগ অধিক বৃদ্ধি পায় না। ফাইটোলেক্কা ডিফ্‌থিরিয়ার একটি অব্যর্থ ঔষধ হইলেও কিন্তু malignant type অর্থাৎ দূষিত ডিফ্‌থিরিয়ার অধিক উপযুক্ত ঔষধ নয় (Phytolacca is specific in diphtheria where fever with aching in head back and limbs, is present but is incompetent to cope with the malignant form of the disease—Hughes)

স্তনপ্রদাহ (**mastitis**) স্তনপ্রদাহের ফাইটোলেক্কা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্তন ফুলিয়া অত্যন্ত শক্ত উষ্ণ এবং যন্ত্রণাযুক্ত হয়। শিশুর স্তন পান কালীন স্তনে যন্ত্রণা হইয়া শরীরের চারিপার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তক এবং কটিদেশেও যন্ত্রণা হয়। যদি শীঘ্র ইহার কোন বিহিত না করা যায় তাহা হইলে তাহা অবশেষে শীঘ্রই পুঁজে পরিণত হয়। এতদ্‌বিষয়ে ব্রাইওনিয়ার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায় এবং এই উভয় ঔষধই পরস্পর অনুপূরক। স্তন স্ফীতির সহিত জ্বর বর্ত্তমান দেখিলে অর্থাৎ ঠুনকো হইলে সকল চিকিৎসকই ব্রাইওনিয়া এবং ফাইটোলেক্কাকে উচ্চস্থান দিয়া থাকেন, বিশেষতঃ সন্তান প্রসবের পর স্তনে দুধের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিলে এই দুইটি ঔষধকেই অবস্থাভেদে চিন্তা করিবে। যদি স্তন প্রদাহ হইয়া পুঁজের সঞ্চার হয় এবং নালী ঘায়ের ন্যায় ক্ষত হয় ও জলবৎ স্রাব কিংবা দুর্গন্ধ পুঁজ স্রাব হয় তথাপি ফাইটোলেক্কাকে চিন্তা করিবে। এতদ্‌ অবস্থায় অনেক সময় হেপার এবং সাইলিসিয়া অপেক্ষা ফাইটোলেক্কা

উত্তম কার্য্য করে। Almost every case of swollen breasts with milk fever, when the breasts fill for the first time after confinement, may speedily relieved with one or the other of these two remedies if the case should have gone on to suppuration, with large, fistulous, gaping and angry ulcers discharging a watery or fetid pus—Phytolacca is still the remedy, and will often do more good than Hepar, Silicea. —Nash.)

Phytolacca is an excellent remedy when from the beginning the breasts show a tendency to cake. Especially is Phytolacca the remedy if suppuration threatens—Farrington

আমার মনে হয় স্তন শক্ত আকার ধারণ করিলে এবং তদ্ সঙ্গে জ্বর দেখা দিলেই প্রথমতঃ ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করা উচিত। যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্রাইওনিয়ায় কোন উপকার না হয় তাহা হইলে আর সময় নষ্ট না করিয়া ফাইটোলেক্কা প্রয়োগ করা বিধেয়। ব্রাইওনিয়ায় সমস্ত স্তন অত্যন্ত শক্ত আকার ধারণ করে আর ফাইটোলেক্কায় দুগ্ধ প্রণালীর গ্রন্থি সমুদায় চাপ চাপ অথবা গিট গিট হইয়া যায় অর্থাৎ স্থানে স্থানে শক্ত আকার ধারণ করে। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে স্তনের প্রদাহে কিংবা স্তনে পূঁজ সঞ্চারে কিংবা স্তন গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে ফাইটোলেক্কা একটি অব্যর্থ মহৌষধ।

স্তনের প্রদাহ হইয়া পূঁজোৎপাদনে ডাক্তার হিউজ সাহেব ফাইটোলেক্কা এবং ব্রাইওনিয়া ছাড়া আর কোন ঔষধই ব্যবহার করিতেন না। তিনি এই দুইটি ঔষধকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন—(I have myself never wanted any medicine but Bryonia in threatened milk abscess, but when the mischief outruns the abortive power of that medicine I habitually rely upon Phytolacca.) স্তনপ্রদাহ ব্যতীত স্তনগ্রন্থি স্ফীত হইয়া শক্ত আকার ধারণ করিলে, গিট্ গিট্ কিংবা শক্ত চাপ চাপ হইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া কিংবা ভীত হইয়া কিংবা কোন আকস্মিক ঘটনা হইতে এবম্বিধ অবস্থা হইলেও ফাইটোলেক্কা নির্ব্বাচিত হয়। (Almost any excitement centers in the

mammary gland ; fear or an accident, lumps form, pains, heat, swelling, tumefaction, even violent inflamation and suppuration. No remedy in the Materia Medica centers so in the mammary gland)। ঠাণ্ডা লাগিয়া স্তনে বেদনা হইলে—তাহাতে মার্কিউরিয়াস সলও অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু যদি দেখিতে পাওয়া যায় স্তনদাত্রী স্ত্রীলোকে প্রত্যেক দুগ্ধ নিঃসরণে স্তনে বেদনা হয় তাহা হইলে তাহার ফাইটোলেকাই হইতেছে উপযুক্ত ঔষধ। (If every tribulation makes the gland sore in a nursing woman, give her Phytolacca—Kent)। এতদ্ব্যতীত যদি দুগ্ধ শুষ্ক কিংবা অতি অল্প সময়েই দুগ্ধ বন্ধ কিংবা ঘন ও অসুস্থ হইয়া যায়, প্রসূতী বলে স্তনে দুগ্ধ কিছুই নাই সেইরূপ স্থলেও ফাইটোলেক্কা চিন্তা করিবে (when a mother says she has no milk or the milk is scanty, thick, unhealthy, dries up and so on. Phytolacca becomes then a constitutional remedy if there is no contraindicating symptoms—Kent.)।

ফাইটোলেকার সমুদায় কার্য্যই যেন স্তনগ্রন্থীতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ঋতুস্রাবের ব্যতিক্রম অথবা স্তনপান করান কালীন ঠাণ্ডা লাগিয়া স্তন-গ্রন্থির প্রদাহ হইলে এবং দুগ্ধ ঘন হইয়া স্তনের বোটা হইতে রজ্জুবৎ ঝুলিতে থাকিলে ফাইটোলেক্কাকে উচ্চস্থান দিবে। স্তনের উপর এইরূপ অধিক কার্য্য আর কোন দ্বিতীয় ঔষধে আছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

স্তন গ্রন্থির অর্ব্বুদ (mammary tumor)—স্তন গ্রন্থির টিউমারেও ফাইটোলেক্কার যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে—দূষিত অবস্থা (malignant growths) প্রাপ্ত হইলেও ইহার বিষয় চিন্তা করিতে ভুলিবে না। স্তনের যে কোন রোগেই হউক, ফাইটোলেক্কাকে একবার চিন্তা করিবে। স্তন এবং স্তনের গ্রন্থির উপর ইহার কার্য্য অব্যর্থ। গ্রন্থিগুলি শক্ত হইয়া প্রস্তরের ন্যায় আকার ধারণ করে (glandular tumors that become hard and scirrhous)। ডাক্তার ন্যাস এই প্রকার স্তনের দূষিত অর্ব্বুদ এক মাত্র ফাইটোলেক্কা সি, এম, ক্রম দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন—(I have removed a great many suspicious lumps or tumors in the

breasts, some of them of years' standing by a single dose of phytolacca C. M. once a month during the wane of the moon)

স্তন শক্ত আকার ধারণ করিলে লক্ষণানুযায়ী আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্তনে অলিভ অয়েল মালিস করিবে এবং ফ্ল্যানেলে উক্ত তৈল সিক্ত করিয়া আবৃত করিয়া রাখিবে অথবা ফাইটোলেক্কা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট লাগাইবে অথবা উষ্ণ জলে ফাইটোলেক্কা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট (চার আউন্স জলে ১৫ ফোঁটা) মিশ্রিত করিয়া তাহার compress দিবে।

গ্র্যাফাইটিস্—গ্র্যাফাইটিসকেও ইহার সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে। ফাইটোলেক্কার প্রচলনের পূর্ব্বে গ্র্যাফাইটিসই অধিক ব্যবহার হইত কিন্তু স্তনে কোন প্রকার শস্ত্রক্রিয়ার পর ক্ষত চিহ্ন শুষ্ক হইয়াও উক্ত স্থান প্রদাহ হইয়া যন্ত্রণা এবং পুনরায় ক্ষত হইলে গ্র্যাফাইটিস সেইরূপ স্থলে উত্তম কার্য্য করে এবং অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

বেলেডোনা—স্তন প্রদাহে ইহা অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়, পুঁজ হইবার পূর্ব্বে ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ হয়। স্তন লাল হইয়া উঠে, বোঁটা হইতে লাল ভাব স্তনের চারিদিক ছড়াইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জ্বর, মস্তক এবং মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য হয় এবং দপদপানি যন্ত্রণা হইতে থাকে।

ব্রাইওনিয়া—সমুদায় স্তন প্রস্তরের ন্যায় কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এবং রোগী নড়াচড়া করিতে কিংবা স্তন সঞ্চালন করিতে পারে না।

হেপার এবং সাইলিসিয়া—পুঁজোৎপাদন হইলে ইহাদিগের বিষয় স্মরণ করিবে এবং বিশেষতঃ যখন উত্তাপে, উষ্ণ প্রলেপে উপশম হয়। হেপারে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং স্পর্শাধিক্যতা থাকে, রোগী আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করিতে দিতে চায় না। যদি উত্তাপে বৃদ্ধি বোধ হয় তাহা হইলে মার্কিউরিয়াস সল প্রয়োগ করিবে।

কোনায়াম—আঘাত কিংবা ঘুসি লাগিয়া যদি স্তন প্রদাহ এবং কঠিন হয় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলে কোনায়ামকে প্রাধান্য দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেলিস পেরিনিসের বিষয়ও চিন্তা করিবে। আর্ণিকা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারে কিন্তু স্তনের কঠিনতায় কোনায়াম উত্তম ঔষধ।

অস্থি বেদনা—ফাইটোলেক্কা অস্থি বেদনায় মার্কিউরিয়াসের সমকক্ষ। মার্কিউরিয়াসের সহিত ফাইটোলেক্কার অত্যন্ত সাদৃশ্য রহিয়াছে। আবার ফাইটোলেক্কা পারার অপব্যবহারজনিত অস্থি বেদনার একটি উত্তম বিষম্ন ঔষধও বটে। উপদংশ কিংবা পারদের দোষ হেতু পুরাতন অস্থি বেদনায়,—যে সমুদায় রোগীর লালাস্রাব অর্থাৎ মুখ আনান হইয়াছিল (had been salivated), যন্ত্রণা রাত্রিতে শয্যায় উত্তাপে বিশেষতঃ শরীরের কোমল চর্ম্মাচ্ছাদিত লম্বা লম্বা অস্থি সমূহে (যেমন পদদ্বয়ের অস্থি) অধিক হয়, এই প্রকার পুরাতন অস্থি বেদনায় ফাইটোলেক্কাকে মার্কিউরিয়াস সলের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

উপদংশ—পুরাতন উপদংশ ক্ষতে ফাইটোলেক্কার প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই। রোগীর লালাস্রাব করান হইয়াছে, ক্ষতস্থানে পারার প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, শরীর যেন পারাময় হইয়া গিয়াছে অথচ মার্কিউরিয়াস আর কোন কার্য্য করিতেছে না; সেইরূপ স্থলে ফাইটোলেক্কাকে চিন্তা করা যাইতে পারে। (Old chronic, syphilitic, ulcers, the patient has been salivated, had mercury rubbed and they become saturated with it, but it no longer helps). উপদংশ গুল্ম (বিশেষতঃ মস্তকের খুলি কিংবা লম্বা লম্বা অস্থির উপর হইলে) আরোগ্য সংবাদও ফাইটোলেক্কায় দেখা যায়।

বাত—পুরাতন বাতে ফাইটোলেক্কা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে শয্যার উত্তাপে স্যাঁৎসেতে ঋতুতে উষ্ণ প্রলেপে বৃদ্ধি হয়। সন্ধি স্থলের এবং লম্বা লম্বা অস্থির বাতে অধিক কার্য্য করে, সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে এবং লাল হয়, যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, রোগী পদদ্বয় লম্বা করিতে পারে না খেঁচিয়া ধরে, বাম পদের হাঁটুই অধিক আক্রান্ত হয়, উপদংশজনিত হইলেও ফাইটোলেক্কা নির্ব্বাচিত হয়। বাতে ফাইটোলেক্কার বাহ্যিক মূল অরিষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে যন্ত্রণার আশু উপকার হয়।

অস্থির বাতে (Periosteal Rheumatism) বিশেষতঃ যখন যন্ত্রনা স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয় ফাইটোলেক্কা তাহাতে অনেক সময় উত্তম কার্য্য করে। ডাক্তার এলেন এতদ্‌কারণবশতঃ ফাইটোলেক্কাকে ব্রাইওনিয়া এবং

রাসটক্‌সের মধ্যস্থলে স্থান প্রদান করেন এবং অনেক স্থলে ব্রাইওনিয়া কিংবা রাসটকসে কার্য্য না হইলে ফাইটোলেক্কা প্রয়োগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়

আমাদের পরলোকগত ভক্তি ভাজন ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয় ফাইটোলেক্কা বাহ্যিক মূল অরিষ্ট বাতে অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার করিতেন। প্রায় অধিকাংশ স্থলেই তিনি ইহা প্রলেপ করিতে দিতেন এবং আশু উপকারও হইত। তাঁহার নিজেরও বাত ছিল, এক এক সময় বাতে পঙ্গু হইয়া যাইতেন, এক দিন তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি—"আপনার নিজের বাতে আপনি কি করেন?" তিনি বলিলেন—"এই ফাইটোলেক্কাই মূল অরিষ্ট ব্যবহার করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি।"

গলকোষ প্রদাহ (Pharyangitis)—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষসংক্রান্ত গলকোষ প্রদাহেরও (follicular pharyangitis) ফাইটোলেক্কা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—ইহা বিশেষতঃ যাহারা বক্তৃতা করে, অধিক চেঁচাইয়া কথা বলে তাহাদিগের উক্ত রোগে উত্তম কার্য্য করে। বক্তৃতা করিতে করিতে গলদেশের অত্যধিক পরিশ্রম হেতু গলার স্বর বসিয়া যায়, কথা আর পরিস্কার রূপে বাহির হয় না এবং তৎপর গলদেশে অত্যন্ত জ্বালা করিতে থাকে, মনে হয় গলদেশে উত্তপ্ত কোন দ্রব্য রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় উচ্চক্রম প্রয়োগে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়—(In this kind of throat I have the best success with the remedy very high).

কটি স্নায়ুশূল (Sciatica)—ফাইটোলেক্কার এই বিষয়ের বিশেষত্ব—যন্ত্রণা পদদ্বয়ের বাহির দিক দিয়া নিম্নে অবতরণ করে, (Pain runs down the outer side of the limb)। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। ফাইটোলেক্কা যন্ত্রণা নিবারণের একটি উত্তম ঔষধ।

দন্তোদগমকালীন লক্ষণ—শিশু ক্রমাগত দাঁতে দাঁতে অথবা মাড়িতে মাড়িতে কামড়াইতে থাকে (Irresistible inclination to bite the teeth or gums together) এই লক্ষণটি শিশুদিগের দাঁত উঠার সময় অথবা উদারাময়ে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা ফাইটোলেক্কার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। শিশু নিকটে যাহা পায় তাহাই কামড়াইতে থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—কোন কোন চিকিৎসক নিম্নক্রম ১x,৩x,৬x,৬ অধিক ব্যবহার করেন কিন্তু ৩০, ২০০ ক্রমই অধিক প্রচলিত। ডিফথিরিয়ায় ফাইটোলেক্কার বাহ্যিক মূল অরিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কুলকুচি করিতে দেওয়া যায়—ইহাতে রোগের প্রবলতা অনেকটা হ্রাস করায়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—মার্কিউরিয়াস, ক্যালিআইওড।

রোগের বৃদ্ধি—যখন বৃষ্টি পড়িতে থাকে এবং স্যাঁৎসেঁতে ঋতুতে।

রোগীর বিবরণ

নিউইয়র্ক সহর হইতে একটি রোগী আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে। রোগী একটি শিশু, কয়েকদিন যাবৎ শৈশব কলেরায় ভুগিতেছে, চিকিৎসায় কিছুই হইতেছে না, যাঁহারা চিকিৎসা করিতেছিলেন তাহারা বলিলেন, সহর হইতে বাহিরে লইয়া গেলে শিশু বাঁচিতে পারে নতুবা শীঘ্রই মারা যাইবে কিন্তু স্থান এবং পথ্যাপথ্যের পরিবর্ত্তন করিয়াও কিছুই উপকার দেখা দিল না। শিশুটি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পুনঃ পুনঃ ঘোর কটাবর্ণ তরল ভেদ হইতেছে, মলের সহিত শ্লেষ্মা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেক ঔষধ প্রয়োগ করিলাম কিছুই ফল হইতেছে না। কিন্তু একটি লক্ষণ বর্ত্তমান দেখিতে পাইলাম—"শিশু সকল সময় মাড়িতে মাড়িতে ঘর্ষণ অথবা যাহা পায় তাহাই মুখে দিয়া কামড়াইতেছে।" শিশুর মা বলিলেন—"ইহা আমি শিশুর রোগের প্রথম হইতেই দেখিতে পাইতেছি। এতদলক্ষণে ফাইটোলেক্কা ৩০ শক্তি কয়েক মাত্রা দেওয়াতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।—(ডাক্তার ন্যাস)।

ওপিয়ম (Opium)

ইহার বাংলা নাম আফিম্। আফিম্ পোস্ত গাছের অপক বীজকোষ (Capsule) হইতে সংগ্রহ করা হয়। পোস্তের অপক বীজকোষ সমুহ সচরাচর আফিম্ প্রস্তুতেয় জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে, আফিম্ অত্যন্ত নিদ্রাকারক (Soporific) ইহার ন্যায় দ্বিতীয় নিদ্রাকারক ঔষধ আর আছে কিনা সন্দেহজনক। আফিমে এত অধিক সংখ্যক উপক্ষার (alkaloid) বর্ত্তমান রহিয়াছে যে অন্য কোন ঔষধে তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর নূতন নূতন আরও অনেক উপক্ষার যোগ হইতেছে। আফিমে যতগুলি উপক্ষার আছে তন্মধ্যে মরফিয়া (morphia) অত্যন্ত অধিকরূপ প্রচলিত। ইহা ব্যতীত কোডিন (codeine), এপোমোরফিয়ারও (apomorphia) ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু morphiaই হইতেছে সর্ব্বজন পরিচিত। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যন্ত্রণা নিবারণের জন্য সর্ব্বদা ইহা চর্ম্মের নিম্নে injection দিয়া প্রয়োগ করেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতেও মর্ফিয়া কর্কট রোগের গৌন লক্ষণের (Secondary symptoms) অর্থাৎ অত্যধিক যন্ত্রণার স্পর্শাধিক্যতায় (Susceptibility) প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। যন্ত্রণা এত ভীষণ হয় যে রোগীর তরকা এবং হস্ত পদের খেঁচুনি ও স্পন্দন হইবার সম্ভাবনা হয়। এরূপ অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক মতে মর্ফিয়া প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা আশু উপকার হয় কিন্তু রোগ আরোগ্য হয় না।

কোডিন (Codeine)—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাও আফিমের একটি উপক্ষার। ক্ষয়কাশের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাশি শুষ্ক এবং অত্যন্ত বিরক্তিজনক, রাত্রিদিন সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে ; ইহা ব্যতীত পেশীর খেঁচুনি বিশেষতঃ চক্ষুর পাতার স্পন্দনেরও ইহা একটি উত্তম ঔষধ। এইরূপ অক্ষিপুটের স্পন্দনে ক্রোকাসেও বেশ ফল পাওয়া যায়—কিন্তু আমরা চক্ষুর পাতার স্পন্দনে এগারিকাস মস্কারিসে অনেক সময় অধিক উপকার পাই।

এপোমর্ফিয়া (Apomorphia)—ইহা বমন নিবারক একটি ঔষধ। ইপিকাক, টারটার এমেটিক, লোবেলিয়া ইত্যাদি ঔষধ যে প্রকার বমনে প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেইরূপ স্থলে কিন্তু এপোমার্ফিয়া ব্যবহার হয় না।

ইহাতে যে বমন হয় তাহা প্রত্যাবৃত্ত বমন, (reflex vomiting) মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত হয় অর্থাৎ পাকস্থলীতে ইহার কার্য্য কিছুই প্রকাশ পায় না। এতদহেতু সামুদ্রিক বিবমিষাতে (sea sickness) ইহার ব্যবহার দেখা যায় এবং তাহাতে বেশ ফল প্রদর্শন করে। মস্তিষ্ক হইতে উত্থিত বমনে বেলেডোনা রাসটক্স্ অধিক ব্যবহার হয়। উপরে যে তিনটি উপকারের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা ব্যতীত আফিমে আরো বহু উপকার রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিন্তু তাহাদের তত অধিক প্রয়োগ নাই বলিয়াই উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এলোপ্যাথিকে আফিমের অনেক প্রকার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু শিশুদিগেতে ইহার অনেক সময় অত্যন্ত কুফল উৎপন্ন করে। Soothing syrup এ ইহা ব্যবহার হওয়ায় শিশুদিগের স্বাস্থ্যের প্রতিরোধ করে এবং তাহাদিগের শরীর বৃদ্ধি হ্রাস করে। এতদহেতুই চিকিৎসকগণ শিশুদিগের soothing syrup এ ইহার প্রয়োগ অনুমোদন করেন না। আফিমের ক্যামোমিলা একটি উৎকৃষ্ট বিষঘ্ন ঔষধ (antidote)। একবার আমি জনৈক বোম্বাই দেশীয় ভদ্র-লোকের বাটীতে একটি শিশুর রক্ত আমাশয় রোগ চিকিৎসা করিতে আহুত হই। শিশুটী আমাশয়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, লক্ষণানুযায়ী মার্ক্কর, মার্কসল, ইত্যাদি নানান ঔষধ দেওয়ায় কোন প্রকার ফল না পাওয়ায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং ক্রমশঃ রোগও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনেক কথা জিজ্ঞাসার পর জানিতে পারিলাম তাহারা শিশুটিকে ক্রন্দনের সময় "বালামৃত" নামক এক প্রকার বটিকা মধ্যে মধ্যে খাওয়াইত, তাহাতে শিশু নিদ্রিত হইয়া পড়িত এবং ইহাও জানিতে পারিলাম যে, উক্ত বালামৃতে কিঞ্চিৎ আফিম মিশ্রিত থাকায় শিশুকে দেওয়া মাত্রই ঘুমাইয়া পড়িত। আমি আফিমের কথা শুনিয়াই শিশুকে আফিমের বিষঘ্ন ক্যামোমিলা প্রয়োগ করি এবং বালামৃত খাওয়াইতে নিষেধ করি। শিশু ঐ একমাত্র ক্যামো-মিলাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। আমরা এই প্রকার রোগ দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে যাহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই খাটিয়া খায়, তাহাদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাই। কারণ তাহারা শিশুদিগকে আফিম দ্বারা প্রস্তুত উক্ত প্রকার ঔষধ খাওয়াইয়া নিদ্রা আনয়ন করিয়া কাজ করিতে থাকে। এই প্রকার শিশুর পক্ষে ইহা কতদূর অনিষ্টজনক তাহা জনৈক বিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎ-সকের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—A prominent old school authority

says that the above procedure for children is decidedly reprehensible. It stunts theis growth, makes them irritable and cross and interferes sadly with the brain development

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সকল অবস্থাতেই প্রগাঢ় নিদ্রা বর্ত্তমান। সকল রোগই যন্ত্রণাশূন্য এবং অভাব অভিযোগ রহিত, (all complaint with great sopor, painless, complains of nothing, wants nothing)।

২। ভীষণ নিদ্রা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নাসিকাধ্বনিযুক্ত (sleep heavy, stupid with stertorous breathing).

৩। মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য, চক্ষু অর্দ্ধনিমিলীত আরক্তিমযুক্ত গাত্রত্বক উষ্ণ ঘর্ম্মে সিক্ত (face rəd, eyes half-closed, bloodshot, skin covered with hot sweat).

৪। পরিপাকশক্তি অবসাদযুক্ত নিশ্চেষ্ট অন্ত্রের কৃমিসদৃস ক্রিয়ার বিবর্ত্তন অথবা পক্ষাঘাতে পরিণত (peristaltic motion reversed or paralized).

৫। কোষ্ঠকাঠিনস্য :বিশেষতঃ শিশুদিগের মলত্যাগের চেষ্টাশূন্য—মল শুষ্ক কঠিন গুট্‌লে গুট্‌লে এবং কৃষ্ণবর্ণ (চেলিডোনিয়াম, প্লাম্বাম, থুজা)।

৬। উদরাময়—বিশেষতঃ ভয় পাইয়া এবং টাইফয়েড রোগে। মল কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত। সঙ্কোচক পেশীর পক্ষাঘাত হেতু অসারে নির্গত হয়।

৭। প্রস্রাব—মূত্রাশয় পূর্ণ অথচ মূত্র রোধ (retained)। মুত্রাশয় অথবা সঙ্কোচক পেশীর পক্ষাঘাত।

৮। শয্যা এত অধিক উষ্ণ বোধ হয় যে রোগী শয়ন করিতে পারে না।

৯। তরকা (convulsion)—অপরিচিত লোক দর্শনে, অথবা মাতার ভীত অবস্থায় স্তনপানে (হাইওসিয়ামাস। মাতার ক্রোধকালীন স্তন পানে—ক্যামোমিলা, নাক্সভমিকা)। তরকা কালীন চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিত এবং উর্দ্ধনেত্র হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। শিশু এবং বৃদ্ধিদিগেতে উত্তম কার্য্য করে।

২। ভয় পাইরা রোগ এবং ভয়ের কারণ শীঘ্র ভুলিতে অক্ষম।

৩। তরকা অর্থাৎ আক্ষেপ (spasm) উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এবং সময়ে চীৎকার করে, (এপিস, হেলিবোরাস)। শ্বাস ত্যাগ এবং গ্রহণকালীন নাসারব সদৃশ শব্দ হয়।

৪। তন্দ্রাযুক্ত কিন্তু নিদ্রা যাইতে পারে না। নিদ্রাহীনতার সহিত শ্রবনেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা—ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে অথবা দূরবর্ত্তী স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দে, মোরগের ডাকে সজাগ করিয়া রাখে।

৫। প্রলাপ—সর্ব্বদা বকিতে থাকে, চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মিলিত, মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য ফুলা অথবা ভীষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন।

৬। রোগী মনে করে সে নিজ বাটীতে নাই (ব্রাই), সর্ব্বদা তাহার মনে এই ভাব লাগিয়া থাকে।

৭। নিদ্রিতাবস্থায় শয্যা খুঁটে (সজাগ অবস্থায় খুটে—হাইওসিয়ামাস)

৮। হঠাৎ তরুণ পীড়কার retrocession হেতু মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত অথবা কনভালসন।

৯। শীর্ণতা—শিশুর গাত্রত্বক থাকে থাকে ঝুলিয়া পড়ে, দেখিতে শুষ্ক বৃদ্ধ লোকের ন্যায় হয়। (এব্রোটেনাম)

১০। কম্প প্রলাপ—বৃদ্ধ শীর্ণ ব্যক্তি, ফোলা ফোলা মুখমণ্ডল, চক্ষু শুষ্ক উষ্ণ জ্বলনযুক্ত, সর্ব্বদা তন্দ্রা এবং নাসিকাশব্দযুক্ত।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—অল্প মাত্রায় আফিম সেবনে ক্ষণিক সময়ের জন্ম প্রফুল্লতা আনয়ন করিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে এবং রোগী নেশায় উন্মত্ত হইয়া মনে করে যেন সে আকাশে উড়িতেছে।

আনন্দরূপ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে ইত্যাদি নানা প্রকার হাস্যোদ্দীপক ভাবভঙ্গী করিতে থাকে। অধিক মাত্রায় অথবা পুনঃ পুনঃ সেবনে তন্দ্রা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগী সামান্য তন্দ্রা হইতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। আফিমের এবম্প্রকার তন্দ্রাভাব (narcotic) মস্তিকে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্যতাবশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল যে মস্তিস্কে অধিক রক্ত সঞ্চালন উৎপন্ন করিয়াই এইরূপ অবস্থা (তন্দ্রাভাব) আনয়ন করে তাহা নয়—রক্ত যথাযথভাবে মস্তিষ্ক হইতে হৃৎপিণ্ডে সঞ্চালিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত বশতঃও হয়। কাজে কাজেই ওপিয়মে যে নিদ্রাভাব প্রকাশ পায় তাহা প্রকৃত নিদ্রা হইতেই পারে না কারণ প্রকৃত নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অধিক না হইয়া—বরং স্বল্প হইয়া থাকে। ওপিয়মে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা উপস্থিত হয়, কাজে কাজেই ওপিয়মে প্রকৃত নিদ্রা উৎপন্ন করিবার কোন ক্ষমতা নাই The narcotic and anodyne effect of Opium is the result of the increased circulation of blood in the brain brought about not only by increasing the amount of blood, supplied to the brain but also by interfering with its returm to the heart. Hammond has shown that during this state the quantity of blood criculating in the cranial cavity is greatly diminished. If you give Opium to produce sleep, what do you do ? Do you produce anaemia of the brain ? No just this reverse, I ask you, then, is the administration of Opiates for their anodyne effects at all rational ?

Opium taken in a moderate dose, seems to act as a stimulent. This effect is specially felt in depressed and chilly conditions of the dody, as in hunger or in the physical aud mental wretchedness, which often makes the poor to resort to it.

ওপিয়াম যদিও stimulent বলিয়া পরিচিত কিন্তু সে stimulent অতি অল্পমাত্রা সেবনে প্রকাশ পায়। মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকিলে অর্থাৎ অধিক

মাত্রায় ওপিয়ম সেবন করিলে এই ঔষধের যে প্রধান স্বভাব অর্থাৎ তন্দ্রা (stupor) তাহা সর্ব্বপ্রথম আসিয়া উপস্থিত হয়। ওপিয়মের মুখ্য ক্রিয়া (Primary action) stimulent এবং গৌন ক্রিয়া অবসাদক (Secondary action) sedative ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। Stimulent রূপে ইহার প্রয়োগ বরং অধিক নাই। Sedative রূপেই ইহা নিত্য প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত ওপিয়মে বিষাক্ত হইলে মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ এবং মুখমণ্ডলের ধমনীসমূহ স্ফীত হওয়ার দরুণ রোগীর মুখের চেহারা ফোলা ফোলা দেখায়। ভীষণ তন্দ্রাভাব উপস্থিত হয় এবং তন্দ্রাভাব যতই গভীর হয়, মুখমণ্ডলও ততই অধিক লালবর্ণ হয়। চক্ষুতারা সঙ্কুচিত, নাড়ী ভরাটে (full) অথচ মৃদু। শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর, আচ্ছন্নতা (stupor) যতই প্রবল হইতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসও অধিক হইতে অধিকতর অবসন্ন হয় (এমন কি মিনিটে ৮।১০ বার হয়, ওপিয়মে শ্বাস-প্রশ্বাসের অবসন্নতা অত্যন্ত পরিচায়ক লক্ষণ) অবশেষে নাশারব সদৃশ শব্দ আরম্ভ হয়, (ইহা নাসিকা ধ্বনি নয়— ওপিয়মে বিষাক্ত লক্ষণ যতই অধিক বৃদ্ধি হইতে থাকে গণ্ডযুগল এবং palate এর পেশীসমূহ পক্ষাঘাত বশতঃ শিথিলতা প্রাপ্ত হয় এবং তদ্হেতু প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত উক্ত স্থান হইতে ঐ প্রকার শব্দ উত্থিত হয়)। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে শরীরের সমুদায় যন্ত্র অবসাদ হইয়া সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া আইসে। সঙ্কোচক পেশীর অবরোধ ক্ষমতা শূন্য হয়, মলমূত্র সমুদায় অসারে নির্গত হয়। চক্ষুর তারা প্রসারিত হয়, গাত্র ত্বক উষ্ণ ঘর্ম্মে ভিজিয়া ওঠে। নিম্ন চোয়াল পড়িয়া যায়—এইরূপে ক্রমশঃ রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

ওপিয়মের ক্রিয়াকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে—স্বল্পমাত্রা সেবনে মনে প্রফুল্লতা উৎপাদন করিয়া শরীরকে চঞ্চল করিয়া তোলে এবং সমুদায় শরীরে একটী ক্ষণিক উত্তেজনার (stimulent) লক্ষণ প্রকাশ করে। ওপিয়মের এতদ্গুণ আছে বলিয়াই দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলাবস্থায় আফিম অল্প মাত্রা সেবন করে। (In small doses Opium has a transient exhilarating effect, and seems to act as a stimulent. This effects especially felt in depressed and

chilly condition of the body, as in hunger or in the physical and mental wretchedness while often makes the poor to resort to it.)

বুদ্ধি বৃত্তির (intellect) অপেক্ষা অনুভূতির (emotions) উপর অধিক কার্য্য করে ; ওপিয়মের মুখ্যক্রিয়া (primary action) উত্তেজক (stimulent), গৌণ ক্রিয়া অবসাদক (sedative)। অধিক মাত্রা সেবনে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপাদন করতঃ তন্দ্রাভাব আনয়ন করে। মুখমণ্ডল আরক্তিমাভাযুক্ত হয় এবং উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। শ্বাস প্রশ্বাস গভীর হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস কালীন নাসিকা রব সদৃশ শব্দ হয়। সমুদায় যন্ত্রের ক্রিয়া অবসাদ হইয়া আইসে। অবরোধক পেশীর কার্য্য শূন্য হয়, চোয়াল পড়িয়া যায়, এইরূপে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উপরিউক্ত লক্ষণ সমূহ হইতে পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে ওপিয়মের স্নায়ুর উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। সামান্য উদ্দীপনা হইতে প্রথমতঃ ক্ষণকাল স্থায়ী চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, তৎপর ক্রমশঃ পক্ষাঘাতের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, সঙ্গে সঙ্গে পেশীর শিথিলতা এবং আচ্ছন্নতা (coma) আসিয়া উপস্থিত হয়। ওপিয়মে প্রথম হইতেই মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য (surcharged) হইয়াই ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে রোগীকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন করে, বুদ্ধি বৃত্তি সমূহ অবসাদগ্রস্ত হইয়া আইসে, রোগীর যন্ত্রণা অনুভব করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ হয়।

স্বল্প পরিমাণ ওপিয়ম সেবন করিলে প্রথমতঃ রোগীর মনে স্বপ্নবৎ এমন সমুদায় ভাব উপস্থিস হয়, যে রোগী মনে করে কোথায় কোন আনন্দময় স্বপ্ন জগতে যেন উড়িয়া যাইতেছে। মনের অনুভূতির উপর এই ঔষধটীর ক্রিয়া বিশেষ প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। পরিমাণের মাত্রা, বৃদ্ধি করিলে আর এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে তন্দ্রা ভাবই সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ প্রকাশ পায়। আফিমে শরীরস্থ সমুদায় টিসু আক্রান্ত হয়, গাত্র চর্ম্মের মসৃণতা নষ্ট হইয়া যায়, চর্ম্ম শুষ্ক এবং পাংশুবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্থানের স্থানের চর্ম্ম ভাজে ভাজে ঝুলিয়া পড়ে (hangs in folds), হস্ত পদ শীর্ণ হইয়া আইসে বুদ্ধি বৃত্তি সম্পূর্ণ অবসাদ গ্রস্ত হয় এবং চিন্তার ক্ষমতা লোপ পায়।

সংন্যাস (Apoplexy)—ওপিয়মে মস্তিস্ক ধমনীতে যে প্রকার রক্তাধিক্য অবস্থা উৎপন্ন করে তাহাতে যে ইহা একটি সংন্যাস রোগের ঔষধ হইবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং যাহাদের উক্ত রোগ প্রবণতা (predisposition) থাকে তাহাদিগের ধমনী শীঘ্রই বিদারণ (ruptured) হইবার আশঙ্কা থাকে এইরূপ অবস্থায় ওপিয়মের নির্ব্বাচন মুখমণ্ডলের বর্ণে, শ্বাস-প্রশ্বাসে নাসিকারব সদৃশ শব্দে এবং শরীরের ধনুষ্টঙ্কাররূপ আড়ষ্টতায় প্রকাশ পায় (by the colour of the face, by the stertorous breathing and by the tetanic rigidity of the body) ওপিয়ম বিশেষ ভাবে মাতালদিগের সংন্যাস রোগে অধিক প্রয়োগ হয় এবং বেলেডোনার পরও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। মাতালদিগের সংন্যাস রোগে ওপিয়ম ব্যতীত ব্যারাইটা-কার্ব্ব এবং ল্যাকেসিসেরও সময় সময় ব্যবহার হয়—ইহাদিগের বিষয়ও চিন্তা করিবে।

আর্ণিকা—নাড়ী ভরাটে এবং বেগবতী। শরীরের বাম পার্শ্ব পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয় এবং ওপিয়মের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসে নাসিকা ধ্বনি হয়।

এপিস—ওপিয়ম প্রয়োগে আচ্ছন্নতা (coma) অবস্থা দূরীভূত না হইলে ইহার বিষয় চিন্তা করিবে।

সংন্যাস রোগের সহিত তড়কা (convulsion) থাকিলে বেলেডোনা, হাইওসিয়ামাস, ল্যাকেসিস এবং ওপিয়ম লক্ষণানুযায়ী ব্যবহার হইতে পারে। সংন্যাস রোগের পর পক্ষাঘাত হইলে—আর্ণিকা, বেলেডোনা, ল্যাকেসিস, নাক্সভমিকা এবং রাসটক্স এই ঔষধ সমূহ উত্তম কার্য্য করে।

শৈশব কলেরা—শৈশব কলেরায় ওপিয়ম একটি বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ। তন্দ্রাভাব অত্যন্ত ভীষণরূপ বর্ত্তমান থাকে, উদর স্ফীত স্পর্শাধিক্য এবং ঢাকের ন্যায় শব্দ হয়। মলমূত্র সমুদায়ই বন্ধ অথবা অসাড়ে নির্গত হয়, মল কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত, শ্বাসক্রিয়া গভীর, ঘড়ঘড়ে। শিশুর মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ অথবা ফ্যাকাসে, চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত প্রতিক্রিয়া শূন্য, আলোর স্পর্শেও সাড়াহীন অচল অথবা ক্ষীণ প্রতিক্রিয়াশূন্য—দেখিলে মনে হয় মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়াই যেন রোগ আরম্ভ হইয়াছে। রোগী গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ওপিয়ম প্রয়োগে রোগীর সুপ্তিভাব

কাটিয়া যায় এবং রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। ওপিয়মের কলেরায় তন্দ্রা এবং ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত নাসিকাধ্বনি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। চক্ষু শিব-নেত্র করিয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে যেন কতই নিদ্রা যাইতেছে, কোন প্রকার সাড়াশব্দ থাকে না।

বেলেডোনার সহিত ওপিয়মের অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও ওপিয়মে বেলেডোনার বিস্তারিত চক্ষু তারকার পরিবর্ত্তে চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত (contracted) থাকে।

কার্ব্বভেজ, সালফার, ভেলেরিয়ানা, এম্ব্রাগ্রাইসিয়া, সোরিনাম ইত্যাদির ন্যায় ওপিয়ম প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিবার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ঔষধে আশানুরূপ ফল শীঘ্র না দর্শিলে ওপিয়ম প্রয়োগে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হয়। ওপিয়ম রোগী সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট এবং তন্দ্রামুক্ত।

ওলাউঠার হাত হইতে মুক্ত হইয়া শরীর সুস্থ হইবার পর সুনিদ্রা না হইলে রোগী অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে। নিম্নে তদ্বিষয়ের কয়েকটি ঔষধ দিলাম—

বেলেডনা—মনের উদ্বেগের দরুণ নিদ্রা না হইলে, ঘুম আইসে কিন্তু রোগী ঘুমাইতে পারে না। চক্ষু লালবর্ণ এবং চক্ষুমণি প্রসারিত। নানা-প্রকার স্বপ্ন দেখে। অনিদ্রা প্রযুক্ত প্রাতে শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ করে।

কফিয়া—আদৌ ঘুম আসে না, নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা মনে আসিয়া উপস্থিত হয়।

হাইওসিয়ামাস—ঘুম খাপছাড়া খাপছাড়া হয়, একবার ঘুম আইসে আবার পরক্ষণেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

ক্যামোমিলা—বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করে, অর্দ্ধ-নিদ্রিত ও অর্দ্ধ-জাগরিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

ওপিয়ম—আদৌ চক্ষের পাতা পড়ে না, চুপ করিয়া জাগিয়া শয়ন করিয়া পড়িয়া থাকে। সামান্য শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পায়।

টাইফয়েড জ্বর—টাইফয়েড জ্বরে ওপিয়ম অনেক সময় ব্যবহার হয়। মস্তক অত্যন্ত রক্তাধিক্য হইয়া মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়,

নিম্নচোয়াল পড়িয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত হয়, সর্ব্ব শরীরময় উত্তপ্ত ঘর্ম্ম প্রকাশ পায় (ষ্ট্রেমোনিয়াম) (উত্তপ্ত ঘর্ম্ম এতদ্‌বস্থায় একটি বিশেষ চিন্তার লক্ষণ, ইহা মৃত্যুর পূর্ব্ব পরিচয় জ্ঞাপন করে)। রোগী নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ-নিমিলিত কিংবা সম্পূর্ণ উন্মিলিত করিয়া এবং মুখ হাঁ করিয়া পড়িয়া থাকে, সাড়াশব্দ কিছুই থাকে না। মল অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে, মল দুর্গন্ধযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ, মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ এবং থম্‌থমে হয়। ওপিয়মে তন্দ্রাভাব এত অধিক প্রবল থাকে যে, তাহা হইতে রোগীকে সহজে সজাগ করিতে পারা যায় না। তন্দ্রা, মুখমণ্ডলের আরক্তিমতাসহ ফোলা ফোলা ভাব, অসাড়ে মলত্যাগ, উষ্ণ ঘর্ম্ম এবং ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত নাসিকা-ধ্বনি ওপিয়মের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। **টাইফয়েডে অন্যান্য ঔষধের সহিত পার্থক্য নিরূপণ রাসটক্সে দেখ।**

টাইফয়েডে ওপিয়মের সমগুণ ঔষধসমূহ—

হাইওসিয়ামাস—ইহাতেও নিম্ন-চোয়াল ধরিয়া যায়, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং কাঁপিতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে পেশীর আকুঞ্চন (twitching) হইতে থাকে, এই লক্ষণটি হাইওসিয়ামাসের বিশেষ পরিচায়ক। হাইওসিয়ামাসেও ওপিয়মের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসে নাসিকা-ধ্বনি সদৃশ শব্দ ও অসাড়ে মলত্যাগ হয়।

আর্ণিকা—ইহাতে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা লক্ষণ থাকে। রোগী আচ্ছন্নাবস্থায় পড়িয়া থাকে, নিম্ন চোয়াল ধরিয়া যায় এবং চক্ষু এক ভাবে স্থির হইয়া থাকে। আচ্ছন্নাবস্থায় পড়িয়া থাকা সত্বেও রোগী শয্যা উত্তপ্ত এবং কঠিন মনে করে। মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ হয় এবং মলমূত্র অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে। এতদ্ সমুদায় লক্ষণে আর্ণিকার সহিত ওপিয়মের সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু একটি লক্ষণে আর্ণিকা সমকক্ষ ঔষধসমূহ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে—"গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ অর্থাৎ কালশিরা সদৃশ দাগ।" ইহা আর্ণিকার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে।

এসিড ফস্‌ফরিক—এই ঔষধটিকে আর্ণিকার পাশাপাশি স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ইহার আচ্ছন্নাবস্থা এবং তন্দ্রাভাব অত্যন্ত অধিক

হইলেও কিন্তু ওপিয়মের তন্দ্রার নিকট ইহা স্থান পাইতে পারে না। তন্দ্রায় ওপিয়মকে পরাস্ত করিতে পারে এমন দ্বিতীয় ঔষধ আর একটি নাই। ফস্‌ফরিক এসিডে রোগী উদাসীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহার চারিদিকে যে কি হইতেছে তৎপ্রতি তাহার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। ফস্‌ফরিক এসিড রোগীকে তন্দ্রা হইতে শীঘ্র উঠাইতে পারা যায় এবং তন্দ্রাভঙ্গে দেখা যায় রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে।

হেলিবোরাস্—ইহারও তন্দ্রাভাব ওপিয়মসদৃশ, উদাসীনতা এবং তদ্‌সহিত সর্ব্বশরীরের পেশীর শিথিলতা (muscular relaxation) অত্যন্ত অধিক বর্ত্তমান থাকে, ইহাকে sensorial apathy এবং জড়তা সম্বন্ধে একমাত্র ওপিয়মের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। জড়তা এত অধিক রূপ বর্ত্তমান থাকে যে অনেক চেষ্টা না করিলে এই জড়তা হইতে তাহাকে উঠাইতে পারা যায় না, জড়তা ভঙ্গ হইলেও পুনরায় তৎক্ষণাৎ জড়তায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। ওপিয়মে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা যথেষ্ট থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর ও নাসিকা রবসদৃশ হয় কিন্তু হেলিবোরাসে এতদ্‌লক্ষণ সমূহ কিছুই নাই —বরং হেলিবোরাসে মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে রক্তশূন্য এবং শীতল হয়, এতদ্ব্যতীত সময় সময় গাঢ় নীলবর্ণও হয় এবং শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত হয়। নাড়ী বিষয়ে হেলিবোরাস এবং ওপিয়মে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়—হেলিবোরাসের নাড়ী দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র অর্থাৎ দুর্ব্বল এবং সরু, হাতে অনেক সময় টেরই পাওয়া যায় না। ওপিয়মের নাড়ী ভরাটে এবং ধীর।

কাশ ও রক্তোৎকাশ। (Cough & Hæmoptysis)—যাহারা অধিক উত্তেজক মাদক দ্রব্য পানে অভ্যস্ত তাহাদিগের ফুস্‌ফুসের পূঁজোৎপাদন হইলে (Suppuration of lungs) ওপিয়ম অনেক স্থলে নির্ব্বাচিত হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ঘড়ঘড়ানি ও নাসিকা ধ্বনিবৎ শব্দ প্রকাশ থাকে। কাশি অত্যন্ত কষ্টজনক এবং কাশি কালীন মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় (কুপ্রাম) মাতালদিগের রক্তকাশেরও (Hæmoptysis) ওপিয়ম একটি ঔষধ বটে, এমত অবস্থায় রোগীর বক্ষঃস্থল উষ্ণ এবং হস্ত পদাদি শীতল থাকে, কাশি অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং কাশির সহিত শ্লেষ্মা ও

রক্ত মিশ্রিত গয়ের উঠে, কিন্তু কাশির সহিত তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে। ওপিয়মের তন্দ্রাভাব সার্ব্বজনীন লক্ষণ। (এন্টিমটার্টের কাশিতেও তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে।

তড়কা—কোন প্রকার ভয় অথবা ক্রোধের অব্যবহিত পরই অথবা শিশুর স্তন পান কালীন মাতার ভয় হেতু শিশুর তড়কা উপস্থিত হইলে ওপিয়ম তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। (মাতার ক্রোধজনিত হইলে ক্যামোমিলা, নক্সভমিকা) ইহা ব্যতীত অপরিচিত লোক দেখিয়া কিংবা অত্যন্ত ক্রন্দনহেতু তরকায়ও ওপিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়। তড়কা কালীন শিশুর শরীর ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় পশ্চাদ্দিকে বেঁকিয়া যায় এবং অত্যন্ত শক্ত হয়, তড়কার পূর্ব্বে কিংবা পরে শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুখ হইতে ফেনা বাহির হইতে থাকে। মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হয় এবং সর্ব্ব শরীর উষ্ণ ঘর্ম্মে ভিজিয়া উঠে। তড়কা অবসানে শিশু গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে এবং নাসিকা ধ্বনি হয়। তড়কা কালীন চক্ষু অর্দ্ধ উন্মিলিত এবং উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া পড়িয়া থাকে, উচ্ছ্বাস অথবা মানসিক অনুভূতি হেতু তড়কায়ও ওপিয়মের সহিত ইগ্নেসিয়ার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। ইগ্নেসিয়ার ন্যায় ওপিয়মও অনুভূতি অথবা উচ্ছ্বাসের অব্যবহিত পর তড়কা হইলে উত্তম কার্য্য করে কিন্তু কোন কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী কারণ বশতঃ হইলে, তাহাতে ইগ্নেসিয়া এবং ওপিয়ম কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। ইগ্নেসিয়াও ওপিয়মের ন্যায় শাস্তি পাইবার পর অথবা শাস্তি পাইবার ভয়ে ভীত হইয়া অথবা ভয় পাইয়া তড়কা হইলে, সময় সময় উত্তম কার্য্য করে। ইগ্নেসিয়াতেও ওপিয়মের ন্যায় মুখমণ্ডলের পেশীর আকুঞ্চন হয়, কিন্তু ইহাদের পার্থক্য রোগীর মুখমণ্ডল দেখিলেই ঘুচিয়া যায়—ওপিয়মের মুখমণ্ডল লাল রক্তাধিক্য এবং ফোলা ফোলা ও তড়কার আক্ষেপের সহিত প্রায়ই ইগ্নেসিয়ার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়, রক্তাধিক্যের চিহ্ন মাত্র থাকে না, চীৎকার বর্ত্তমান থাকে। আবার ওপিয়মের ন্যায় গ্লোনয়নেও মস্তকে হঠাৎ রক্তাধিক্য হয়, ওপিয়ম ও ইগ্নেসিয়ার ন্যায় গ্লোনয়নও কোন প্রকার হঠাৎ ভয় পাইয়া তড়কা হইলে অনেক সময় ব্যবহার হয় কিন্তু তড়কাকালীন সিকেলিকরের ন্যায় গ্লোনয়নে হস্তের অঙ্গুলি ফাঁক ফাঁক হয় (spread asunder)। ভিরেট্রাম এল্‌বামও হঠাৎ ভয় পাইয়া (sudden emotion) তড়কায় ব্যবহার হয় বটে কিন্তু

ইহাতে মুখমণ্ডল শীতল এবং নীলবর্ণ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। আবার দেখ ইগ্নেসিয়ার ন্যায় হঠাৎ চমকাইয়া ওঠা এবং পেশীর আকুঞ্চন হাইওসিয়ামাসেও রহিয়াছে কিন্তু হাইওসিয়ামাসের আকুঞ্চন এবং হঠাৎ স্পন্দন ইগ্নেসিয়া অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। হাইওসিয়ামাসে প্রথমে একটি হস্তের আকুঞ্চন হয় এবং তৎপর অপরটি এইরূপে হয়, এতদ্ব্যতীত তড়কার সঞ্চালন সমুদায় ত্রিকোণাকৃতি এবং মুখে ফেনা উঠে। কুপ্রামও তড়কার একটি ঔষধ বটে কিন্তু কুপ্রামের রোগী হাত মুঠা করে, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং কোন তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে গলায় ঢল ঢল শব্দ হয়, গ্নোনয়নের বিপরীত লক্ষণসমূহ ইহাতে প্রকাশ থাকে। ক্যামোমিলাও হঠাৎ অনুভূতির দরুণ তড়কায় প্রায়ই প্রয়োগ হয় কিন্তু ক্যামোমিলা রোগী দেখিলে ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহার রোগী অত্যন্ত খিটখিটে রাগী এক গণ্ডস্থল লাল অন্যটি ফ্যাকাসে হয়। এতদ্ব্যতীত মুখমণ্ডল এবং মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়। সিনার রোগীও অনেকটা ক্যামোমিলার ন্যায় কিন্তু ক্রিমির দরুণ হইলেই উত্তম কার্য্য করে অনুভূতির সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। তড়কায় মুখমণ্ডল রক্তাধিক্য থমথমে শুনিলে ওপিয়মকে সাধারণতঃ মনে না করিয়া অধিকাংশ চিকিৎসকই বেলেডোনাকে স্মরণ করিবে—কিন্তু বেলেডোনায় তড়কায় ক্রোধ অথবা অন্য কোন প্রকার অনুভূতি হেতু মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যতা বশতঃ প্রদাহ হইয়া তদ্‌হেতু রোগীর মুখমণ্ডলে এবং চেহারায় রক্তাধিক্যতা অত্যন্ত অধিক রূপ বর্ত্তমান থাকে এবং গলাধঃকরণ পেশীর আক্ষেপ (spasm) উপস্থিত হয়, রোগী কোন তরল দ্রব্য পান করিতে কিংবা আহার করিতে পারে না। ওপিয়মের মুখমণ্ডলের রক্তাধিক্যতা বেলেডোনার ন্যায় তত অধিক থাকে না এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু রক্তাধিক্য হয়। তড়কা অত্যন্ত ভীষণ হইলে রোগীর শরীর ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থা হইলে অর্থাৎ মস্তক, গ্রীবা ইত্যাদি পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া গেলে সিকিউটাকে চিন্তা করিবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—কোষ্ঠকাঠিন্যে ওপিয়ম বিশেষতঃ স্থূলকায় শিশু এবং শান্ত স্বভাবের স্ত্রীলোকদিগের অত্যন্ত প্রচলিত ঔষধ। সরলান্ত্রের (Rectum) এবং এমন কি সমুদায় অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতাই অর্থাৎ আংশিক পক্ষাঘাত

(Inertia of the intestine) হইতেছে ওপিয়মের কোষ্ঠকাঠিন্যের সর্ব্ব প্রধান কারণ। মলত্যাগের কোন চেষ্টাই থাকে না, কাজে কাজেই উদর মলে পূর্ণ হইয়া থাকে। বায়ু নিঃসরণও হয় না। বায়ু অন্ত্রের উর্দ্ধদিক অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের দিকে ঠেলিয়া উঠে, এবম্প্রকার অবস্থায় ওপিয়ম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত না শূল যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। যন্ত্রণা আরম্ভ হইলে জানিতে হইবে Peristalatic action এর সূচনা হইয়াছে, তৎপর olive oil এর পিচকারী এবং সাবান জলের ডুস দিলে সমস্ত গুট্‌লে মলগুলি নরম হইয়া বাহির হইয়া আইসে। (In such cases I am in the habit of giving Opium in repeated doses until colicky pains are produced. I then order an injection of Cocoanut oil or soap and water to soften the faecal masses when an easy evacuation of bowels follows—Dr. Farrington)। ওপিয়মের মল শক্ত গুট্‌লে গুট্‌লে এবং কাল (চেলিডোনিয়ম, প্লাম্বাম, থুজা)। মল অনেক সময় বাহির হইয়াও ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া)।

ব্রাইওনিয়া—ইহাতেও সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু মল গুটলে গুটলে হয় না বরং ন্যায় সদৃশ এবং শুষ্ক। প্রায়ই এতদ্‌সহ সর্দ্দি কাশি লাগিয়া থাকে।

প্লাম্বাম—ইহার সহিত ওপিয়মের অনেকটা সাদৃশ্য আছে কিন্তু মলদ্বারে আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন (Spasmodic constriction) ভাব বর্ত্তমান থাকে। মল কৃষ্ণবর্ণ এবং ছাগলের নাদির ন্যায় গুটলে গুটলে।

এলিউমিনা—শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি উপযুক্ত ঔষধ, ইহাতেও অন্ত্রের দুর্ব্বলতা হেতুই মলত্যাগ পরিষ্কার হয় না। পাতলা মলেও রোগীকে অত্যন্ত বেগ অর্থাৎ কুন্থন দিতে হয়। সহজে মলত্যাগ হয় না, অনেক কোঁতাইয়া কোঁতাইয়া মলত্যাগ করিতে হয়। পাতলা মল ব্যতীত শক্ত গুটলে গুটলে আকারেরও হয়।

প্যালেডিয়াম—মল শক্ত এবং খড়ি মাটীর ন্যায় সাদা।

ফস্ফরাস—কুকুরের মলের ন্যায় লম্বা ন্যারযুক্ত এবং শক্ত।

পেটফাঁপা এবং অন্ত্রাবরণ প্রদাহ—(Peritonitis) পেট ফাঁপায় অথবা পেটে বদ বায়ু সঞ্চয়ে বিশেষতঃ অন্ত্রাবরণ প্রদাহের এবং বৃদ্ধি

অবস্থায় ওপিয়মের সহিত টেরিবেন্থিনা, লাইকোপোডিয়াম, কার্ব্বভেজ, কষ্টিকম এবং র‍্যাফানাসের বিষয় চিন্তা করা উচিত।

র‍্যাফানাস—বায়ু উর্দ্ধ এবং অধঃ কোন দিকেই চলাচল করে না। অথচ পেট ফাঁপিয়া ঢাকের মত হয়।

লাইকোপোডিয়াম—উদর বিশেষতঃ নিম্নোদর ঢাকের মত ফাঁপিয়া উঠে এবং গন্ধশূন্য শব্দযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়।

কার্ব্বভেজ—উদর বিশেষতঃ উর্দ্ধদেশ ফাঁপিয়া থাকে এবং দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়।

মূত্ররোধ—ওপিয়ম মূত্র অবরোধের (Retention) বিশেষতঃ কোন প্রকার ভয় পাইয়া হইলে তাহাতে উত্তম কার্য্য করে ইহা ব্যতীত প্রসবের পর মূত্র অবরোধেও ওপিয়ম, হাইওসিয়ামাস, কষ্টিকাম এবং আর্সেনিক প্রয়োগ হয়। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির মূত্র অবরোধ হইলে কষ্টিকাম, আর নবজাত শিশুর হইলে একোনাইট অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

ওপিয়মে মূত্রথলি পূর্ণ থাকে অথচ মূত্র নির্গত হয় না। অত্যধিক তামাক সেবনে কিংবা ক্রোধবশতঃ প্রবল জ্বর কিংবা তরুণ রোগ হইয়া মূত্রাধারের পক্ষাঘাত হেতু অথবা প্রসবান্তে প্রস্রাব রোধ হইলে ওপিয়ম অধিকাংশ স্থলে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

মূত্ররুদ্ধে (Suppression) ষ্ট্রেমোনিয়াম, জিঙ্কিবার, লাইকোপোডিয়াম এবং পালসেটিলার বিষয় চিন্তা করিবে। ষ্ট্রেমোনিয়ামের মূত্র অবরোধ (Retention) হয় না বরং মূত্র সম্পূর্ণ রুদ্ধ (Suppression) হয় অর্থাৎ নিঃসরণ ক্রিয়া সম্পূর্ণ রহিত হয়। ওপিয়মে নিঃসরণ ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং মূত্রাধার মূত্রে পরিপূর্ণ হয় অথচ মূত্র বহির্গমন হইতে পারে না। ষ্ট্রেমোনিয়ামে মূত্র মূত্রাধারে সঞ্চয় হইতেই পারে না। নিঃসরণ ক্রিয়াই বন্ধ হইয়া যায়।

শীর্ণতা (Marasmus)—পূর্ব্বেই বলিয়াছি আফিমখোর দিগের শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া ভাজ পড়িয়া থাকে থাকে ঝুলিতে থাকে—এতদ্ কারণেই ইহাকে শীর্ণতা রোগের (marasmus) একটি ঔষধ বলা হয়। শিশুর শরীর শুষ্ক হইয়া এইরূপ অবস্থায় পরিণত হয়, দেখিতে একটি শুষ্ক শীর্ণ বৃদ্ধ লোক বলিয়া মনে ভ্রম হয় (এব্রোটেনাম)। এবম্প্রকার অবস্থার সহিত

ওপিয়মের সার্ব্বজনীন লক্ষণ তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। অত্যধিক ওপিয়ম সেবন জনিত উক্তরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইলে—সাফলার, আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিকম্ এবং সার্সাপেরিলা তাহার বিষঘ্নরূপে ব্যবহার হয়।

মিউরেটিক এসিড—ওপিয়ম সেবন জনিত পেশীর দুর্ব্বলতা হইতে থাকিলে তাহার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অন্ত্রশূল এবং অন্ত্ররোধ (Colic and strangulation of bowel)—ওপিয়ম অন্ত্ররোধের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শূলযন্ত্রণায় রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। কিছুতেই শান্তি পায় না। বমন এবং বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে, বিষ্ঠা অথবা এই প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বমন হয়, মুখমণ্ডল লাল হইয়া ওঠে এবং নাড়ীর গতি দুর্ব্বল হয়। ইহা ব্যতীত পেট ফাঁপা থাকিলে এবং তদ্‌হেতু শূলবেদনার সহিত সরলান্ত্রে এবং মূত্রাধারে চাপ বোধ হইলে ওপিয়ম তাহাতেও প্রয়োগ হয়। এইরূপ অবস্থায় উদ্গার যদিও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু উদ্গারে কিছুমাত্র উপশম হয় না।

ভিরেট্রাম এলবাম—শূলবেদনায় যেন পেট মোচড়াইতে থাকে এবং নিম্নোদর অত্যন্ত শক্ত হইয়া ওঠে। বায়ু নিঃসরণে যতই অধিক বিলম্ব হয়, কষ্টের সম্ভাবনাও ততই অধিক বৃদ্ধি হইয়া আইসে। ওপিয়ম incar-cereted hernia তেও উত্তম কার্য্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্য সম্পূর্ণরূপ বর্ত্তমান থাকে এবং বমনের সহিত মল নির্গত হয় অথবা মলবৎ দুর্গন্ধযুক্ত বমন হয়।

সূতিকা জ্বর—সূতিকা জ্বরেও ওপিয়ম সময় সময় প্রয়োগ হয়—বিশেষতঃ যদি কোন প্রকার ভয় পাইয়া জ্বর উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় সমুদায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে, এমন কি বহু দূরের শব্দেও রোগী বিরক্ত বোধ করে। জরায়ু স্রাব অত্যন্ত বদ্ গন্ধযুক্ত হয় এবং ক্রমশঃ রোগী তন্দ্রাযুক্ত হইয়া আইসে।

ভয় পাইয়া রোগে—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভয় পাইয়া কোন প্রকার রোগ হইলে ওপিয়ম তাহার একটি উপযুক্ত ঔষধ—এতদ্‌হেতু তড়কা অথবা উদরাময় হউক—এইরূপ স্থলে ওপিয়মের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। ভয় পাইয়া উদরাময়ে জেলসিমিয়ামও একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত পালসেটিলা এবং ভেরেট্রাম এলবামেরও উল্লেখ দেখা যায়। জেলসিমিয়াম

রোগী অত্যন্ত স্নায়বীক ধাতুগ্রস্থ, কাজেকাজেই সামান্ত বিষয়েই তাহার ভয়ের উদ্রেক হয়। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দিতে হইবে, কোন বিষয় বক্তৃতা করিতে হইবে, রঙ্গমঞ্চে কোন বিষয়ের অভিনয় করিতে হইবে ইত্যাদি কারণেই মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উদরাময় উপস্থিত হয়। ওপিয়মে হঠাৎ ভয় পাইয়া রোগ হয় এবং তদ্‌কারণ সর্ব্বদা মনে ভয় লাগিয়া থাকে এবং রোগ আরোগ্যের ব্যাঘাত জন্মায়। ওপিয়ম এইরূপ ক্ষেত্রে উত্তম কার্য্য করে।

ওপিয়ম রোগী ভয়ের কারণ শীঘ্র ভুলিতে পারে না। শিশুদিগের এইরূপ অবস্থায় এই ঔষধ অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ওপিয়মে ভয়ের আতঙ্ক শীঘ্র ভুলিতে পারে না, মনে ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে—the fear of the fright remains. A pregnant woman is frightened and an abortion is impending, and the object of the fright continually looms up before her eyes. Epilepsy dating back to a fright and that object comes up before the eyes before the attack comes on, retention of urine or return of the menstrual flow as results or it may stop the menses for month—Kent.

শিরঃপীড়া—ভীষণ স্নায়বীক শিরঃপীড়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডলে বিস্তারিত হয়, প্রাতে বৃদ্ধি হয়। এত ভীষণ শিরঃপীড়া হয় যে রোগী মস্তক বালিস হইতে তুলিতে পারে না। এই প্রকার শিরঃপীড়া স্ত্রীলোকে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী বালিস হইতে একবার মস্তক তুলিলে পুনরায় বালিসে মস্তক দিতে পারে না। যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, রোগী নড়াচড়া করিতে, চক্ষু নড়াইতে মস্তক এপাশ ওপাশ করিতে সামান্য ঝাঁকুনি অথবা ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ইত্যাদি সহ্য করিতে পারে না। মুখমণ্ডল ছোপ ছোপ লাল আভাযুক্ত, ফোলা ফোলা, অথবা নীলবর্ণ এবং চক্ষু রক্তাধিক্য এই প্রকার শিরঃপীড়ায় ওপিয়ম অতি উত্তম কার্য্য করে।

জ্বর

সময়—পূর্ব্বাহ্ন প্রায়ই ১১টা কিন্তু সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা বিশেষ কিছু নাই।

শীত অবস্থা—পিপাসা থাকে না। ১১টার সময় কম্প দিয়া শীত

আইসে সমুদায় শরীর শীতল হয়। রোগী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। মস্তক উষ্ণ হয় এবং মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

উত্তাপ অবস্থা—সমুদায় শরীর উত্তপ্ত হয় এমন কি জ্বালা করিতে থাকে। মুখমণ্ডল লাল এবং সর্ব্বাঙ্গের ঘর্ম্ম হয় ও শরীর ঘর্ম্মে ভিজিয়া যায় রোগী মুখ হাঁ করিয়া নিদ্রা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা ধ্বনি হইতে থাকে।

ঘর্ম্ম অবস্থা—ঘর্ম্ম উষ্ণ, প্রচুর হয়, গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে না। মুখ হাঁ করিয়া এবং নাক ডাকিয়া নিদ্রা যাইতে থাকে।

জিহ্বা—জিহ্বা কম্পনযুক্ত (quivering)।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—অন্ত্রের অবসাদ অবস্থা ব্যতীত আর সমুদায় রোগে ৩০ এবং তদূর্দ্ধ ক্রমই অধিক উপযুক্ত। কোষ্ঠকাঠিন্যে ষষ্ঠ শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, হাইওসিয়ামাস, ষ্ট্রেমোনিয়াম।

ওপিয়মের বিষঘ্ন—ওপিয়মে বিষাক্ত হইলে অত্যন্ত উগ্র কৃষ্ণবর্ণ কফি (strong black coffee) প্রতিক্রিয়া না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সেবন করান উচিত। ইহা ওপিয়মের একটি উৎকৃষ্ট বিষঘ্ন (antidote)। এতদ্ব্যতীত পাকস্থলী stomach pump কিংবা কোন প্রকার বমনকারক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া এবং রোগীকে ক্রমাগত পায়চারি করাইবে যেন কিছুতেই নিদ্রা যাইতে না পারে।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রিতাবস্থায় এবং নিদ্রার পর (এপিস, ল্যাকে) ঘর্ম্মকালীন, গরমে এবং উত্তেজক দ্রব্য সেবনে।

রোগের উপশম—ঠাণ্ডায় এবং সর্ব্বদা পায়চারিতে (walking)।

রোগীর বিবরণ

১। একটি ৯ বৎসর বয়স্ক বালক, ৬ সপ্তাহ হইতে ইন্টারমিটেণ্ট জ্বরে ভুগিতেছে, প্রথম ৩ সপ্তাহ প্রতি এক দিন পর পর জ্বর আসিতেছিল, শেষ

৩ সপ্তাহে প্রত্যেক মধ্য রাত্রিতে জ্বর হইতেছিল। শীতের পরই গভীর নিদ্রায় রোগী অভিভূত হইয়া পড়িত এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল এইরূপ অবস্থায় স্থায়ী হইত সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিত এবং ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইত। নিদ্রাভঙ্গের পর শিরঃপীড়া এবং দুর্ব্বলতা বোধ করিত। এতদ্ লক্ষণে ওপিয়ম প্রয়োগ করা হয়, তৎপরদিন আর জ্বর হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় দিন আবার জ্বর আইসে, পুনরায় ওপিয়ম কয়েকমাত্রা দেওয়া হয় এবং তদবধি আর জ্বর হয় নাই।—ডাক্তার সিডেল। হোমিওক্লিনিক।

২। মে মাসের ১৬ তারিখে ১২ বৎসর বয়স্ক একটি বালক আমার নিকট চিকিৎসার্থ আইসে। গত বৎসর তাহার এই সময় একবার জ্বর হইয়াছিল এবং কুইনাইন দ্বারা তাহা চাপাইয়া দেওয়া হয়, পুনরায় আবার তাহার এই সময় জ্বর হয়। রাত্রির শেষদিকে শীত আরম্ভ হইত সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা গাত্রবেদনা, মস্তক উষ্ণ বোধ এবং গভীর তন্দ্রা বর্ত্তমান ছিল। শীতের পরই গাত্র উত্তপ্ত হইয়া উঠিত এবং জ্বরকালীন উক্তরূপ তন্দ্রা, শিরঃপীড়া, মুখ-মণ্ডলের মলিনতা, ক্ষুধামান্দ্য, পিত্ত বমন, প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ মূত্রত্যাগ ইত্যাদি প্রকাশ হইত। এতদ্লক্ষণে প্রথম দিন তাহাকে একমাত্রা আর্সেনিক দেওয়া হয়। তাহাতে জ্বরের কিছুই উপশম হয় না। ১৮ই তারিখে পুনরায় জ্বর হয় এবং জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে এবং নিদ্রায় নাসিকা ধ্বনি হইতে থাকে। এতদলক্ষণে ওপিয়ম ২০০ শক্তি জলেতে প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর প্রয়োগ করা হয় এবং তাহাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে—ডাক্তার ফিসার।

৩। একটি যুবক বয়স প্রায় ২৫ হইবে। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং জ্বরে ভোগে। এলোপ্যাথিক ঔষধ কয়েক দিন যাবৎ ব্যবহার করা সত্ত্বেও মল পরিষ্কাররূপ নির্গত না হওয়ায় ডুস গ্রহণ করে, তাহাতেও যেন পেট পরিষ্কার হয় না। লোকটি সোজা হইয়া হাটিতে পারিত না। পেটে কষ্ট বোধ করিত। উপর পেটে যেন মলের গুট্‌লি রহিয়াছে এই প্রকার মনে করিত। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ উপকার না পাওয়ায় বিরক্ত হইয়া আমার নিকট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে আইসে। যুবকটি আমার ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিবার সময় দেখিতে পাইলাম কুব্জ হইয়া হাটিতেছে, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উল্লিখিত ঘটনা সমুদায় বলিল।

আমি তাহাকে ওপিয়ম ৬ষ্ঠ ক্রম প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করি এবং এইরূপে ৩ দিনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

৪। প্রায় ৪০ বৎসর বয়স হইবে একজন কসাই, ভীষণ মাতাল, পড়িয়া গিয়া পাঁজরার অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে এবং অবসাদে অত্যন্ত অধিক ভুগিয়াছিল, কিন্তু এত ভীষণ প্রলাপ বকিতেছিল যে, তাহা নিবারণার্থ প্রচুর পরিমাণে আফিং প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইয়াছিল, দুই দিবস ধরিয়া দিনরাত্রি প্রলাপ বকিতেছিল, সে বকিতেছিল তাহার মস্তকের উপর স্বর্গের সুন্দরী অপ্সরাগণ উড়িয়া বেড়াইতেছে এবং স্বর্গের দেবতাগণ তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে। একদিন রাত্রে তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখায় পালাইয়া যায় এবং কয়েক ঘণ্টা পর ফিরিয়া আসিয়া সে অপ্সরাগণের সহিত আলাপের বর্ণনা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল এই সন্নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে অদ্য রাত্রিতে আমাদের পরিত্রাণ কর্ত্তা যিশু এবং মেরীর সহিত অনেক প্রকার আলাপ হইয়াছে ইত্যাদি বকিতে বকিতে আনন্দে বিভোর হইয়া হুইস্কি পান করিতে চাহিল, তাহাকে হুইস্কি না দিয়া মাদাত্যয় (delirium tremens) নিবরণার্থ কয়েকমাত্রা লডেনাম তাহাকে পান করিতে দেওয়া হয় এবং তাহাতেই সুনিদ্রা হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

অরম মেটালিকাম (Aurum Metalicum)

বিশুদ্ধ স্বর্ণের পাত চূর্ণ করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পণিত করা হইয়াছে। অরম মেটালিকামের বিষয়ে মহাত্মা হ্যানিমান সিদ্ধান্তকরণে (proving) যে মুখবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, স্বর্ণের যে কোন আময়িক (therapeutic) ক্রিয়া আছে, তদানীন্তন চিকিৎসকগণ তাহা বিশ্বাস করিতেন না বরং নির্গুণ (inert) বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনিও সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া metallic gold এর অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বর্ণের কোন প্রকার গুণাগুণ আছে কিনা জানিবার কোন চেষ্টা না করিয়া

অরম মিউরেটিকাম (aurum mur) ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কিছুকাল পর দেখিতে পান যে, আরব দেশীয় চিকিৎসকগণ (arabian physician) বিশুদ্ধ স্বর্ণ সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহার করিতেছেন এবং মেটালিকের (metalic gold) ফল প্রকাশ করিতেছে। হ্যানিম্যান ইহা দেখিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণের পাত অত্যন্ত চূর্ণ করিয়া ১× ক্রম প্রস্তুত করেন এবং পরীক্ষা আরম্ভ করেন। পরীক্ষায় (proving) উদ্ভাবিত লক্ষণ হইতে দেখিতে পান যে সমুদায় ব্যাধিতে আরব চিকিৎসকগণ ইহা প্রয়োগ করিতেন তাহা সম্পূর্ণ পরীক্ষিত অরম মেটালিকামের লক্ষণের অনুরূপ, তৎপর হইতেই তিনি স্বর্ণ চূর্ণ (powdered gold) ১×, ২× ক্রম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার রোগ আরোগ্যকারী ক্ষমতা সর্ব্বত্র প্রচার করেন এবং দেখাইতে চেষ্টা করেন যে বিশুদ্ধ স্বর্ণ চূর্ণে মিউরেটিকের ন্যায় সমস্ত গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। পারদ এবং উপদংশ রোগ হেতু স্বাস্থ্য এবং শরীর ভগ্ন ও নষ্ট হইয়াছে।

২। সর্ব্বদা আত্মহত্যার চিন্তা এবং চেষ্টা (ন্যাজা। আত্মহত্যার চিন্তা করে অথচ মরিতে ভয়—নাক্স); (constantly dwelling on suicide).

৩। অত্যন্ত অবসাদ, নিরুৎসাহ, কোন কার্য্যে উৎসাহ নাই। জীবনের প্রতি ঘৃণা বোধ, আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা।

৪। উপদংশ এবং পারদ জনিত নাসিকা, গলদেশ, কর্ণ ইত্যাদি স্থানের অস্থিক্ষত, ভাষণ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, যন্ত্রণা রাত্রিতে বৃদ্ধি (এসাফিটিডা)।

৫। জরায়ুভ্রংশ এবং বিবৃদ্ধি। রক্তাধিক্যতাবশতঃ ভারী এবং কঠিন। জরায়ু যোনিদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা (কোনায়াম, সিপিয়া)।

৬। ভীষণ হৃৎস্পন্দন এবং উদ্বেগ। মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে রক্তাধিক্য। নাড়ীর গতি মৃদু অথচ দ্রুত ও অনিয়ম (pulse small, feeble, rapid, irregular).

৭। উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহার জনিত অস্থিরোগ।

সাধারণ লক্ষণ

১। শোক দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, মৃত্যু এবং আত্মহত্যার ইচ্ছা।

২। সামান্য কোন বিষয়ের প্রতিবাদে বিরক্ত হয় ইহা ব্যতীত, যন্ত্রণায়, কোন দ্রব্যের গন্ধে, আস্বাদে, স্পর্শে রাগান্বিত হয়।

৩। পারদ এবং উপদংশ রোগ হেতু চুল পড়িয়া যায়।

৪। অর্দ্ধ দৃষ্টি—দ্রব্যের নিম্ন অর্দ্ধাংশ দেখে (বাম অর্দ্ধাংশ দেখে—লিথিয়াম কার্ব্ব, লাইকোপোডিয়াম)।

৫। বালিকাদিগের যৌবনারম্ভে শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ।

৬। মেদাধিক্য বশতঃ হৃৎপিণ্ডের অপকর্ষতা (Fatty degeneration of heart)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—অরম মেটালিকামের প্রধান কার্য্যই হইতেছে, প্রথমতঃ রক্তাধিক্য উৎপন্ন করা দ্বিতীয়তঃ মনেরভাব গুলিকে উত্তেজিত করা (First producing hyperæmia and secondly emotional mind than on the intellectual)। রক্তাধিক্য শরীরের সর্ব্বস্থানেই উপস্থিত হইতে পারে। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় এবং হৃৎস্পন্দনের গতি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। হৃৎপিণ্ডে পুনঃ পুনঃ রক্ত সঞ্চয় হইয়া প্রথমতঃ বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ তাহা শক্ত হইয়া কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়। ফুস্ফুসেও প্রচুর রক্তের সমাবেশ হয়। রোগী উচু স্থানে উঠিতে গেলেই কিংবা সামান্য পরিশ্রম করিতে হইলেই বুকাস্থির (sternum) নিম্নে অত্যন্ত ভার ভার বোধ করে। পরিশ্রমিক কার্য্য কিংবা অধিক শারীরিক সঞ্চালন তখন যদি স্থগিত না রাখা যায়, বক্ষঃস্থল রক্তের চাপে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে

এইরূপ আশঙ্কা হয়। যকৃত, মস্তক অর্থাৎ. সমুদায় যন্ত্রেতেই রক্তের সমাবেশ হয়। ডাক্তার কাফ্‌কা (Dr. Kafka) বলেন এইরূপ স্থলে অরম মেটালিকাম অপেক্ষা অরম মিউরকে অধিক উচ্চস্থান দেওয়া হয়। এমন কার্ব্বেও বক্ষঃস্থলের বুকাস্থির নিম্নে অনেকটা এইরূপ ভীষণ ভার বোধ (crushing weight) লক্ষণ আছে কিন্তু তাহার সহিত তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে (somnolence)।

মানসিক লক্ষণ—অরম মেটালিকামের মানসিক লক্ষণ একটি প্রধান বিশেষত্ব, ইহার উপরেই এই ঔষধের নির্ব্বাচন অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ভর করে। আপনার জীবনের প্রতি ভালবাসা এবং আশা এই ঔষধে সম্পূর্ণ লোপ পায়। সমুদয় বিষয়ে হতাশ ভাব, জীবনের প্রতি ঘৃণা এবং ধিক্কার জন্মে, জীবনের জন্য মমতা কিছুমাত্র থাকে না। উন্নতির বাসনা কামনা বিলুপ্ত হইয়া যায়। সর্ব্বদা রোগী আত্মহত্যার জন্য চিন্তা করে (ন্যাজা এবং নাক্সভমিকায় এইরূপ আত্মহত্যার চিন্তা যদিও রহিয়াছে কিন্তু অরম মেটালিকামে ইহা অত্যন্ত ভীষণ, ইহা ব্যতীত নাক্সভমিকায় রোগী যদিও আত্মহত্যার চিন্তা করে কিন্তু মরিতে ভয় করে)। রোগী সকল সময় চিন্তা করে এই জীবন অতি তুচ্ছ। পৃথিবীতে থাকিয়া কি হইবে চারিদিক অন্ধকার দেখে, বিষাদে মন পূর্ণ হইয়া থাকে, আত্মহত্যার চিন্তা মনে প্রবল হয়। অরম মেটালিকামে মানসিক লক্ষণ—বিষাদ, আত্মগ্লানি, হতাশ, নিরুৎসাহ, জীবনের প্রতি ঘৃণা এবং আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অধিক হয়। ক্রোধও যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকে—ইহাও এই ঔষধের একটি পরিচায়ক লক্ষণ। কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে রোগী ভীষণ রাগান্বিত হয়, মুখমণ্ডল অরক্তিম ভাব ধারণ করে। কাহারো প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না।

মানুষের এই প্রকার মানসিক অবস্থা সংসারে কোনপ্রকার আত্মীয় স্বজন কিংবা কোনপ্রকার সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার দরুনই স্বভাবতঃ উদ্রেক হইয়া থাকে কিন্তু অরম মেটালিকমের এই অবস্থা উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহারই সর্ব্বপ্রধান কারণ ইহা স্মরণ রাখিবে।

অরম মেটালিকামে মানসিক অবস্থা অত্যন্ত অধিকরূপ বিকৃতি হয় এবং তাহার মধ্যে আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা অত্যন্ত প্রবল থাকে, সকল সময়

আত্মহত্যার চিন্তাই জীবনকে তোলপাড় করিতে থাকে। আমোদ আহ্লাদ, আনন্দ কিছুমাত্র থাকে না। এই ঔষধ কোন রোগে নির্ব্বাচন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম মানসিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। মানসিক লক্ষণই হইতেছে এই ঔষধের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব।

কান পাকা এবং কর্ণের অস্থি ক্ষত—রক্তাধিক্য বশতঃ কর্ণ গুণ গুণ করে এবং রোগী গোলমাল অধিক সহ্য করিতে পারে না, গোলমালে কর্ণে কষ্ট হয়। কর্ণের অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত গুরুতররূপে আক্রান্ত হয় এবং তদহেতু দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হইতে থাকে। Temporal bone অর্থাৎ শঙ্খাস্থি, পার্শ্বস্থ আভ্যন্তরিক অস্থি সমূহে রোগ বিস্তারিত হইয়া ক্ষতযুক্ত হয়, mastoid proccssএ যেন ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে এই প্রকার যন্ত্রণা হয়। ক্রমশঃ এই প্রকার অবস্থা হইতে অস্থি ক্ষত হইয়া পচন পর্য্যন্ত আরম্ভ হইবার আশঙ্কা হয়। অরম মেটালিকামের অস্থিক্ষত একটি ধর্ম্ম—নাসিকা, চক্ষু, ইত্যাদি সমুদয় স্থানের অস্থিক্ষত হইতে পারে। নাসিকা, টাকরা,(palate) এবং কর্ণের mastoid Procsssএর অস্থিতে ক্ষত (caries of the nasal, palatine and mastoid process) অরম মেটালিকামে সচরাচর অধিক হইতে দেখা যায় এবং এই স্থানগুলিই অধিক আক্রান্ত হয়। যন্ত্রণা রাত্রিতে অত্যন্ত অধিক হয়। অস্থির এই অবস্থা উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহারই হইতেছে প্রবল কারণ। mastoid processএর অস্থিক্ষতে নাইট্রিক এসিড ও একটি উত্তম ঔষধ। সামান্য প্রদাহ এবং যন্ত্রণা হইলে অর্থাৎ রোগ অত্যন্ত অধিক না হইলে ক্যাপ্সিকাম প্রয়োগ হইয়াও থাকে। লম্বা লম্বা অস্থিতে ক্ষত হইলে (caries of long bone) ফ্লুরিক এসিড এবং এঙ্গুষ্টুরা (Angustura) অধিক ব্যবহার হয়।

অস্থি বেষ্টৌষ (Periostitis)—অস্থিবেদনার অরম মেটালিকাম একটি উত্তম ঔষধ। এই বিষয়ে ইহা কেলিআইওড, এসাফিটিডা এবং মার্কিউরিয়াসের সমকক্ষ। ভায়না সহরের লিওপোল্ড হাঁসপাতালে ইহা অত্যন্ত অধিক ব্যবহার হইত। অস্থিতে এত অধিক যন্ত্রণা হয়, রোগীকে রাত্রিতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে হয়, যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, কোন অবস্থাতেই শান্তি পায় না। এইরূপ স্থলে অরম মেটালিকাম ব্যতীত চেলিডোনিয়াম, ষ্ট্র্যাফিসাইগ্রিয়া অনেক স্থলে ব্যবহার হইয়া থাকে,

এই ঔষধগুলির বিষয়ও চিন্তা করিবে। অরম মেটালিকামের অস্থিবেদনা পারদ কিংবা উপদংশ রোগ হইতে অদ্ভুত হইলেই অধিক ফলপ্রদ হইবে।

চক্ষুপ্রদাহ—স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহে অরম মেটালিকাম প্রায়ই ব্যবহার হয়—চক্ষুর শিরাগুলি (Bloodvessels) অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। কণীনিকা আরক্ত ও মাংসময় (Pannus) ও রক্তাধিক্য হইয়া ওঠে,—শিরাগুলির স্ফীতি অরম মেটালিকামের একটি বিশেষত্ব। ইহা ব্যতীত অশ্রুস্রাব অত্যন্ত ক্ষয়কারক এবং চক্ষু অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়, কোনপ্রকার স্পর্শ সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিরও গোলযোগ ঘটে—বস্তু দ্বি দৃষ্টি (double) কিংবা অর্দ্ধ দৃষ্টি (half) দেখায়। দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, গ্যাসের আলোর নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল রশ্মি যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে, চক্ষুর সম্মুখে যেন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পীতবর্ণ দ্রব্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে এই প্রকার দৃষ্টির নানা উৎপাত হয়। অর্দ্ধ দৃষ্টির (Hemiopia or half sight) অরম মেটালিকাম একটি মহৎ ঔষধ, এইরূপ স্থলে ২০০ ক্রম সচরাচর প্রয়োগ হয়। লাইকো-পোডিয়াম এবং লিথিয়াম কার্ব্বেও অর্দ্ধ দৃষ্টি আছে কিন্তু অরমে যেমন নিচের অর্দ্ধ দেখে, অন্য দুইটিতে বস্তুর বাম দিকের অর্দ্ধ দেখে (Aurum sees only the lower half, while the other two sees only the left half of objects)। ক্যালকেরিয়াতে রোগী সময় সময় হঠাৎ হাওয়াইয়ের মত দৃশ্য দেখে যেন নিম্ন হইতে হাওয়াইএর ন্যায় একটি আগুণের রশ্মি আকাশে উঠিতেছে। উপদংশ জনিত তারকামণ্ডলের প্রদাহে (iritis) অরম মেটালিকাম একটি উপযুক্ত ঔষধ যখন চক্ষুর প্রদাহ স্পর্শে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এই লক্ষণটি বর্ত্তমান থাকে। চক্ষুর চারিধারে অত্যন্ত টাটায় এবং বেদনা করে যেন মনে হয় অস্থিতে বেদনা হইতেছে, চক্ষুর এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই পারদের অপব্যবহারের পর এবং উপদংশ রোগ হেতু উৎপন্ন হয়। চক্ষুর চারি পার্শ্বে যন্ত্রণাসহ উপদংশ জনিত iritis এ এসাফিটিডাও প্রয়োগ হয় কিন্তু এসাফিটিডায় যন্ত্রণা অরম মেটালিকামের ন্যায় তত অধিক হয় না। এই বিষয়ে মার্কিউরিয়াস কর এবং নাইট্রিক এসিডের বিষয়ও চিন্তা করা যাইতে পারে।

গ্রন্থিপ্রদাহ (**Glandular Swelling**)—কর্ণমূল, কুচকি, ডিম্বাশয়, নিম্নোদর ইত্যাদি স্থানের অস্থি অল্প বিস্তর ইহাতে আক্রান্ত হয়।

অণ্ডকোষ, ডিম্বাশয়, স্তনগ্রন্থি, স্ফীত হইয়া শক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অরম মেটালিকাম পুরাতন গ্রন্থি বিবৃদ্ধিতে উত্তম কার্য্য করে। কিন্তু অরমের বিশেষত্ব হইতেছে গ্রন্থি স্ফীত হইয়া কঠিন আকারে পরিণত হওয়া—(glands undergo states of hardness, infiltration etc).

অণ্ডকোষ প্রদাহ (**Orchitis**)—পুরাতন একশিরার অরম উপযুক্ত ঔষধ যখন দক্ষিণ পার্শ্বের অণ্ডকোষ অধিক আক্রান্ত হয়। একশিরায় অণ্ডকোষ বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয়। ইহা ব্যতীত লিঙ্গ রক্তাধিক্য হইয়া পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয়। পারদ অথবা উপদংশ রোগ জনিত হইলেই অরম মেটালিকাম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

নাসিকার অস্থিক্ষত—নাসিকার অস্থিক্ষতের অরম মেটালিকাম একটি প্রধান ঔষধ যদিও হেপার, মার্কিউরিয়াসও এই প্রকার অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু যখন নাসিকার অস্থিক্ষত হয় কিংবা ধ্বংস হয় ও তৎসহিত যদ্যপি উপদংশ অথবা পারদের দোষ বর্ত্তমান থাকে এবং মানসিক অবস্থার বিশেষত্ব থাকিলে অরম মেটালিকামকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। পারদ এবং উপদংশজনিত নাসিকার অস্থিক্ষতে সমুদায় চিকিৎসকই অরম মেটালিকাম প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। নাসিকার অস্থিক্ষত হইয়া চ্যাপ্টা হইয়া বসিয়া যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়, গলার স্বর বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। ডিম্বের শ্বেতাংসের ন্যায় ঘন ঘন শ্লেষ্মা স্রাব হয়, নাসিকাগ্র লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, নাসিকারন্ধ্রে ক্ষত হয় এবং নাসিকার septum ক্ষত হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং জরায়ুভ্রংশ—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে অরম মেটালিকামের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। জরায়ু অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয় এবং তদ্দহেতু জরায়ু ভারাক্রান্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয় এবং পুরাতন রক্তাধিক্য বশতঃ (chronic congestion) জরায়ু বিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জরায়ুভ্রংশ সচরাচর জরায়ু বন্ধনীর (ligament) শিথিলতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে এবং স্ট্যাভমিকা, সিপিয়া, লিলিয়াম সেইরূপ স্থলে প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু অরম মেটালিকামে জরায়ু রক্তাধিক্য অবস্থা হেতু ভারপ্রাপ্ত হইয়া জরায়ুভ্রংশ হয়। জরায়ুর এই প্রকার কারণ জনিত ভ্রংশে কিংবা কঠিনতায় অরম মিউর নেট্রোনেটামও একটি উপযুক্ত ঔষধ। ইহা সচরাচর দ্বিতীয়

কিংবা তৃতীয়ক্রম ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অরম মেটালিকাম পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হেতু জরায়ু কঠিনতার (indurated uterus) এবং জরায়ুক্ষতেরও একটি ঔষধ। ঋতুস্রাব স্বল্প এবং অত্যন্ত বিলম্বে হয়—ঋতুস্রাব কালীন মানসিক অবসাদ অত্যন্ত অধিকরূপ বৃদ্ধি হয়।

জরায়ুভ্রংশে অরম মেটালিকামের সহিত সিপিয়ায় ভ্রম হইবার কারণ দেখি না। অরম মেটালিকাম রোগী মোটা, সিপিয়া পাতলা। অরম মেটালিকাম রোগীর কাহারো প্রতি এবং কোন বিষয়ে ভালবাসা কিংবা উৎসাহ থাকে না। সিপিয়া রোগী সাংসারিক কার্য্যে কিংবা আপন জনের প্রতি অলস এবং উদাসীন। ইহা ব্যতীত অরম মেটালিকামে দেখা যায় জরায়ুভ্রংশের সহিত কামোত্তেজনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; যাহাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চায়।

যকৃত—যকৃত রক্তাধিক্য হইয়া স্ফীত, বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, যতই রক্তাধিক্যতা হইতে থাকে যকৃত ততই cirrhosis অথবা fatty degeneration অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদরী দেখা দেয়, পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু মল সাদা অথবা ছাইএর ন্যায় হয়। কিন্তু অরম মেটালিকাম নির্ব্বাচনে মানসিক অবস্থার বিশেষত্ব অর্থাৎ বিষাদ, নিরুৎসাহ, নৈরাশ্য ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। অরম মেটালিকামের একটি স্বভাবই হইতেছে রক্তাধিক্য হইয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হওয়া। হৃৎপিণ্ড এবং যকৃতকে শক্ত অবস্থায় পরিণত করে। যকৃত কিংবা হৃৎপিণ্ডের ব্যাধির সহিত মানসিক অবসাদ এই ঔষধে নিরবিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশ থাকে এতদ্রোগের সহিত আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা নিরুৎসাহ, অবসাদ ইত্যাদি প্রকাশ থাকিবে—ইহা এই ঔষধের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ (In man, I have observed it oftenest in connectien with liver troubles. In woman, with woumb troubles especially when enlarged, indurated, or prolupsed. In both these cases, the result, so far, as local conditions are concerned, seems to be from repeated attacks of congestion to the parts which ends in hypertrophy. These congestions are so characteristic of this remedy, takes place in

head, heart, chest and kidneys, but whenever they come, the peculiar mind symptoms are always present to furnish the chief indication for gold—Nash.)

বাত (Rheumatism)—অরম মেটালিকাম উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার হেতু বাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাতে সংযোগস্থল (Joint) ফুলিয়া উঠে এবং শক্ত হয়, অস্থি এবং অস্থি আবরক স্ফীত ও প্রদাহ হয়। পুরাতন উপদংশ রোগের দরুণ জঙ্ঘার সম্মুখাংশের অস্থি (shin bones,), নাসিকার অস্থি, কর্ণের অস্থি ইত্যাদিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং যন্ত্রণা রাত্রিতেই অত্যন্ত ভীষণ হয়। সন্ধ্যায় যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া সমস্ত রাত্রি থাকে, যন্ত্রণায় রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না এবং আক্রান্ত সংযোগস্থল নাড়াইতে পারে না।

অরম মেটালিকামে অস্থি এবং অস্থি আবরকের যন্ত্রণাদি সমুদায়ই উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহার হেতুই হইয়া থাকে। মস্তকের খুলিতেও যন্ত্রণা হয় এবং তদহেতু ভীষণ শিরঃপীড়া হয়, রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে, মস্তকের স্থানের স্থানের কেশ পড়িয়া যায়। মস্তক যথেষ্ট উষ্ণ থাকা সত্ত্বেও রোগী শীতল বায়ুর স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, আরো অধিক কাপড় দিয়া জড়াইয়া রাখিতে চায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর উচ্চ :ক্রম ৩০, ২০০ অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা উচিত নয়। একবার দিয়া অন্ততঃ এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা উচিত।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—অস্থি এবং জরায়ু রোগে এসাফিটিডা, কেল্কেরিয়া, প্ল্যাটিনা, সিপিয়া, থেরিডিয়ন।

অরম মেটালিকাম—সিফিলিনামের পূর্ব্বে এবং পরে উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—ঠাণ্ডা বাতাসে, শরীর শীতল হইলে, শয়নে, মানসিক পরিশ্রমে, সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে।

রোগের উপশম—উষ্ণ বাতাসে, শরীর উষ্ণ হইলে, প্রাতে এবং গ্রীষ্মকালে।

অনৈক ভদ্রলোক আসাম প্রদেশ হইতে একটি রোগী আমার নিকট চিকিৎসার্থ লইয়া আইসেন। রোগীর বয়স মাত্র ১২ বৎসর স্কুল শিক্ষকের পুত্র। বালকটির মুখগহ্বরের তালুর উর্দ্ধদেশে একটি ছিদ্র হইয়া উপর দিক্কে চলিয়া গিয়াছে। নাসিকার অভ্যন্তর প্রদেশ আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। কথার স্বর বিকৃতি হইয়া নাসিকা ধ্বনির ন্যায় নাকি নাকি স্বর হইয়াছে, নাসিকার মধ্যস্থল কিছু বসিয়া গিয়াছে, বালকের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহার পারদ এবং উপদংশের দোষ ছিল। ক্ষতের চারিপার্শ্ব অত্যন্ত পরিস্কার যেন ছুরি দিয়া কাটা হইয়াছে, দেখিতে কেলিবাইক্রমিকামের ক্ষতের ন্যায়, কিন্তু কেলিবাইক্রমিকামের আর কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। বালকটি অত্যন্ত বিমর্ষ, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং চেহারাও অত্যন্ত অপরিষ্কার, অনেক চিন্তা করিয়া তাহাকে অরম মেটালিবাম ২০০ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করিতে দিয়া ১০ দিন পর সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলাম। রোগীর ক্ষতের এবং মানসিক অবস্থা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে আর ঔষধ না দিয়া কেবল মাত্র কতকগুলি বটিকা দিয়া প্রত্যহ ২ বার করিয়া খাইতে বলিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। বালকটিকে এই প্রকারে ৫ মাসে আরোগ্য করি, এই ৫ মাসের মধ্যে তিনটি মাত্রা কেবল অরম মেটালিকাম দিয়াছিলাম শেষবার অরম মেটালিকাম এক মাত্রা ১০০০ ক্রম দিয়াছিলাম। যতদূর সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিতে পারিয়াছি, রোগী অদ্য পর্য্যন্ত ভাল আছে।

ক্রিয়োজোট (Kreosote)

ইহার সম্পূর্ণ নাম ক্রিয়োজোটাম (Kreosotum)। কাষ্ঠ হইতে এক প্রকার তার পদার্থ বাহির হয়। সেই তারকে পুনর্ব্বার ডিষ্টিল করিয়া তবে প্রকৃত ক্রিয়োজোট পাওয়া যায়।

ক্রিয়োজোটের সিদ্ধান্তকরণ ডাক্তার ওয়াহেল সাতজন লোকের উপর সম্পাদন করেন। তন্মধ্যে পাঁচজন স্ত্রীলোক ছিল এবং সর্ব্বত্র সূক্ষ্মমাত্রা ব্যবহার করা হইয়াছিল।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

১। রক্তস্রাবপ্রবণতা—ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (small wounds bleed profusely—Crot, Lache, Phos).

২। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থান হইতে দুর্গন্ধ এবং ক্ষতকারক স্রাব নির্গত হয়।

৩। যন্ত্রণাযুক্ত দন্তোদগম—দাঁত বাহির হইতে না হইতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মাড়ি শিথিল, রক্তস্রাবী, প্রদাহযুক্ত (Painful dentition, teeth begin to decay as soon as they appear). দন্তোদগমকালীন শিশুর উদরাময় এবং কলেরা হয়।

৪। প্রদর স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধযুক্ত, ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে এবং পূর্ব্বে হয়। কাপড়ে হলদে দাগ লাগে। যোনিদ্বার ভীষণ চুলকায় এবং প্রদাহ হয়।

৫। ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় ও যন্ত্রণাযুক্ত। শয়নে স্রাব হয়, উপবেশনে এবং হাঁটাহাটিতে বন্ধ থাকে (flows on lying down, ceases on sitting or

on walking about)। শীতল জল পানে ঋতু স্রাবের যন্ত্রণার উপশম হয়। স্রাব থাকিয়া থাকিয়া হয় (flow intermits)।

৬। প্রস্রাব প্রচুর। প্রস্রাবের বেগ এত প্রবল এবং হঠাৎ হয় যে, রোগী প্রস্রাব আটকাইতে পারে না (পেট্রোসিলিনিয়াম)। কেবল শয়নাবস্থায় মূত্র ত্যাগ করিতে পারে। প্রথম রাত্রিতে গভীর নিদ্রায় শিশু অসারে শয্যায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে।

সাধারণ লক্ষণ

১। ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে কর্ণে গুন গুন ভন্ ভন্ শব্দ হয় এবং কম শোনায়।

২। ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে ভীষণ শিরঃপীড়া হয়। (সিপিয়া)

৩। অন্তঃসত্বাবস্থাকালীন—বমনোদ্বেগ এবং বমন হয়। কলেরায় ভীষণ বমন এবং দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ হয়।

ক্রিয়োজোটে তিনটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। তাহা হইতেছে—(১) ক্ষতকারক স্রাব (excoriating discharge) (২) শরীরময় স্পন্দনশীলতা (pulsation all over the body) (৩) ক্ষুদ্র ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব (profuse bleeding from small wounds)।

কোন রোগে এই তিনটি লক্ষণ বিশেষরূপ বর্ত্তমান থাকিলে সেই স্থলেই ক্রিয়োজোটের বিষয় চিন্তা করিবে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানসমূহই অধিক আক্রান্ত হয়। এতদস্থান হইতে প্রচুর এবং দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ হইয়া অবশেষে ক্ষত উৎপন্ন করে। ক্রিয়োজোটের ক্ষতকারক স্রাব এবং ক্ষত উৎপাদন করা একটি প্রধান বিশেষত্ব, স্রাব এত অধিক ক্ষতকারক, যে স্থলে স্পর্শ লাগে সেই স্থান হাজিয়া যায়।

কর্কট রোগ (Cancer)—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের এবং জরায়ুর কর্কট রোগে ক্রিয়োজোটকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। জরায়ুর কর্কট রোগে সময় মত প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভীষণ

অগ্নিবৎ জলন এবং চাপ চাপ দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত স্রাব থাকে। স্রাব অত্যন্ত জ্বালাজনক এবং ক্ষতকারক। বস্তিকোটর যেন আগুনে জ্বলিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয়। প্রস্রাবের পর জ্বালা, ক্যানসার অর্ব্বুদ হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাব। যোনি মধ্যে এবং বাহ্য প্রদেশ অত্যন্ত কণ্ডুয়ন। রক্তযুক্ত তরল ক্ষতকারক দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, যোনিদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণে ক্রিয়োজোট নির্ব্বাচিত হয়।

ডাক্তার গারেন্সি ক্রিয়োজোটকে স্তনের কর্কট রোগেও প্রাধান্য দেন। স্তনগ্রন্থিসমূহ উচু উচু হইয়া ঢেলার মত হয় এবং উহাদের প্রত্যেকের উপর মামড়ী পড়া থাকে এবং সামান্য উত্তেজনা পাইলেই রক্ত বহির্গত হয়। এতদসহ সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর এবং দীর্ঘস্থায়ী রজঃস্রাব হয়। এতদ্ব্যতীত ক্রিয়োজোট পাকস্থলী এবং ওষ্ঠের ক্যানসারেও (cancer of the lip) ব্যবহার হয়।

জরায়ুর কর্কট রোগে হাইড্রাসটিসের বিষয়ও চিন্তা করিবে। হাইড্রাসটিস আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক উভয়রূপেই ব্যবহার হয় এবং ইহা এতদ রোগের একটি আশু ফলপ্রদ ঔষধ।

গ্যাংগ্রিন (senile gangrene)—বৃদ্ধাবস্থায় গ্যাংগ্রিন হইলে অর্থাৎ অঙ্গুলি প্রভৃতি পচিতে আরম্ভ হইলে ক্রিয়োজোটের মূল অরিষ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া পচা স্থান ধৌত করিলে এবং ৩য় ক্রমের ক্রিয়োজোট সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—রোগী কাল লম্বা শীর্ণ, অপরিপুষ্ট। বয়স অপেক্ষা অধিক লম্বা দেখায় (ফস্ফ)। শিশু দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় শরীরের চর্ম্ম কোঁচকান গণ্ডমালা এবং চর্ম্মরোগ ধাতুগ্রস্থ, অত্যন্ত খিটখিটে, রোগী কি চায় এবং কি পাইলে যে শান্তি হইবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যাহা দাও শিশু তাহাই ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

রক্তস্রাব—ক্রিয়োজোটে রক্ত স্রাবপ্রবণতা অত্যন্ত অধিক, সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হয়। অতি সহজেই, সামান্য পিনের খোঁচাতেই অত্যন্ত অধিক রক্ত নির্গত হয়। যে স্থলে কয়েক ফোঁটা রক্ত নির্গত হওয়া উচিত সে স্থলে রক্ত ধারার সহিত বহির্গত হয় (small wounds inclined to

bleed profusely)। চক্ষু নাসিকা, জরায়ু, মূত্রপিণ্ড ইত্যাদি সমুদায় স্থান হইতে এবং সহবাসক্রিয়ায় স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে ও দন্তোৎপাটনে (কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব) অতি অল্পতেই রক্ত নিঃসৃত হয়। (রক্ত সকল সময় ধারার সহিত বহির্গত না হইতে পারে কিন্তু রক্তস্রাব অল্প অল্প নিশ্চেষ্টভাবে (passive) হইলেও শীঘ্র বন্ধ হইতে চাহে না। এই প্রকার রক্তস্রাবপ্রবণতা ফস্ফরাস, ল্যাকেসিস এবং ক্রোটেলাসেও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বেতপ্রদর—অত্যন্ত ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধযুক্ত। এই দুইটি লক্ষণই হইতেছে ক্রিয়োজোটের বিশেষ পরিচায়ক। কাপড়ে হলদে দাগ লাগে, যোনিদ্বার হাজিয়া যায়। মূত্র ত্যাগে অত্যন্ত জ্বালাযন্ত্রণা হয়। যোনিদ্বার ও তদসংলগ্ন স্থান হাজিয়া যায়। ঋতু স্রাবের পূর্ব্বে শ্বেতপ্রদর প্রকাশ পায় এবং প্রদর স্রাবে রোগী নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ পদযুগল অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। শ্বেতপ্রদর স্রাবের সহিত রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া রক্তস্রাব প্রকাশ পায় (This remedy has a tendency to hæmorrhages, which are very obstinate. The hæmorrhages occur with leucorrhoeal trouble, they are intermittent, will almost stop, then freshen up again and again). এই প্রকার লক্ষণ অনেক সময় প্রসবের পর কলতানি স্রাবের সহিতও দেখা দেয়। ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর স্রাবে এবং জরায়ুর ক্ষতে ডাক্তার ন্যাস ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করিতেন।

ঋতুস্রাব—সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর এবং অধিক দিন স্থায়ী হয় ও যন্ত্রণাযুক্ত, স্রাব থাকিয়া থাকিয়া হয় অর্থাৎ সবিরাম প্রকৃতির, রোগী মনে করে সে ভালই আছে, হঠাৎ আবার স্রাব আরম্ভ হয় (সালফার) এতদ্ব্যতীত স্রাব শয়নে প্রকাশ পায়, উপবেশনে কিংবা হাটাহাটিতে বন্ধ হয়, স্রাব কালবর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও ক্ষতকারক। স্রাবের স্পর্শে জোনিদ্বার এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হাজিয়া যায় চুলকায়। একটি লক্ষণ ক্রিয়োজোটে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে, প্রত্যেক ঋতুস্রাবকালীন ওষ্ঠদ্বয়ে হাজিয়া যাওয়া কাঁচা কাঁচা (rawness) বোধ, মুখবিবরের সংযোগস্থল ছিড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সেই সময় শরীরের সমুদায় স্রাব ক্ষতকারক হয়, যে স্থানে স্পর্শ লাগে সেই স্থানই হাজিয়া যায়, চুলকায়, জ্বালা করে।

চুলকাইলে জ্বালা উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। অনেক সময় তরল ভেদ হয় এবং তাহাও ক্ষতকারক, মলদ্বার জ্বালা করে। এক কথায় ইহাই বলা যাইতে পারে ঋতু স্রাবকালীন যাবতীয় লক্ষণ এবং রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পায় কিন্তু শীতল জলপানে ঋতু স্রাবের যন্ত্রণা উপশম হয়।

টাইফয়েড ফিবার—টাইফয়েড ফিবার আরোগ্যের মুখে উদর এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) যুক্ত স্থান হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়। মুখের অভ্যন্তর প্রদেশ হাজিয়া যায় এবং যে স্রাব নিঃসরণ হয় তাহাতে স্থান ক্রমশঃ খাইয়া যায়। ইহা ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায়, টাইফয়েড ফিবার আরোগ্যের মুখে বমনও প্রকাশ পায়। বমনও অত্যন্ত ক্ষতকারক। এত অধিক ক্ষতকারক যে মুখের চর্ম্ম, ওষ্ঠদ্বয় ইত্যাদি শ্লেষ্মাস্রাবী স্থান সমূহ ক্ষত হইয়া যায়। ক্রিয়োজোটের যাবতীয় স্রাব অত্যন্ত ক্ষতকারক এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

কলতানি স্রাব (lochia)—কটাবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং ক্ষতকারক। ক্রিয়োজোটে জরায়ু, যোনি, ইত্যাদি স্থানে অত্যন্ত অধিক কার্য্য থাকায় দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতকারক কলতানি স্রাবে ইহা প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—আহারকরা মাত্রই পাকস্থলীতে জলন আরম্ভ হয়, তৎপর ভার ভার বোধ, বিবমিষা এবং বমন প্রকাশ পায়। বমনে যাহা যাহা আহার করা হইয়াছিল তাহাই সেই অবস্থায় অজীর্ণরূপে বহির্গত হয়, আহারের ঘণ্টাখানেক পর হয়। বমন অত্যন্ত অম্ল স্বাদযুক্ত এবং ক্ষতকারক। ক্রিয়োজোটের বিশেষত্ব যে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বমনেচ্ছা লাগিয়া থাকে। জলপানে মুখের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত হয় এবং তিক্ত বোধ অনেকক্ষণ থাকে। শীতল দ্রব্য পানে কিংবা আহারে বৃদ্ধি হয়, উষ্ণ দ্রব্যে উপশম বোধ করে। পাকস্থলীর কর্কট রোগেও যখন এই প্রকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে—ক্রিয়োজেট সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে না পারিলেও, যন্ত্রণা এবং প্রদাহ সাময়িক উপশম করিতে পারে—ক্রিয়োজোটের এই প্রকার আশু উপকার করিবার ক্ষমতা আছে। এতদ্‌হেতু পাকস্থলীর কর্কট রোগে ক্রিয়োজোটের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়।

দন্তশূল এবং দন্তোদ্গমহেতু রোগ—(Toothache and dentition)—দন্তশূলে বিশেষতঃ পোকা খাওয়া হেতু এবং বিশেষভাবে শিশুদিগেতে ইহা অত্যন্ত অধিকরূপ নির্ব্বাচিত হয়। শিশুদিগের দন্তশূলে ইহাকে ক্যামোমিলার পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, অনেক স্থলে দেখিয়াছি ক্যামোমিলায় উপকার হয় নাই, ক্রিয়োজোটে উপকার হইয়াছে। শিশু ব্যতীত বয়স্কদিগেতেও ইহা ব্যবহার হয়। Kreosote is in children of all ages, as well as in adults, the chief romedy for odontalgia, when it is caused by cries of the teeth.—Hughes)।

ক্রিয়োজোটের দন্তশূল যন্ত্রণা ব্যতীতও যখন দন্তোদ্গম (dentition) কালীন কিংবা দন্তোদ্গম হেতু শিশুর নানা প্রকার রোগ প্রকাশ পায় এবং যখন দন্তোদ্গম হইতে না হইতেই দন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—সেইরূপ সময়ের রোগে ক্রিয়োজেটকে অব্যর্থ ঔষধ জানিবে। (I like Kreosote in dentition very much. My first case was our own baby. She had been extremely fretful and irritable and sleepless for three or four days, and Chamomilla had done no good. I gave Kreosote 24, and in quarter of an hour, she was asleep and slept eleven hours right off and awoke cheerful. The nurse was almost frightened, thinking I must have given an opiate."—Dr. Maddan.

দন্তের ক্ষয়প্রাপ্ত বিষয়ে ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়াকে ক্রিয়োজোটের সমকক্ষ ঔষধ বলা যাইতে পারে, ইহাতেও দন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে না হইতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, দন্তের ধার অর্থাৎ কিনারা ক্ষয় হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে প্রথমতঃ দন্ত পীতবর্ণ হয়, তৎপর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। (দাঁতের উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—মার্কারি। গোড়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—মিজিরিয়াম, থুজা)।

উদরাময় এবং শৈশব কলেরা—শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ের ক্রিয়োজোট একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শৈশব কলেরাতে এবং দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়েও ইহা নির্ব্বাচিত হয়। শিশুর দন্তসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত, মাড়ি শিথিল, যন্ত্রণাযুক্ত ঘোর লাল অথবা নীলবর্ণ (mouth full of decayed teeth, with spongy painful gums)—এইরূপ শিশুর কলেরায় ক্রিয়োজোট

অব্যর্থ ঔষধ এবং কলেরাও ইহাদিগের ভীষণ হয়, বমনের বিরাম থাকে না। মলও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। শিশুর দাঁত উঠিতে না উঠিতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (teeth decay almost as soon as they are born)। যন্ত্রণাযুক্ত দন্তোদ্গম হইতে কলেরা হইলে ক্রিয়োজোটকে প্রধান স্থান দিবে ইহা স্মরণ রাখিবে (Never forget Kreosote in cholera infan'um which seem to arise from painful dentition or in connecion with it, for I have seen some of the finest effects ever witnessed from any remedy from this one—Nash.)

বমন—অন্তঃসত্বাবস্থায় বমনে অনেকে ক্রিয়োজোটকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেন। মুখে মিষ্টি মিষ্টি জল উঠে ও তদসহিত লালাস্রাবও বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ব্যতীত পাকস্থলীর দুরারোগ্য gastromalacia রোগেও বমনে ক্রিয়োজোট নির্ব্বাচিত হয়। যখন পাকস্থলীর পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ ব্যতীত অন্য কারণ হইতে যেমন—পাকস্থলীর কর্কট রোগ, থাইসিস, যকৃত অথবা জরায়ুর কর্কট অথবা পুরাতন মূত্রপিণ্ডের (kidney) রোগ ইত্যাদি হইতে বমন প্রকাশ পায় তখন ক্রিয়োজোট প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ ক্রিয়োজোটের বমন অনেকটা sympathetic বলা যাইতে পারে (Kreosote proves specific where the vomiting of phthisis, and uterine cancer, and of chronic kidney disease, is often checked by it. I once had a chornic case of suspected cancer of the stomach under treatment, the vomiting of which was always arrested by Kreosote when it became troublesome—

প্রস্রাব এবং শেষে-মোতা—(১) প্রস্রাব প্রচুর হয় এবং ঈষৎ পীতবর্ণ (Pale yellow) (২) প্রস্রাবের বেগ এত অধিক এবং হঠাৎ হয় যে (urging is so great and sudden) (পেট্রোসিলিনিয়াম) রোগী প্রস্রাবের বেগ আট্‌কাইতে পারে না। (৩) শিশু প্রথম রাত্রিতে শয্যায় অসাড়ে প্রস্রাব করিয়া ফেলে এই রকম সময় শিশুর নিদ্রা এত গভীর হয় যে, শিশুকে নিদ্রা হইতে সহজে জাগাইতে পারা যায় না (সিপিয়া)। (৪) এতদ্ব্যতীত রোগী শয়নাবস্থায় কেবল মূত্র ত্যাগ করিতে পারে (can only urinate

when lying) (পশ্চাদ্দিকে শরীর ঝুঁকিয়া বসিলে কেবল মূত্র ত্যাগ করিতে পারে—জিঙ্ক মেটালিকাম) ।

বধিরতা—ঋতু-স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে কর্ণে গুণ্ গুণ্ এবং ভন্-ভন্ শব্দ হয় এবং কর্ণে কম শুনায়।

শিরঃপীড়া—ঋতু-স্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে ভীষণ শিরঃপীড়া হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয় কিন্তু যে সমুদায় রোগী স্পর্শাধিক্য (sensative) তাহাদিগেতে ২০০ শক্তি ব্যবহার হওয়া উচিৎ। ডাক্তার হিউজ জরায়ু এবং বমনে নিম্নক্রম এবং ৬ ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—উৎকট (malignant) এবং কর্কট রোগে ক্রিয়োজোটের পর আর্সেনিক, ফস্ফরাস এবং সালফার উত্তম কার্য্য করে।

প্রতিবন্ধক—(**Inimical**)—কার্ব্বভেজ এবং ক্রিয়োজোট পরস্পর ব্যবহার হয় না।

রোগের বৃদ্ধি—খোলা মুক্ত বায়ুতে, শীত ঋতুতে, শীতল জলে, প্রক্ষালণে এবং অবগাহনে, বিশ্রামে বিশেষতঃ শয়নে, ঋতুস্রাবের পর।

রোগের উপশম—সাধারণতঃ উত্তাপে, সঞ্চালনে, উষ্ণ খাদ্য আহারে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন স্ত্রীলোক বয়স প্রায় ২৯ হইবে, ৭ মাস হইতে উগ্র এবং দুর্গন্ধযুক্ত প্রদর রোগে ভুগিতেছিল। তাহার কোমরে বেদনা ছিল, সে এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে চলিবার সময় তাহার পদদ্বয় কাঁপিত। প্রদর স্রাবে জ্বালা ছিল, যোনিদ্বার প্রদাহে ফুলিয়াছিল। প্রস্রাবে জ্বালা ছিল। জননেন্দ্রিয় এবং তদসংলগ্ন স্থানসমূহ এত বেদনাযুক্ত ছিল যে, তাহার বসিতে

অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। ডাক্তার রাইট তাহাকে ২০০ শত ক্রিয়োজোট সেবন করাইয়া ২০ দিবসে আরোগ্য করিয়াছিলেন—

২। এক ১৮ বৎসর বয়সের বালকের শয্যা-মূত্র রোগ ছিল। ডাক্তার পায়-রাসেল ৪ আউন্স জলে একবিন্দু ক্রিয়াজোট মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করিতে দিয়াছিলেন, তাহাতে রোগীর অনেক উপকার হইয়াছিল বটে কিন্তু এক মাস পর আবার প্রকাশ পায়। তখন এক মাত্রা সালফার ৩০ দেওয়া হয়, তাহাতে আবার বন্ধ হয় কিন্তু আবার হয়। অবশেষে তাহাকে ক্রিয়োজোট পুনরায় কিছু দিন সেবন করাইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করা হয়। —(ডাক্তার পার-রাসেল)।

———

সূচীপত্র।

ঔষধের নামানুযায়ী।

সূচীপত্র।

রোগের নামানুযায়ী।

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রলাপ (Delirium)

প্রসব যন্ত্রণা

প্রমেহ

প্লেগ (Plague)

ব্রোঙ্কাইটিস (Bronchitis)

বধিরতা

ব্রণ (Acne)

বমন

বাধক বেদনা

বহুমূত্র (Diabetis)

বিষয়	পৃষ্ঠা

বাত

(বিসর্প Erysipelas)

বিদারণ Fissures)

ভয় পাইয়া রোগ

মদ্যপান নিবারণ

মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ

মানসিক লক্ষণ

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্স।

পঞ্চম খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং বহুদর্শী

ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক ঃ—

এস, এন, রায় এণ্ড কোং

দি রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।

৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক :—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
এস, এন, রায় এণ্ড কোং,
৮৫-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৫২।৩, বৌবাজার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় দ্বারা মুদ্রিত।